সদ্গোপ-তত্ত্ব

১ম খণ্ড

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, বি-এল,
পেনশান প্রাপ্ত
ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ
এবং
ইংরাজি ও বাঙ্গলায় কয়েকখানি
গ্রন্থ প্রণেতা।

১ম সংস্করণ, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ।

[মূল্য ১।০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র]

Published by—
Sudhir Chandra Ghosh.
Vill....Dadpur.
P. Station...Balagor.
Dist....Hughli.

Printed by—
P. B. Dey.
The Fine Printing Works,
43-A Nimtolla Street,
Calcutta.

৺অঘোরনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি।

জন্ম—৩।১।১৮৪১।　　　　　　　　　　মৃত্যু—৫।১১।১৯২৫ খৃঃ।

আমাদিগের—পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺অঘোরনাথ ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ এই ক্ষুদ্র পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইল। জেলা হুগলি, থানা বলাগড় মধ্যে দাদপুর গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান।—সানুজ গ্রন্থকার।

নিবেদন

১৮৬৬ খৃঃ হইতে ১৯২০ খৃঃ পর্য্যন্ত স্বজাতির ইতিহাস সঙ্কলন জন্য ঐকান্তিক যত্নের সহিত স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় বিবরণ সঞ্চয় করিয়া "নোট" লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তদ্বারা উৎসাহিত হইয়া ও তাঁহার স্মৃতি জাগরিত রাখিবার জন্য নানাশাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ এবং শিলালিপি ও পুঁথি পাঠ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকের ১ম খণ্ড প্রণয়ান্তে স্বজাতি মহাশয়গণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

মানকরের চিকিৎসক ৺শ্রীশচন্দ্র রায় M. B. মহাশয় রাঢ় অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত স্বজাতির প্রায় ৩৭০টী ও বহু বংশের বিবরণ, সন্ন্যাসী বেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সংগ্রহ করিয়া আমার হস্তে, তাঁহার ৺গুরুদেবের উপদেশ মতে, অর্পণ করিয়াছেন। সেই স্বজাতি প্রেমিক মহাশয়ের আত্মার শান্তির জন্য সিজিল করিয়া সারাংশ মুদ্রিত করিয়া স্বজাতি বর্গের হস্তে অর্পণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। স্বজাতি মহোদয় গণের নিকট নিবেদন যে তাঁহারা অবশিষ্ট ৪।৫ খণ্ড প্রকাশে সহায়তা করিলে নিতান্ত বাধিত ও সুখী হইব। কার্য্য বৃহৎ একা দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব বোধ হয় না; ঐ সকল বংশাবলী ও বিবরণ জন্য উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ক্রেতাগণেয় সুবিধার জন্য মূল্য অল্প করা হইল।

আদিবাস—দাদপুর, থানা বলাগড়,
জেলা—হুগলি। ১।৬।১৯৩৮।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ।
১১ সি, উড়িয়াপাড়া লেন,
পোঃ ইণ্টালি, কলিকাতা।

সদ্গোপ-তত্ত্বের ১ম খণ্ডের

বিষয় সূচি

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
গোয়ালা কৃষ্ণনগরে	...	২০৮
গোয়ালা হইতে সদ্‌গোপ উৎপন্ন নহে	...	২১১
গোল্লা উড়িষ্যায় ও তদ্দক্ষিণে	...	৩৫
গৌতম ধর্ম্মসূত্র বা সংহিতা	...	৯৭
গৌরী	...	১০৩,২৩২
গৌরী দাস	...	৪৩
গৌড় দেশ	...	৪৫
গ্রামিণ কন্যা কুলীন গৃহে	...	১২৬
গ্রামীণ জয়দেব চরিত্রীতে	...	১২৫
গ্রামিণ, বেদে	...	১২৪
ঘনরাম, চণ্ডালের ব্রাহ্মণ	...	৮৫
ঘোষ পদবী, পূর্ব্বকুল কুলীনের, শ্রাদ্ধে	...	১২২, ১৩৬
ঘোষ, ব্রাহ্মণের পদবী ছিল	...	১১৯
চাষাযুক্ত শব্দ	...	২৫
চোলরাজের বঙ্গ ও রাঢ় আক্রমণ	...	৩৪, ১৪৭
চোল স্তুপ দেওঘরে	...	১৪৮
জগন্নাথদেবের লাটমন্দির নির্ম্মাণ	...	৭১
জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ	...	১০১
জন্ম দ্বারা শূদ্র, আধুনিক এক নিবন্ধে	...	১০১
জয়দেব চরিত	...	৪৯
জয়দেবের বিবাহ সভা	...	৪১
জয়ানন্দ	...	২৪
জলসহা, ব্রাহ্মণের	...	৪৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
জয়সুর	...	১৩৫, ১৩৬, ১৩৭
জাতকে বৈশ্য	...	৬৯
জাতির উৎকর্ষতা লাভ	...	৪৫
জাতিভেদ	...	৭
জাতীয় উন্নতির একটী পন্থা	...	৭৫
জাহ্নবী দেবী	...	৪২
জামাতাবরণ পশ্চিম কুলে	...	৯৫
জীবনকৃষ্ণ ও মতিলাল	...	১৮৯
জৈন সমাজের অবসানে	...	৫৭
জৈন সমাজ ধ্বংশ ও হিন্দুর স্বসমাজে প্রত্যাবর্ত্তন		১৬
তেজশেখরের বংশ	...	১৪৫
তেলি সুর	...	১৩৫, ১৩৬
দণ্ডেশ্বর	...	৪৪, ৪৫
দশদ্বিজের বঙ্গে আগমন	...	১২২
"দাস" পদবী উৎকলে বৈষ্ণবের	...	৪৩
দাধার নিয়োগী	...	১৪৮
দ্বারবাসিনী	...	৭০,৮৪,২১০
দীঘনগর	...	১৩৬, ১৪৪
দীঘনগরের কোঙার বংশ	...	৭৮,৮৮,৩২১৬
দুঃখী কৃষ্ণদাস ও তাঁহার সময়	...	১৭, ৪৩
দেওঘরে ৺শিবস্থাপনা	...	১৪৭
দেশাবলী বিবৃতি	...	৭০
ধর্ম্মঠাকুর রাঢ়ী ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হইতেছেন	...	৩১,১০৮

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়

সূচিপত্র সম্পূর্ণ

মুখবন্ধ

হিন্দুসমাজ শিরোমণি ব্রাহ্মণগণের ও রণকুশল ক্ষত্রিয়দিগের বংশ কীর্ত্তন ইতিহাসে, পুরাণে ও ভারতবর্ষীয় নানাভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য্য সমাজের তৃতীয় বর্ণ কৃষি-বৈশ্যের * (সদ্গোপের) কোনও পুস্তকে কিছুই বিশেষভাবে লিখিত নাই। ব্যবসায়ী বৈশ্য-গণের বা শ্রেষ্ঠিগণের কতক কতক বিবরণ পশ্চিমাঞ্চলে ও বোম্বাই প্রদেশে লিখিত হইয়াছে ও প্রাচ্য বিদ্যার্ণব বসু মহাশয় আর্য্য-সমাজ—বৈশ্য খণ্ডে ব্যবসায়ী বৈশ্যের ও শ্রেষ্ঠীদের বিষয় লিখিয়াছেন। কিন্তু কৃষিবৈশ্যের * কোনই সঠিক বিবরণ নাই। মহাভারত ও রামায়ণ ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান পুরাণ গ্রন্থ হইলেও তাহাতে দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, মহারাজা ও রাজার কথাতেই পরিপূর্ণ। উভয় গ্রন্থ যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসন প্রণালী, সমাজশাসন প্রণালী শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি বিষয়ে পরিপূর্ণ। তাহাও নানারূপে শিক্ষাপ্রদ।

সকল দেশের লোকেই আপন আপন জাতীয় ইতিহাস, সাম্রাজ্য, রাজ্যসম্বন্ধীয় ও পারিবারিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে ভাল বাসিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ কখনও সেরূপ কোন বিষয় লিখিয়া রাখেন নাই। অথবা যাহা কিছু ছিল তাহা রাজ্য

---

* "ক্ষত্রিয়া ধন্বিনো বীরা বৈশ্যা বস্তুক্রিয়াঙ্কিতাঃ" পঃ পাঃ ১০।৪৮ অর্থাৎ ধনুকধারী ক্ষত্রিয় বীর, কৃষিকারী বৈশ্যগণ। অর্থাৎ সদ্গোপাগণ—কারণ সদ্গোপ ছাড়া কৃষীজীবি বৈশ্য আর কেহ ছিল না।

ও সমাজ-বিপ্লবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একারণে ইঁহাদিগের প্রশংসনীয় সমস্ত কার্য্যই ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইতেছে। পুরাণ-গ্রন্থ সকল যদিও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ, তথাপি অলৌকিক অসামান্য ও নৈসর্গিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থে কতক কতক রাজন্যগণের বংশবর্ণনা আছে ও অনেকস্থলেই ধর্ম্মশিক্ষা আছে। ঐ সকল গ্রন্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা সঙ্কলিত, এবং সম্ভবতঃ সেইজন্য উহাতে আর্য্য তৃতীয়বর্ণ বৈশ্যের বিস্তৃতভাবে বংশাবলী লিখিত হয় নাই। বৈশ্যেরা ধন-ধান্য-সম্পন্ন প্রজামাত্র ছিলেন। তাঁহারা কৃষি, বাণিজ্য. পশুপালন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেন, রাজাকে কর দিতেন, ও রাজা এবং ব্রাহ্মণগণের স্নেহপাত্র ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত্যপুরাণে নন্দগোপ রাজা ছিলেন বলিয়া তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ গুণবর্ণন ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। এতদ্ব্যতীত কোন কোন স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বৈশ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে উল্লেখ আছে যে—মগধের গুপ্ত বংশ এবং রাঢ়ের ও বঙ্গের পালরাজগণ বৈশ্য ছিলেন, পালবংশের জনৈক রাজা গুপ্তবংশের কোন রাজার ভাগনা হইতেন। তাঁহাদের বিষয় ও অতি অল্পই পুরাকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন কোন উপপুরাণে, ও "বল্লাল চরিতে" পালরাজগণকে নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

হিন্দু শব্দটী আধুনিক; উহা কোন পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই। আদিতে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুইটী বিভাগের উক্তি ঋগ্বেদে পরিলক্ষিত হয়। আর্য্যসমাজ চারিবর্ণে পরে বিভক্ত হয়—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও (সৎ) শূদ্র লইয়া। সঙ্কর আর্য্য-শূদ্র অন্তর্গত নহে। এতদ্ব্যতীত পঞ্চমবর্ণ ছিল না। এক্ষণে

২০শ খৃষ্ট শতাব্দীতে ৫ম বর্ণ গঠনের প্রচেষ্টা হইয়াছে। সঙ্কর ও সঙ্কীর্ণ জাতি আর্য্য শূদ্র হইতে অনেক নিম্নে। বর্ত্তমান কালে তাহাদিগকেও শূদ্র বলা হয়। ৫০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বলিয়াছেন যে সঙ্কর ও অপরাপর হীন জাতির ক্রিয়া কলাপাদি শূদ্রদিগের ন্যায় হইবে। এই নিয়মে বঙ্গীয় সমাজ (ময় অনাচরনীয় শূদ্র) পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে সকল আচরনীয় "সৎ", ও "অসৎ" মায় সঙ্কীর্ণ জাতিকে একনাম শূদ্র দিয়াছেন; কিন্তু যজন যাজন করিবার জন্য সঙ্কর ও সঙ্কীর্ণকে পৃথক রাখিয়াছেন। যতকাল সকল রকমের শূদ্রগণ একশ্রেণীর ব্রাহ্মণের যজমান হইতে না পারিবে, ততকাল সকল শূদ্র একজাতি হইবে না—বা এক শ্রেণীগত হইবে না; ও জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে না; যদিও এক্ষণে পরস্পর জাতি বিদ্বেষ অনেকটা শিথিল হইয়াছে।

আধুনিক কালে বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার লোপ পাইয়াছে। বঙ্গদেশে শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ বৈশ্য এক্ষণে বিরল। অধিকাংশ ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার বিহীন। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বলিয়াছেন অধুনা ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই। তাহাতে উভয়ের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি—বাস্তবিক পক্ষে এখনও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভারতবর্ষ ময় বর্ত্তমান রহিয়াছে। (জাতিতত্ত্ব কল্পদ্রুম পৃঃ ২৭৭-২৭৮)। বঙ্গদেশে অনেক আছেন।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা মৎকৃত জাতিতত্ত্ব কল্পদ্রুমে (পৃঃ ২৭৭-২৮০) আছে। তদবধি' বঙ্গদেশে বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক শূদ্রবৎ পরিচালিত হইতেছেন। এক্ষণে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য সমাজে সুর অনেকটা ফিরিয়া গিয়াছে। উভয় অশিক্ষিত ও সঙ্কীর্ণমনার মধ্যে সঙ্কীর্ণ ভাবই চলিতেছে। তত্রাচ নবদ্বীপ সমাজপতি ব্রাহ্মণ কুলতিলক

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অনেকানেক বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতানুবর্ত্তী হইয়া রাঢ় দেশস্থ সদ্‌গোপ জাতিকেই প্রকৃত বৈশ্য বলিয়া তাঁহার অগ্নিহোত্র বাজপেয় মহাযজ্ঞে বৈশ্য বরণের মালা চন্দন কৃষ্ণপাড়া নিবাসী নরোত্তম পালকে অর্পণ করিয়া উক্ত যজ্ঞ শাস্ত্রানুসারে সুসম্পন্ন করেন (ক)। রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী বহু গ্রন্থকার বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহে বৈশ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু উক্তি করিয়াছেন। যথা—চৈতন্য মঙ্গলে ও জয়দেব চরিতে—তাহা ২৫০, ৩০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত।

রাঢ়ের পালবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসান কালে উন্নত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও বৈশ্য সদ্গোপ ছিলেন। তাঁহারা সদ্গোপ সহ মিলিত হন, ক্ষত্রিয় পত্নীও কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপাল দেবের তাম্রলিপি)। এ কারণে বোধ হয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন আক্রোশ করিয়া লেখেন বঙ্গে অধুনা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই।

শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে—তাঁহারা বৌদ্ধগণকে সম্মান করিতেন, রাজ্যের চির প্রথানুযায়ী লিখনে বৌদ্ধ চিহ্ন ও আকার (Form) ব্যবহার করিতেন, (খ) কিন্তু হিন্দুসমাজে মিলিত হইতেন, শত সহস্র শিব স্থাপন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে দান করিতেন ও হিন্দুধর্ম্মমত কার্য্য করিতেন—যথা ভাগবত পাঠ, গঙ্গাস্নান, গ্রহণকালে দান, ইত্যাদি কার্য্য করিতেন। ব্রাহ্মণে ভক্তি দেখান, ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখা ও ব্রাহ্মণে দান, হিন্দু

(ক) ঐ যজ্ঞের তাতকালিক রিপোর্ট কৃষ্ণ নগর রাজবাটী হইতে বা তাহার নকল বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনরূপ সাহায্য তথায় পাই নাই।

(খ) তাম্রলিপিও শাসনের শিরোদেশে প্রশস্তি। কোথাও কোথাও শিলালিপি ও তাম্রশাসনে ওঁ স্বস্তি লিখিয়াছেন, ইহা দ্বিজ বাচক।

সমাজে থাকার প্রধান লক্ষণ। তৎসহ হিন্দু দেবদেবীর পূজা করা বা করান হিন্দুত্বের পরিচায়ক। পূর্ব্বপুরুষে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করাও বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু তাহা সৎব্রাহ্মণ দ্বারা করান চাই। দ্বিজ মন্ত্রপাঠ নিজেই করিতে পারেন। হিন্দু সমাজ প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্য সমাজ; ব্রাহ্মণ বাদ রাখিয়া যে সমাজ তাহা হিন্দু সমাজ নহে।

পালবংশ ছাড়াও অন্য সদ্‌গোপ এক সময় সমাজের মধ্যে উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; এখনও অনেকে তদ্রূপ স্থান অধিকার করিতেছেন। কিন্তু অনেকেরই অবস্থা হীন হইয়া যাওয়ায় প্রতাপ শূন্য। চেষ্টা করিলে অনেকে পুনঃ উন্নত স্থান অধিকার করিতে পারেন। আর্য্য ও অনার্য্য—শূদ্র মধ্যে অনেকে চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা উন্নতমার্গে পদার্পণ করিয়াছেন। সুশিক্ষা, সদাচার (বিনয় ইত্যাদি), ধর্ম্ম চর্চ্চা ও অর্থ এই সমস্ত উন্নতির কারণ হইয়া থাকে। তৃতীয় বর্ণ সদ্গোপ কি বৈশ্যত্ব ও পূর্ব্বগৌরব ভুলিয়া গিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকিবেন? তাঁহারা নানারূপ বিদ্যা-শিক্ষাদ্বারা অভ্যোন্নতি করিতে পারেন; অভিমান, আলস্য, ইত্যাদি বর্জ্জন করিয়া পরিশ্রমী ও উদ্যমী হইলে অর্থশালী হইতে পারেন ও তাহার সদ্ব্যয় দ্বারা বৈশ্যত্ব পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিতে পারেন। স্বজাতিপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ হইয়া ভগবানে ভক্তি রাখিয়া ধনী ও গরীব উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাধ্যমত সাহায্য করিলে এবং আবাল বৃদ্ধ সকলেই লেখাপড়ার দিকে যত্নবান হইয়া মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ও আর্থিক উন্নতি দ্বারা সমাজে পূর্ব্ববৎ পুনরায় উন্নত স্থান অধিকার করিতে পারেন। ধনী ও শিক্ষিত সদ্‌গোপগণ যদি প্রত্যেক সদ্গোপ প্রধান গ্রামে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা দিবার উপায় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সদ্গোপ জাতির জীবনের ভিত্তি স্থাপন

করিবেন। অধুনা সদ্‌গোপ কৃষিজীবীর মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা অনেক স্থলে না থাকায় ও ক্রমেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিক্ষার ও নৈতিক উৎকর্ষতার অভাব হওয়ায়, তাঁহারা আর্য্য—তৃতীয় বর্ণ হইতে চ্যুত হইতেছেন, ও নিম্নস্তরে পড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহারা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় নিস্তেজ হইয়া আছেন—কিন্তু এখনও আলোড়ন ও সুবাতাস পাইলে তাঁহারা শিক্ষা বলে আর্থিক ও নৈতিক উন্নতিদ্বারা স্বীয় উচ্চাসন পুনরায় অধিকার করিতে পারেন। মনের উন্নতিই প্রধান উন্নতি। তাহা হইতে ঈশ্বরে ভক্তি আপনা আপনিই আসে। ভগবানে ভক্ত হইতে পারিলে উন্নতি সহজ হয়। কেবল বিদ্যা শিক্ষায় উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে। যাহাতে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালে ফল পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত ও সত্য। তাহাই সৎ। ওঁ তৎসৎ।

আর্য্যরা সকলেই কতক পরিমাণে ভূমি কর্ষণকার্য্য করিতেন। (গ) তাঁহারা অনার্য্যকে প্রশ্রয় দিতেন না ও উন্নত হইতে দিতেন না। এখন সকল অনার্য্যগণই কৃষিকার্য্য করিতেছেন; এখন প্রচুর পরিমাণে উর্ব্বরা ভূমি সদ্‌গোপ বৈশ্যের ভাগ্যে জুটে না; এখন কেবল কৃষি-কার্য্যদ্বারা সকল স্থানে প্রচুর সঞ্চয় হয় না; যে যে স্থানে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে সেই সেই স্থানে অন্য সদুপায় দ্বারা অন্ন সংস্থান করার, ও অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা ও তৎপোষকতায় শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। পুরাণে ও অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থে কৃষি, বীজজ্ঞান, বৃষ্টিজ্ঞান ও কালজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত জ্ঞানপ্রদ উপদেশ আছে তাহা কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে সদ্‌গোপ বৈশ্যকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। (ঘ) অনার্য্যগণ

(গ) বৃহৎ পারাশরীর ধর্ম্মশাস্ত্র; ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত, রাজীবলোচন কৃত।

(ঘ) অগ্নিপুরাণ, পরাশর কৃত কৃষি সংগ্রহ, বৃহৎ পারাশারীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি।

অধিকাংশই ধর্ম্ম-কর্ম্ম হীন ও আচার ব্যবহারহীন ব্যক্তি (এবং তাহারাই প্রায় অধিকাংশ) কৃষিকার্য্য আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে, এবং এই জন্যই এক্ষণে কৃষিকার্য্য গৌরবের কার্য্য নহে—বলিয়া মনে করা হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অশিক্ষিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম লুপ্ত হীনাচার কৃষকই নিন্দনীয়। সেই শ্রেণীর লোকই অধিকাংশ। তাহাদের সহিত সদাচারী বা ভদ্র শ্রেণীর লোক সমানে সমানে চলিতে ও মিশিতে পারে না বলিয়াই সদাচারী লোক কৃষি ক্ষেত্রে নামেন না। আফ্রিকায় ট্রানস্‌ভ্যালদিগর স্থানে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। সে জন্য তথায় সদাচারীদের কৃষির উন্নতি কল্পে ব্যবস্থা হইতেছে। এখানেও কতকটা তাহাই দাঁড়াইয়াছে; মধ্যবিৎ শ্রেণীকে রক্ষার উপায় না করিলে তাহাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। কৃষী ও কৃষকদের মনোভাব অজ্ঞাত আইন কর্ত্তাদের তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই বলিয়া বোধ হয় মধ্যশ্রেণীর দুর্দ্দশা। ছোট, মাঝারি, বড় সব এদেশে এক হইয়া কৃষিকার্য্য চলিবে না—ইহা Experienceএর কথা। আমাদেরও যৎকিঞ্চিৎ কৃষি ও ভূস্বামিত্ব আছে কাজেই মধ্যবিত সদ্গোপের দুরবস্থা বুঝিতে পারি। (৬) সদাচারী তালুকদার, সদ্গোপ কৃষক, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমে অনেকে সসম্মানে স্বদেশে কৃষিকার্য্য করিতেছেন—সেখানে অসদাচারীর সহিত তাঁহাদের রেশারেশী নাই) কাজেই কৃষিদ্বারা লাভবান্ হইয়াছেন। তথায় কৃষিকারিগণ অধিকাংশ স্থলে প্রজাস্থানীয় বা প্রজা।

ইউরোপীয় দেশ সমূহে ও উত্তর আমেরিকায় কৃষিকার্য্য অবলম্বন

(৬) ভদ্রগণের নম্রতার মাত্রা ও মাৎসর্য্যের স্থল বিশেষে কম বেশীর উপর—বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্যে উন্নতি নির্ভর করে। রাজীবলোচন রায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্রে ব্রাহ্মণ কৃষীর দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

করিয়া কেহ কেহ লক্ষপতি ও কেহ কোটিপতিও হইয়াছেন। কেবল ধানআবাদ জন্য কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিলে আজকাল প্রচুর অর্থাগম হয় না। যাঁহারা চা পান করেন তাঁহারা লিপ্‌টন সাহেবের নাম শুনিয়াছেন। লিপ্‌টনের অনেকগুলি চা'র বাগান ও কাফির বাগান আছে। উৎপন্ন চা ও কাফি বিক্রয় দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। একাধারে দুইটী বৈশ্য বৃত্তি কৃষী ও বাণিজ্য করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী জগৎ বিখ্যাত গ্ল্যাডষ্টোন সাহেবেরও কৃষিক্ষেত্র ছিল। কেবল ধান্য উৎপাদন ছাড়া যাহাতে অন্যান্য ভেষজ উৎপাদন করিবার উপায় জানা যায় ও হীনবল নানারূপ ভূমিকে নানা উপায়ে সবল বা উর্ব্বরা করা যায়, এবং তাহাতে কোন না কোন উপযুক্ত লাভজনক ভেষজ উৎপাদন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা যায়, এরূপ শিক্ষা আজকাল অত্যাবশ্যক। ইউরোপে প্রধান প্রধান রাজাদেরও বাগান ও কৃষিক্ষেত্র আছে, তাহাতেও বহু ফসল উৎপন্ন হয়; সে ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে বিক্রয় হয়। বিলাতী পোষকতা না থাকিলে আজকাল কোন কার্য্যের আদর হয় না বলিয়া উপরি উক্ত বিবরণের আবশ্যকতা। আমাদের দেশে বহু রাজার ও জমিদারের বাগান ও কৃষিক্ষেত্র আছে, জনক রাজা স্বয়ং নিজক্ষেত্রে সময় বিশেষে হল চালন করিতেন; অনেক স্থানে বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান জেলায় দ্বিজ হিন্দু জমিদার ও তালুকদারের কৃষিক্ষেত্র আছে। তাহা আদর্শ করিয়া আমাদের স্বজাতি বর্গ যদি কিছু কিছু কৃষির ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অনেকের স্বাধীন ভাব আসিবে ও অন্নকষ্ট যাইবে। ১০/ বিঘা আমনধানের জমি বা জলা জমি ও ৫/০ বিঘা আউস বা বেলে জমি হইলে এক ছোট গৃহস্থের জন্য ১২ মাসের খাবার চাউল

দাইল ইত্যাদি তরকারী উৎপন্ন করা যাইতে পারে; আর ।০ পাঁচকাঠা ডোবা থাকিলে মৎসের বন্দোবস্ত হইতে পারে। ভাগে দিয়াও ঐরূপ হইতে পারে। স্বহস্তে আবাদ করিলে ও জমিতে পরিশ্রম করিতে পারিলে উৎপন্ন ফসল হইতে তৈল, লবণ, মসলা, দুধ, বস্ত্রের ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের সংস্থান হইতে পারে। বুঝিয়া চলিতে পারিলে ও মিতব্যয় করিলে কোনই অভাব থাকিবে না। অত্যাচারী হইলে বা বাবুগিরি করিলে চলিবে না। আহারাদি সম্বন্ধেও কৃষকের ন্যায় মিতাচারি হইতে হইবে। আমাদের দেশের হিন্দু কৃষকেরা অতি মিতব্যয়ী ও অধিকাংশ মৌলিক কৃষক মাছ মাংস ইত্যাদি আহার করে না, তাহারা প্রায়ই বিষ্ণু উপাসক। কাজেই তাহারা মিতব্যয়ী না হইয়া পারে না।

ভূমি হইতে প্রতি বৎসর একাধিক সুফসল উৎপাদন শিক্ষা আবশ্যক। শিক্ষালাভ করিয়া সদাচার সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম বজায় রাখিয়া কৃষিক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া থাকিলে সমাজে নিন্দনীয় হওয়া দূরে থাক, আদরণীয়ই হইবেন।

যে যে স্থানে কৃষিক্ষেত্রের সুবিধা নাই, সে সে স্থানে যথা—সহর অঞ্চলে, কৃষিকার্য্যের শিক্ষা প্রদান করিয়া বিশেষ লাভ নাই। তত্তৎ স্থানে জীবনোপায় জন্য অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। যথা ঃ—ফলমূল রক্ষা (Preserve) করা শিক্ষা ও কৃষিদ্রব্য হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বা দৈনিক ব্যবহারের দ্রব্য প্রস্তুত করা শিক্ষা আবশ্যক। বিখ্যাত oat-meal, glucose, glaxo, essence of cereals, preservation of vegetables for various purposes, ভিনিগার প্রস্তুত, emulsion ইত্যাদি প্রস্তুত দ্বারা কৃষিদ্রব্যের নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পাশ্চাত্যগণ আর্থিক

উন্নতি করিতেছেন। এদেশেও অনুরূপ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আবশ্যক।

একদিকে যেমন বিদ্যা শিক্ষা প্রদান আবশ্যক অপর দিকে তেমনই মূলধনের ও মূলধনীর আবশ্যক। যদি মূলধন না থাকে, বা কোনও মূলধনী সাহায্য না করেন তাহা হইলে বিদ্যা শিক্ষার পর কেবল চাকরির চেষ্টায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। সে জন্য সকলেরই বদ্ধ পরিকর হইয়া জাতীর উন্নতির জন্য সকল রকম সদুপায় (যথা, ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স অফিস) অবলম্বন করিলে অচিরে সদ্গোপগণ বৈশ্য গৌরব বজায় রাখিতে পারিবেন। পরের নিকট ঋণ পাইতে হইলে সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক ও পরের বিশ্বাসভাজন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

কেহ না মনে করেন ধনীর কর্ত্তব্য অর্থের সদ্ব্যবহার করা, অর্থাৎ অর্থ নিজের নহে, ইহা নির্ধনীর সাহায্য কল্পে ধনীর হস্তে গচ্ছিত। এরূপ ধারণা হইলে মাৎসর্য্যের আবির্ভাব হইবে, ধনীর ও পরোপকারের স্পৃহা হীনবল হইবে। ক্রমে মনের গরমিল হেতু অশান্তি উপস্থিত হইবে। নির্ধনীই আবার একদিন ধনী হইয়া এরূপ অবস্থায় উপনীত হইবেন। সে জন্য ধনী ও নির্ধনী, সকলেরই উন্নত মানসিক বৃত্তি সম্পন্ন হইবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করা আবশ্যক। ইংরাজীতে একটী কথা প্রচলিত আছে যে সৃষ্ট জগতে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যমধ্যে মনই সর্ব্বোচ্চ। হিন্দুগণ মধ্যে প্রবাদ আছে যে অনেক তপস্যা বলে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুনশ্চ হীনবৃত্তিক ব্যক্তি মনুষ্য মধ্যেই গণ্য নহে। যাহাতে সমাজে শান্তি থাকে তজ্জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা আবশ্যক ও পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন।

আর একটী বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। হিন্দু-সমাজ ক্রমেই অল্পে অল্পে আবার পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ও আচার ব্যবহারের ও

পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যাহা অধিকাংশের আচার ব্যবহার তাহাই প্রচলিত আচার ব্যবহার বলিয়া ধরিতে হইবে। যে যে বিষয়ে শাস্ত্রের কঠোর বিধি আছে সে সে স্থানে ব্যবহার দ্বারা আচার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যে বিষয়ে শাস্ত্রের কোন উক্তি নাই সে বিষয়ে নূতন আচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যেমন শিক্ষা বিভাগে বালক বালিকাগণকে ব্যায়াম শিক্ষা ও নৃত্যগীত শিক্ষা দান। ইহার মধ্যে বৈশিষ্ঠ এই যে, যে শিক্ষাদ্বারা প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া যায় তাহা অনুষ্ঠেয় নহে। কারণ হিন্দু শাস্ত্রে আছে যে স্বধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। যদ্দারা পুরুষ স্ত্রৈণ হয় বা স্ত্রী-স্বভাব পুরুষ-স্বভাবে পরিণত হয় তাহাও অনুষ্ঠেয় নহে। হিন্দু-ধর্ম্মে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় থাকে না। হিন্দু সমাজে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ বিধি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিষদরূপে বর্ণিত আছে;—পুরাণেও আছে স্মৃতিতেও আছে। এ বিধি অমান্য করিলে সমাজের মর্য্যাদার হানি হয়। কিন্তু এরূপ বিধির সমষ্টি অতি কঠোর, গৃহী সমস্ত অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। এজন্য সামঞ্জস্যও আছে।

হিন্দুর বিবাহে উভয় পক্ষের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। ইহা হিন্দু শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। সে শ্রাদ্ধ না করিলে বিবাহ হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্গত হইবে না। বিবাহে হোম ও অগ্নি সাক্ষি অবশ্য করণীয়। অগ্নি রক্ষা করা হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের নিয়মে ও ব্যবহারে হিন্দুর বহু ক্ষতি হইয়াছে। তথাপি শেষ অবস্থায় উভয় সম্প্রদায় হিন্দুর আচার ব্যবহার বজায় রাখিয়া হিন্দুকে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ বঙ্গদেশ হইতে লোপ পায় তখন ঐ সকল দিক্ষিত বংশ বা তাঁহাদের বংশধরগণ হিন্দু সমাজে সহজেই ফিরিয়া আসেন; কিন্তু তাঁহারা

আর পূর্ব্বাবস্থা পান নাই—তাঁহারা ব্রাত্যরূপে থাকেন। ইহাতে সদ্‌গোপকেও হীনপ্রভ হইতে হইয়াছিল। ইহারা এক্ষণে ব্রাত্য বৈশ্য। *

বারাকপুরের ৬৪নং বাজাজ মহাল হইতে স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য পূজনীয় শ্রীশ্রীশিবচৈতন্য ব্রহ্মচারী মহাত্মা ভদ্রেশ্বরের ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে চুম্বক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সদ্গোপেরা বিশুদ্ধ আর্য্য। * * * উপস্থিত অনেক কারণে তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। * * * ফাঁকি দিয়ে অন্যান্য জাতিরা সদ্গোপের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্চে। * * * * * *। সদ্গোপেরা আর্য্য, বিশুদ্ধ আর্য্য, কাযেই তাঁহারা দ্বিজ * * *। সদ্গোপেরা নীচ বা হেয় জাতি নহেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দেশের রাজা ছিলেন এখনও রহিয়াছেন।"

শ্রীশ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী পরিব্রাজক মহাশয়ও ঐরূপ বলিয়াছেন।

* স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড মধ্যে ধর্ম্মারণ্য খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে আছে :—কুমার পালের শাসনে যাহারা জৈন ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা দ্বিজগণ মধ্যে বহু দ্বিজপালক গো-পালক হইয়া ধেনু চরাইতে লাগিলেন। বৎস গোত্রীয় বিপ্রগণ কৃষিধর্ম্মপরায়ণ হইলেন। কুমার পালের সময় হইতে জৈন সমাজ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হিন্দু সমাজে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উহা কোষ গ্রন্থকার হেম সুরীর উত্থানের পর, অর্থাৎ ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে এবং সুরাষ্ট্র দেশে। বঙ্গদেশে তাহার পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ পালরাজগণের বঙ্গে উত্থানের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। পালরাজগণের ১ম রাজা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার পর হইতেই হিন্দুভাবের প্রাদুর্ভাব।

উপক্রমণিকা

সদ্গোপ জাতীয় নামের একটু আলোচনা আবশ্যক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ব্বকালের এমন কোনও পুঁথি বা পুস্তক দৃষ্টিগোচর হয় নাই যাহাতে সদ্গোপ শব্দ আছে। মহাপ্রভুর অপ্রকট কালের সমসাময়িক ছিলেন প্রভু শ্যামানন্দ ওঃ ঠাকুর শ্যামানন্দ (ক)। তিনি শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক মথুরা হইতে প্রেরিত হইয়া উৎকলে (খ) গিয়া সমুদয় উৎকল প্রদেশবাসীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। (গ) যে সকল পুস্তকে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে সে সমস্তই ৩০০ হইতে ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। উহার মধ্যে ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে যে দুঃখী কৃষ্ণদাস যিনি (পরে শ্যামানন্দ) ছিলেন তিনি :—

"সদ্গোপ কুলেতে শ্রেষ্ঠ"।

"কুল" বলিলেই দুঃখী কৃষ্ণদাসের সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতে যে সদ্গোপ বংশ বর্ত্তমান ছিল সেই বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; এবং সে "কুল" অন্যান্য সদ্গোপ বংশমধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে বহু পুরাতন বংশকেই বুঝায়। অর্থাৎ শ্যামানন্দ বংশ প্রবর্ত্তক ছিলেন না। তিনি

(ক) শ্যামানন্দ জীবনী নামক পুস্তকের শেষভাগে। মহাপ্রভুর স্বর্গারোহণ ১৫৩৪ খৃঃ ১৪৫৬—১৫৫২ শকাব্দ=খৃঃ ১৬৩০।

(খ) মেদিনীপুর জেলা তৎকালে উৎকল প্রদেশের অন্তর্গতছিল। সংস্কৃত কবি ধোয়ী কৃত পবন দূত দ্রষ্টব্য।

(গ) ভক্তি রত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তম বিলাস, অভিরাম লীলামৃত, অদ্বৈত প্রকাশ, শ্যামানন্দ প্রকাশ, শ্যামানন্দ জাতক ও রসিকমঙ্গল দ্রষ্টব্য।

তাৎকালিক সদ্গোপ কুলে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে এখন হইতে ৫০০ বৎসরের বহুপূর্ব্ব হইতে সে সদ্গোপকুল রাঢ়দেশে বর্ত্তমান ছিল। পরে দেখা যাইবে প্রায় ১০০০ বর্ষকাল যাবৎ বা তদূর্দ্ধকাল বঙ্গে বর্ত্তমান।

দেশাবলী বিবৃতি নামক পুঁথি (ঘ) যাহা বেহার অঞ্চলে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও রাঢ় খণ্ডে বহু সদ্গোপ জাতির বাসের কথা স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। যথা—

"কোয়ারগ্রামপূর্ব্বাংশে যোজনত্রয় ব্যত্যয়ে।
রসালাখ্য বৃহদ্‌গ্রামো চাপি পত্তন তুল্লকঃ॥
চতুর্ব্বর্ণা নিবাসাশ্চ সদ্‌গোপাস্তেষু চাপ্যধিকাঃ।"

পত্তন অর্থাৎ (পোর্ট না) বন্দর। বন্দর তৎকালে বৃহৎ ছিল; তথায় পোতযানে নানা দেশবাসী বাণিজ্য করিতে আসিত। যথা মসলিপাটান্ (বা পত্তন)। তৎকালে ২ ক্রোশে ১ যোজন হইত। রসালাখ্য গ্রামটী পত্তনসম একটী বৃহৎ গ্রাম ছিল। তথায় ৪ বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিটী আর্য্যসমাজভুক্ত বর্ণের) বাস ছিল; এই ৪ বর্ণের মধ্যে অধিকাংশ ছিল আর্য্য সদ্‌গোপ। এই গ্রাম কৃষকের গ্রাম ছিল না, সহরের ন্যায় ছিল। যেখানে অধিকাংশ সদ্‌গোপ সেখানে তাহারা নানাকার্য্য করিত এবং সম্ভবতঃ ব্যবসাও করিত। বহুকালের বাস না হইলে এত অধিক সংখ্যকের বাস সম্ভব নহে। কাজেই সে সময়েও সদ্‌গোপ জাতি বহু পুরাতন ছিল। চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত হইলে হিন্দুসমাজের আদিকাল হইতে বর্ত্তমান।

(ঘ) কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে ও রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে, সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি বিভাগে এই পুঁথি দ্রষ্টব্য।

গোয়ালা অর্থাৎ পল্লব গোপ উক্ত পুস্তকে চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত করা হয় নাই। উক্ত পুঁথিতে ৩৬টী সঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে; তাহাদিগকে চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে রাখা হইয়াছে। সদ্‌গোপ উক্ত ৩৬টী সঙ্করের অন্তর্গত করা হয় নাই। ঐ ৩৬টী জাতি হইতে রাঢ়ে "ছত্তিক" জাতি শব্দ (অস্পৃশ্য জাতি) ব্যবহারে আসিয়াছে বা চলিত ভাষায় নামকরণ হইয়াছে।

পুনশ্চ ঃ——

"রমণপুরোত্তরে ভাগে ক্রোশত্রয় ব্যতিক্রমে।
ভেলী সংখ্যক গ্রামো হি শোভনঃ সন্ বিরাজতে॥
অতি বক্রা তত্র চক্রা তটিনী গ্রাম সন্নিধৌ।
বনং চ উভরপার্শ্বে চ ভেলী গ্রামস্থ বর্ত্ততে।
ভেলীতি গুড়পিণ্ডংশ্চ চোৎকৃষ্টো জায়তে সদা।

* * * * * *

সদ্‌গোপা বহবো ভূপ! কৃষিকর্ম্ম পরায়ণাঃ।
দীর্ঘিকার্দ্ধক্রোশমিতা সদা তোয়প্রপূরিতা।"
—দেশাবলী বিবৃতি পৃঃ ৩১।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বঙ্গে রচিত গ্রন্থ অতি বিরল, অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; দুইখানি ব্যতীত যদি কোন গ্রন্থ থাকে, তাহা ছাপা হয় নাই। (ঙ) কাজেই সদ্‌গোপ শব্দের লিখিত অস্তিত্ব কোন্ সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পালবংশ

(ঙ) মুদ্রিত গ্রন্থদ্বয় বটতলায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি দেখিয়াছি। অপর খানি এখন দুষ্প্রাপ্য।

রাজাগণের তাম্রশাসনে মাণ্ডলিক (বা মণ্ডল), মহামাণ্ডলিক, ও কুটুম্বী শব্দ পাওয়া যায়। (চ) কুটুম্বী শব্দের পুরাতন অভিধান সমূহে অর্থ কৃষি ও কর্ষক, হলী ইত্যাদি; এবং সেগুলি বৈশ্যবর্গ অন্তর্গত। ভারতবর্ষের গ্রীক আক্রমণকারিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষে ৭টী জাতি ছিল, তন্মধ্যে গো-মেষরক্ষক ও কৃষক অন্যতম দুইটী পৃথক জাতি। গ্রীক্‌গণ বিহারে বা বঙ্গদেশে আসেন নাই। এবং সমাজেও মেশামেশি করেন নাই। তৎপূর্ব্বে বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে পাওয়া যায় গহপতি, গৃহপতি কর্ষক ইত্যাদি। সে গুলিও বৈশ্য বর্গগত। এখনও দলিলাদিতে চাষিগণ পেশা লিখিয়া থাকেন গৃহস্থ বা গৃহস্থালী। বহুকাল পূর্ব্বে সদ্গোপ ছাড়া আর কেহ চাষী হইলেও পেশা গৃহস্থ বা গৃহস্থালী বলিয়া উল্লেখ করিত না—স্ব-জাতীয় পেশা উল্লেখ করিত। অনেক স্থলে এখনও তদ্রূপই দেখা যায়। গোয়ালা দলিলে লেখেন পেশা জাতীয় ব্যবসা বা দধিদুগ্ধাদির পেশা; পেশা গৃহস্থালী লেখেন না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত বৌদ্ধজাতকে গোয়ালাকে তক্রাদি ব্যবসায়ী গোপ

(চ) রাজা ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে আছে: "স খলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিকঃ শ্রীমদীশ্বর ঘোষ: কুবলী পিপোল্ল-মণ্ডলান্তঃপাতিজাল্লিটিপক বিষয় সম্ভোগ-দিগ্‌ঘাসোদিকা গ্রামে সমুপগতাশেষ—রাজ ইত্যাদি" দিগ্‌ঘাসোদিকা সম্ভবতঃ দিঘসুই গ্রামে। ঢেক্করী গ্রাম অজয়ের তীরে। ঈশ্বর ঘোষের পৌত্র রাজা ইছাই ঘোষ। বাঙ্গলার ইতিহাসে ঈশ্বর ঘোষকে কায়স্থ বা গোপ হইতে পারেন বলিয়াছেন। আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গে ঘোষ কায়স্থ বংশ ছিল না। ঈশ্বর ঘোষ "ঘোষকুলাব্জ" তাহা গো-গোপকুল জ্ঞাপক নহে। মেদিনীপুর অঞ্চলে ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে" ক্ষেত্রকরাণ" "দশ গ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ" আছে। ইহা চাষী, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায়। (দশগ্রামিক অমরকোষে ক্ষত্রিয় বর্গান্তর্গত রক্ষক—গোপ)।

বলিয়া বর্ণনা আছে। ঘটক-কারিকা বা মিশ্র গ্রন্থগুলী (ক) লক্ষণ সেনের পরবর্ত্তী কালে রচিত তাহা সমস্তই ব্রাহ্মণের পরিচয়ে পরিপূর্ণ—অন্য জাতির পরিচয় নাই। পরবর্ত্তীকালে কতকগুলি গ্রন্থ বারেন্দ্র-কায়স্থ, রাঢ়ী-কায়স্থ, ও বৈদ্যগণের পরিচায়ক; তাহা বিশেষভাবে রচিত হইয়াছে। সদ্‌গোপের বংশ পরিচায়ক কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। মণি মাধবের সদ্‌গোপ কুলাচার নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ আছে বলা হইয়াছে। যশোহর জেলার ডাক্তার (এক্ষণে ৺) কালীপ্রসন্ন (গোপ) ঘোষ মহাশয় তৎকৃত "গোপ জাতীয় জ্ঞানদায়িনী বা জাতিমালা"য় (খ) ১৩০৬ সালে লিখিয়াছেন যে তাঁহার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ মাধব "গোপ-জাতক" লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা ২০০ বৎসরের পুরাতন হইতে পারে। উক্ত পুস্তকের মধ্যে লিখিত বিবরণ বিশ্বকোষে মণি-মাধবের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে অভিন্ন; কেবল পুস্তকের নামের একটু পার্থক্য; বিশ্বকোষে "সৎ-গোপ কুলাচার" নাম দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ বিশ্বকোষে প্রকাশের পূর্ব্বেই নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল; সে সময়ে গোপগণ "সৎ-গোপ" নাম গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হন। ইহা ১৮৯১ ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেনসাস্‌

(ক) ঘটক কারিকা ৩ খানি মাত্র আছে; তন্মধ্যে লক্ষণ সেনের প্রায় ২০০ বৎসর পরে এড়ু মিশ্র কারিকা; তাহার প্রায় ২০০ বর্ষ পরে হরি মিশ্র কারিকা। এই উভয় কারিকার সংস্কৃত হস্তাক্ষরে নকল Royal Asiatic Societyতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর তৃতীয় খানি ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাহা প্রায় দনুজমাধব রাজার সময়ে রচিত ও প্রায় ৬০০ বৎসরের পুরাতন। শেষোক্ত খানি মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। এখানি সংস্কৃত কলেজে Royal Asiatic Societyতে ও Imperial Libraryতে পাওয়া যায়।

(খ) এ পুস্তকখানি আমার নিকট আছে।

রিপোর্টে স্পষ্টতঃ :উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ সেই সময়ে মাধবের পুস্তকের নাম বিকৃত করা হয়। যশোহরের জনৈক গোপ উক্ত প্রয়াস বৃথা ইহা বুঝাইবার জন্য "সৎগোপের চক্ষুদান" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। মাধবের ঐ পুস্তকের নকল সম্ভবতঃ কোন সাময়িক যশোহর বাসী রাঢ়ী সদ্গোপ ভ্রমে পতিত হইয়া বা ফাঁদে পড়িয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া বিশ্বকোষকেও ভ্রমে পাতিত করিয়া স্বজাতির অনিষ্ট করিয়াছেন। যতদূর ঐ পুস্তকের উদ্ধৃতাংশ দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি উহাতে গোপের বিবরণ আছে, আর "সৎগোপের" কুৎসা আছে। উহাতে "সদ্‌গোপ বা "সদ্গোপ" শব্দ নাই। যশোহর জেলায় নড়াইল থানার অধীন কয়েকখানি গ্রামে সৎগোপ আছে, তাহারা গো-চিকিৎসা করে ও গো-দাগে এবং বিদেশে গিয়া পরিচয় দিবার সময় বলে তাহারা "সৎগোপ"।

শুনিয়াছি শুরুলের সরকার (সদ্‌গোপ) বাড়ী একখানি পুঁথি আছে তাহা জনৈক বৃদ্ধা প্রত্যহ পূজা করেন; অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। আর শুনিয়াছি ৺শিবাক্ষা দেবীর বেদীতে একখানি পুঁথি আছে তাহা ৺নিলমণী কোঙার মহাশয় অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও দেখিবার সুযোগ পান নাই। আরও শুনিয়াছি মাধবপুরের একখানি রঞ্জিত সিংহের নামে আছে, তাহাও আধুনা কাহাকেও বংশজগণ দেখিতে দেন না। তাহার সারাংশ বিকৃত ভাবে কোন তৎবংশজ শিবাক্ষা কিঙ্কর কাব্য নামে পদ্যে ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এ শুনা কথা প্রকাশ করিলাম ইহা পড়িয়া যদি কোন স্বজাতি ঐ সকল পুঁথি হইতে প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন। বিখ্যাত বিদ্বান্ জৈন এটর্ণি পূরাণ

চাঁদ নাহার মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে জৈন পুস্তকে অনেক স্থলে সদ্‌গোপের উল্লেখ আছে তাহা সুযোগ মত বসিয়া আমাকে বলিবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগাযোগ হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গীয় হন। এক্ষনে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র এটর্ণি বিজয় চাঁদের উপর নির্ভর। পিতার বৃহৎ পুস্তকাগার তাঁহার নিকটই আছে।

মণি মাধবের পুস্তকের বিবরণ সদ্গোপ জাতীয় প্রচলিত কিম্বদন্তীর সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব বসু মহাশয় ১৯০৯ সালে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় সদ্গোপের জাতীয় পুস্তক বলিয়া মাধবের উক্ত পুস্তক উল্লেখ করায় আমি আপত্তি লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম ও তাহা পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। তখন তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরন্তু সদ্গোপ সম্বন্ধে বিশ্বকোষের আদি সংস্করণে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে মাধবের বিবরণকে সত্য বা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই বলিয়া ধারণা হয়। মাধবের পুস্তকে "সৎগোপ" সম্বন্ধে অনেক ব্যাঙ্গোক্তি আছে।

কেহ কেহ মনে করেন সৎ-গোপ হইতে সৎগোপ বা সদ্‌গোপ জাতি বাচক শব্দ হইয়াছে। তাহা প্রকৃত নহে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যোগরূঢ়ি শব্দের অর্থের ন্যায় অর্থ হইবে। কারণ সৎ-শব্দ আদিতে যোগে আরও অনেক শব্দ আছে তাহা যোগরূঢ়ি শব্দবৎ ব্যবহৃত, এবং তাহার ব্যাকরণ-সিদ্ধ অর্থ হয় নাই। যথা :—

সৎচাষী—অর্থাৎ চাষাধোপা। (সৎ-গোপ নহে)।
সদ্‌গোঁসাই—উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণবের শাখা বিশেষ।
সতীশা—ধোপার শাখা বিশেষ।

সতোলা—নেপালী ব্রাহ্মণের একটী শাখা।

সত্তীয়ান্— ঐ ঐ

সৎপতি—উৎকল ব্রাহ্মণের শ্রোত্রিয় শাখা।

সদ্‌লোহার—ছোট নাগপুরের লোহার ডাগার হিন্দু কামার।

সদ্‌মুণ্ডা—মুণ্ডা জাতীয় হিন্দু শাখা।

সদোঙ্গা—পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতীয়শাখা বিশেষ।

সৎশৈকিয়া—আগুরীর শাখা বিশেষ।

সত্তা—পূর্ব্ববঙ্গের পাটনার শাখা বিশেষ।

—(বিশ্বকোষ ও জার্ম্মান্ অভিধান টৌম্)।

বায়ুপুরাণে—৫৯ অধ্যায়ে আছে :—

"অতঃ শিষ্টান্ প্রবক্ষ্যামি সতঃ সাধুং স্তথৈব চ।
সদিতি ব্রহ্মণঃ শব্দস্তদ্বন্তো যে ভবন্ত্যত॥
সাযুজ্যং ব্রহ্মণোঽত্যন্তং তেন সন্তঃ প্রচক্ষতে।"

অর্থাৎ অতঃপর অবশিষ্ট সৎ ও সাধুর বর্ণন করিতেছি। সৎ শব্দ ব্রহ্ম; যাঁহারা তদ্বিশিষ্ট হন,—যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সৎ বলা যায়।

দান, সত্য, তপস্যা, অলোভ, বিদ্যা, যজ্ঞ, সন্তান, দয়া,—এই অষ্টবিধ গুণই শিষ্টাচারের লক্ষণ। ঐ

জয়ানন্দ ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে চৈতন্য মঙ্গলে বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বভূতে সমভাব আপনারে নিন্দে।
জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ পরজনে বন্দে॥

বিষ্ণুভক্তি দেখি যার বাঢ়য়ে উল্লাস।
সাদরে দেখিঞা যে বা করয়ে সম্ভাষ॥
তৃণের অধিক যে বা জন নীচ হ-এ।
বৃক্ষ সমান সে জনা সকল সহ-এ॥
মান অপমান এক তাহার যে সব।
আচার বিনয় সত্য সেজন বৈষ্ণব॥"

—তীর্থখণ্ড, ততঃ কথা দিশা অধ্যায়,
—প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১০৭।

(এই সকলই সদ্‌গুণ ও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণের লক্ষণ)

পূর্ব্বকথিত যোগরূঢ়ি শব্দ ছাড়া অন্য জাতি নামের পূর্ব্বে চাষা বা চাষী যোগ দ্বারা পৃথক জাতি হইয়াছে, যথা :—চাষা-কৈবর্ত্ত, চাষা-বৈদ্য, চাষা-ধোপা, চাষা-ডুলি, চাষা-গয়লা, চাষা-করুর, চাষা-কোলাই, চাষী-দাস, ও চাষী-পোদ (Census Report by Risley for 1921.) সদ্‌গোপকে চাষা-গোয়ালা, চাষী-গোয়ালা, চাষা-গোপ, চাষী-গোপ বলে না। গোয়ালা-গোপ চাষ অবলম্বন করিয়া পৃথক জাতি সৃষ্টি করিলে চাষা-গোপ বা চাষী-গোপ হইত; সৎগোপ বা সদ্‌গোপ হইত না। এবং সেরূপ সদ্‌গোপ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণকেও পুরোহিতরূপে পাইত না। গোয়ালার ব্রাহ্মণ পতিত, কেবল স্থলবিশেষে আহীর গোপের ব্রাহ্মণ পতিত নহে। পল্লব গোপের পুরোহিত সর্ব্বত্রই পতিত। সদ্‌গোপের ব্রাহ্মণ পতিত নহে—তাঁহারা হিন্দু সমাজের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। এই সদ্‌গোপ জাতি এ ভাবের আধুনিক জাতি বলিয়া কোনক্রমে সম্ভব হয় না। বার্লিনে (Germany তে)

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে নদীয়াবাসী গোয়ালাকে "গো-গোপ" বলা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া সামাজিক ব্যবহার, (status), জল ব্যবহার, শুষ্ক-খাদ্য প্রদান ও উচ্চ জাতি দ্বারা তাহা আহার; তদ্রূপ সিদ্ধ খাদ্য ব্যবহার ও পুরোহিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ সমাজে স্থান বা আদর—এগুলি উচ্চজাতি বা শুদ্ধজাতি পক্ষে বিশেষ লক্ষ্য-যোগ্য। বঙ্গদেশে গোয়ালা গোপ ছাড়া অপর শ্রেণীর গোপ ছিল, এবং এখনও আছে। গোয়ালা গোপের জল (গঙ্গাজল ছাড়া) চল নহে। সদ্‌গোপের জল সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বজাতি মধ্যে, সকল সময়ে চলে। সিদ্ধান্ন ব্যতীত সকল পক্কদ্রব্যই সদ্‌গোপ স্পৃষ্ট হইলে অচল নহে। রাঢ়ে ও মেদিনীপুর অঞ্চলে কয়েকটী বিশিষ্ট সদ্‌গোপ বাড়ীতে গৃহদেবতাকে ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্ন ভোগ দেওয়া প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

ধর্ম্মপাল দেবের তাম্রশাসনে আছে :—

"গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈর্বনভুক্তি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈ ক্রীড়দ্ভিঃ ***"।

পুনশ্চ :—

"জ্যেষ্ঠ কায়স্থ-মহামহত্তর—মহত্তর দশগ্রামিকাদি-বিষয় ব্যবহারিণঃ সকরাণ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ (ক) ব্রাহ্মণ-মাননাপূর্ব্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি * * * "। ঐ

(ক) দশগ্রামিকই—গোপ বা রক্ষক ক্ষত্রিয়-বর্গান্তর্গত এবং ক্ষেত্রকরই চাষী ও বৈশ্য বর্গান্তর্গত—অমরকোষ। ব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণ অতএব হিন্দু। বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন ও বেদ অমান্যকারী ছিলেন। বৌদ্ধ অশ্বালয়ন সূত্র দ্রষ্টব্য।

দেবপাল দেবের তাম্রশাসনে আছে :—

"শ্রীপরবলস্থ দুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূট-তিলকস্থ"রণ্ণা দেব্যাঃ পাণি র্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন।" (খ)

(গৃহমেধী শব্দের অর্থ আর্য্য ও গৃহাধিপ। সেই রাজা গোপাল দেব আর্য্য বা গৃহাধীপ বা গৃহামেধী ছিলেন। সম্ভবতঃ agriculturist বা সদ্গোপ ছিলেন—সদ্গোপ শব্দ ব্যবহার হয় নাই; সম্ভবতঃ লিখিত ভাষায় তখন সদ্গোপ শব্দের ব্যবহার ছিল না। তিনি ক্ষত্রিয়-পরবলের কন্যা রন্না দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহা সম্বৎ ৩৩ অর্থাৎ খৃঃ ২৪—৫

পুনশ্চ :—

"স্বপাদপদ্মোপজীবিনঃ প্রতিবাসিনশ্চ ব্রাহ্মণোওরান্ মহত্তর-কুটুম্বি পুরোগমেদান্ধ্রক-চণ্ডাল-পর্য্যন্তান্ সমাজ্ঞাপয়তি।" ঐ

১১শ শতাব্দীতে লিখিত জৈন হেমচন্দ্রের "অভিধান-চিন্তামণীতে" আছে :—

"কুটুম্বী কর্ষকঃ ক্ষেত্রী হলী কৃষিক কার্য্যাকৌ। (কৃষীবলঃ।")

পুনশ্চ :—

"স্থায়ূকোঽধিকৃতো গ্রামে গোপো গ্রামেষু ভূরিষু।" ঐ

অর্থাৎ—বহু গ্রামের অধিপতির নাম গোপ। বিষ্ণুপূর রাজ্যে বহু পদস্থ ও গ্রামের রক্ষক সদ্গোপকে রাজা মণ্ডল উপাধি দেন।

(খ) "সাধু সজ্জন আর্য্যঃ স্যাৎ-গৃহমেধী গৃহাধিপঃ"—হলায়ুধের অভিধান রত্নমালা।

তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও সম্মানিত। বীরভুমের কীর্ণাহার অঞ্চলে ঐ সম্মানসূচক মণ্ডল উপাধিধারী সদ্‌গোপ আছেন। হুগলি জেলার কোন্নগরের বিশিষ্ট মণ্ডল বংশ (এক্ষণে ঘোষ) তদ্রূপ; জেলা ২৪ পরগণার বন্দীপুরের প্রসিদ্ধ মণ্ডল বংশ (এক্ষণে ঘোষ) তদ্রূপ; আরও বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় তদ্রূপ মণ্ডল উপাধিধারী অনেকগুলি বিশিষ্ট সদ্গোপ বংশ আছে। এইরূপ বহু সদ্‌গোপ গ্রামের অধিপতি হইয়া মণ্ডল উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। এজন্য গ্রামাধিপতি ও সদ্গোপ প্রায় এক অর্থ বাচক হয়। ইহারা কোন মতে ক্ষত্রিয়বর্গান্তর্গত আবার কোন মতে বৈশ্যবর্গান্তর্গত।

১২শ শতাব্দীতে লিখিত হলায়ূধের অবিধান রত্নমালাতে আছে :—

"আর্য্যা ভূমিস্পৃশো বৈশ্যা উরব্যাশ্চ বিশা স্মৃতা।"

পুনশ্চ :—

"ক্ষেত্রাজীবঃ কৃষিকঃ কৃষীবলঃ কর্ষকঃ কুটুম্বীচ। ঐ

অতএব গৃহমেধী কুটুম্বী আর্য্য বৈশ্য ইত্যাদি একার্থ জ্ঞাপক। কাজেই পালবংশ বৈশ্য ছিলেন ও কর্ষক জাতীয় ছিলেন। অতএব তাঁহাদিগকে সদ্‌গোপই বলিতে হইবে।

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাহিত্য পরিষদের ১৪শ ভাগে বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ প্রস্তাবে লিখিয়াছেন ১০ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ভারতীয় বৈশ্যকুলকে শূদ্র জাতিতে পতিত করিবার জন্য ঘোরতর ষড়্‌যন্ত্র চলিতে থাকে। তৎকালে বৈশ্যবৃত্তিক বহু সম্ভ্রান্ত জাতি পালরাজ বংশের আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুবর্ণ বণিক ও সদ্গোপ জাতি প্রধান। (সম্ভবতঃ আনন্দভট্টের বল্লাল চরিতের উক্তি অবলম্বনে লিখিত।) নারায়ণগড়ের পালবংশ ও খানাবাড়ীর সিংহ বংশ পালরাজ বংশজ হওয়া সম্ভব। (পূর্ণীয়ার ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলী চরিতে আছে (১২৭৩ খৃঃ)

"ক্ষুধিতং গোধনং তচ্চ শনকৈঃ শনকৈশ্চরৎ।
অরুণোদয়বেলায়াং তৎক্ষেত্রাভ্যন্তরমাযযৌ॥ ৬৯৯
গোধনাভিমুখং যাবদ্দধাবে স কৃষীবলঃ।
তাবর্ণিমানুষং সর্ব্বং তদ্দৃষ্টৈবমচিন্তয়েৎ॥" ৭০০

পৃঃ ১১৯—Jacobis Ed. 1883.

এই কৃষীবল কর্ষক বৈশ্য (অমরকোষ ও হেমচন্দ্র), অতএব সদ্গোপ জাতিতে গৃহপতি ও গহপতি আছে। কাজেই বোধ হয় ৭০০ ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে ও তৎপূর্ব্বে সদ্গোপ শব্দ প্রচলিত লিখিত ভাষায় ব্যবহার ছিল না। সম্ভবতঃ চলিত বা কথিত ভাষায় সদ্গোপ শব্দ ব্যবহার হইতেছিল। ৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে শূলপাণি কৃত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে ও কৃষী-বৈশ্যকে কৃষীবল বলা হইয়াছে।—জাতিতত্ত্ব কল্পদ্রুম পৃঃ ২৭২ দ্রষ্টব্য।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে আছে যথা:—

"ক্ষত্রিয়া ধন্বিনো বীরা বৈশ্যা বস্তুক্রিয়ান্বিতাঃ॥"

১০ম অঃ ৪৮ শ্লোক।

ইহার অর্থ ধনুর্দ্ধারী ক্ষত্রিয় বীর, এবং **কৃষিকারী বৈশ্য-গণ** * * * । ইহা খৃঃ ৫ম শতাব্দীর বা তৎপূর্ব্বের কথা।

তখনও লিখিত শুদ্ধ ভাষায় সদ্‌গোপ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কৃষীকে সময় বিশেষে কেবল বৈশ্য বলা হইত। এই কৃষীকারী বৈশ্যই (কথিত ভাষায়) সদ্গোপ।

কিন্তু অধুনা প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রেম-বিলাসে ও ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে যে উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক সদ্গোপ কুল সম্ভূত দুঃখী কৃষ্ণদাস (পরে ওরফে শ্যামানন্দ ঠাকুর) রাঢ়ে অম্বিকার নিকট ধারেন্দা গ্রামে সদ্‌গোপ মণ্ডল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার কালে মণ্ডল বংশ গ্রামাধ্যক্ষ হওয়াই সম্ভব। দুঃখী কৃষ্ণদাসের গোষ্ঠীর যে পরিচয় লিখিত আছে তাহাতে বৃহৎ বংশই বুঝা যায়; অর্থাৎ পুরাতন বংশ। তাঁহার পিতা পরে উৎকলে গিয়া বাস করেন। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন প্রভু শ্রীজীব গোস্বামী হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (পৃঃ ১৫৭)।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ১৪৫৬ শকে (১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে) অপ্রকট হন। সে বৎসর শ্যামানন্দ বর্ত্তমান। কাজেই মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই সদ্‌গোপ বংশ রাঢ়ে বর্ত্তমান ছিল।

নাড়াজোলের সদ্‌গোপ রাজবংশের এখন ২৪ পুরুষ চলিতেছে। কাজেই এই বংশের আরম্ভ প্রায় ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে। মেদিনীপুরের সদ্‌গোপ পাল বংশেরও ২১ পুরুষ হইয়াছে, এবং নারায়ণগড় পাল রাজ বংশের ২৬ পুরুষ হইয়া গিয়াছে। এ সকল বংশ আদি হইতেই সদ্‌গোপ। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে ৭০০।৮০০ বর্ষ পূর্ব্বেও ঐ সদ্‌গোপ বংশগুলি ঐ অঞ্চলে বর্ত্তমনে ছিল।

পরে বংশমালা দ্বারা দেখান হইবে যে রাজা আদিশূর ও বল্লাল সেনের সময়েও রাঢ়ে সদ্‌গোপ বংশ বর্ত্তমাম ছিল।

রাঢ়দেশে ধর্ম্ম ঠাকুর পূজা প্রবর্ত্তন সময়েও সদ্‌গোপ বংশ বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে তন্মধ্যে কোন কোন বংশের বাসস্থানে ধর্ম্ম ঠাকুর আছেন ও তিনি এখন পর্য্যন্ত রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হইতেছেন। তাহা প্রধানতঃ বন-বিষ্ণুপুরে ও আমদপুর অঞ্চলে। এ জাতি আধুনিক জাতি হইতে পারে না।

৩৫০ বৎসরের পূর্ব্বের লেখা পুঁথি যাহাতে জাতির উল্লেখ থাকিতে পারে, এরূপ পুঁথি বিরল। কাজেই ৩৫০ বৎসরের পূর্ব্বে সদ্‌গোপ শব্দের লিখিত ভাষার প্রচলন পাওয়া কঠিন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে ৭০০।৮০০ বর্ষ পূর্ব্বেও সদ্‌গোপ জাতি বঙ্গে বর্ত্তমান ছিল।

২০।২৫ পুরুষের ঊর্দ্ধ যে বংশমালা পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রায়ই উভয়কুল কুলীনের। মৌলিকের প্রায় ২০ পুরুষ পর্য্যন্ত কয়েকটী বংশের বংশমালা পাওয়া গিয়াছে। উহা ক্রমশঃ এই পুস্তকের স্থল বিশেষে ও খণ্ডে খণ্ডে প্রদত্ত হইবে। ১ম খণ্ডে প্রথমতঃ ৬টী পূর্ব্ব ও পশ্চিমকুল কুলীনের বংশমালা দেওয়ার চেষ্টা হইবে। ১ম খণ্ডে স্বজাতির নিকট আদৃত হইলে অপর খণ্ডগুলি ও বংশমালা যতদূর পাওয়া যাইবে তাহা দেওয়া হইবে। পশ্চিমকুল কূলীন সদ্‌গোপগণ বলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিম্বদন্তী যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ও পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া রাঢ়দেশে বাস করেন ও রাজ্য স্থাপন করেন। এবং তথায় ক্ষত্রিয় না পাইয়া পূর্ব্ব সম্ভ্রান্ত শুদ্ধ বাসিন্দা সদ্‌গোপ অর্থাৎ বৈশ্যসহ মিলিত হন। তাঁহাদের কিম্বদন্তী মতে মহারাজা বল্লালের পূর্ব্বে বা পরে তাঁহারা রাঢ়ে আসেন। কোন কোন

মতে আদিস্থরের সময়ে আসেন। তাহা হইলে তৎপূর্ব্ব হইতে সদ্‌গোপ (বৈশ্য) বঙ্গে বর্ত্তমান। তাঁহারা বঙ্গের আদিমবাসী নহেন। তাঁহারা আর্য্য চতুর্ব্বর্ণ অন্তর্গত (পূর্ব্বকথিত দেশাবলী বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদের আকৃতি ও আর্য্যের ন্যায় এবং পুরোহিতও আর্য্য। অতএব তাঁহারা প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ যাবৎ বঙ্গে (চলিত কথিত ভাষায়) সদ্‌গোপ নামে বিরাজমান। ভূতপূর্ব্ব বর্দ্ধমানের কমিশনার ওল্‌ড্‌হ্যাম সাহেবের বর্দ্ধমানের ইতিবৃত্ত হইতেও জানা যায় যে—সদ্‌গোপগণকে প্রকৃত আর্য্য বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। সেনসাস্‌ কমিশানার রিজলে সাহেবের মতে (Peoples of India) সদ্‌গোপের আকৃতি আর্য্যের ন্যায়।

পশ্চিমকুল কুলীনগণ মধ্যে প্রবাদ তাঁহাদের আদিপুরুষ পশ্চিমদেশ হইতে আগত। তাঁহারা রাঢ়ে আসিয়া সদ্‌গোপ বৈশ্যগণসহ যৌন সম্বন্ধ করিয়া মিলিত হন। (ক)

পূর্ব্বকুল কুলীনগণ বলেন—প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে দাক্ষিণাত্য হইতে তাঁহাদের আদিপুরুষ ও দাক্ষিনাত্যের চোলরাজ হইতে তাঁহারা কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়ে কথিত আছে যে পূর্ব্বকুল কুলীনগণ কনৌজাধিপতির ২৫টী অমাত্যের মধ্যে প্রধান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা বল্লাল সেন হইতে কৌলীন্য

(ক) বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে পরস্পর অন্নাহার ছিল। এবং ভাগবতে দেখা যায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যায় বিবাহ হইত। ক্ষত্রিয় বসুদেবের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ; এবং তাঁহার বৈশ্যা স্ত্রী গর্ভজাত পুত্র বৈশ্য বলরাম (সঙ্কর্ষণ)। হিন্দু স্মৃতি শাস্ত্রমতে এইরূপ অনুলোম বিবাহের সন্তানগণ মাতার বর্ণ পায়; ও সমবর্ণ বিবাহের সন্তান পিতৃবর্ণ পায় (জাতিতত্ত্ব কল্পদ্রুম পৃঃ ৯।১৩২ ও মনু)।

প্রাপ্ত হন। (বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয় পৃঃ ১৪৯, ৺ডাক্তার রাজেন্দ্র নাথ সুরের বৈশ্যতত্ত্ব ও ৺শরৎচন্দ্র বিশ্বাসের সদ্‌গোপ সমাজ। * * *) দাক্ষিনাত্যের কোন কোন লোকের নাম সদ্‌গোপ আছে; মাদ্রাসের নজিরের পুস্তকে ইহা দেখা যায়। মাদ্রাজের বিখ্যাত ৺আনন্দ চালু মহাশর ১৮৮৩ সালে ৺নিলমনী কোঙার মহাশয়কে ও আমাকে কলিকাতায় উপস্থিতি কালে বলিয়াছিলেন—তদ্দেশে সদ্গোপ বলিয়া কোন জাতি নাই; তথায় ৺বিষ্ণু মন্দিরে ছোট ঢাকনার মত পিতলের বাটি বিষ্ণুর স্থানের উপর রাখা হয়, উপাসক আসিয়া প্রণাম করিলে ও দক্ষিণা দিলে পূজক তাহা উক্ত উপাসকের মাথায় স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন; উহাকে শঠকোপ বলা হয়। তাহা হইতে নবজাত পুত্রের নাম রাখেন শঠ-কোপ বা শড়-কোপ; এবং তাহাই ক্রমে চলিত কথিত ভাষায় শড়-গোপ হইয়াছে। এ স্থলে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে পূর্ব্বকুল কুলীন ও মৌলিক সদ্গোপগণ সকলেই বিষ্ণু উপাসক। আর পশ্চিমকুলকুলীন সদ্‌গোপ কতক শাক্ত ও কতক বৈষ্ণব এবং কেহ বা শৈব। কৃষিকার্য্য নিযুক্ত মৌলিক সদ্‌গোপগণ প্রায় সকলেই দাড়ি ও গোঁফ কামাইয়া ফেলেন এবং হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করেন এবং প্রায় সকলেই মাংস ও পেঁয়াজ রসুন খান না—শাক্ত মধ্যে সেরূপ ব্যবহার নাই। শৈবগণ ৺শিবের গাজনে উপবাসী থাকিয়া যোগ দেন কিন্তু ধর্ম্মের গাজনে যোগ দেন না।

পূর্ব্বকুল কুলীনের কোন বিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষের আদি বাস ছিল হুগলী জেলা মধ্যে অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ে।

মহারাজ বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন দাক্ষিণাত্যের চোল রাজের সেনাপতি রূপে চোলদেশ (কর্ণাট) হইতে ১১শ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলসহ উত্তর উড়িষ্যার মধ্য দিয়া বঙ্গদেশের

রাঢ় খণ্ডে আসিয়া রণসুর ও মহীপালকে রণে পরাস্ত করিয়া বৈদ্য-নাথ ধাম পর্য্যন্ত জয় করিয়া, তথায় সীমানির্দ্দেশক ৺শিব স্থাপন করিয়া, জিতরাজ্যের ভার বিজয় সেনের হস্তে অর্পণ করিয়া চোলরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহা রাজেন্দ্র চোলের তিরুমল্ল শিলা-লিপিতে পাওয়া যায়; এবং এ বিবরণ ভারতী নামক মাসিক পত্রিকায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের কোন এক সংখ্যায় প্রকাশ হইয়াছিল কিন্তু সে সংখ্যা এক্ষণে আর দেখিতে পাই না। ইহার আর একটী অনুবাদ কয়েক বৎসর পুর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশানার ওল্‌ড্‌হ্যাম সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District নামক যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যথা:—সর্ব্ববাদী সম্মত মতে প্রচলিত কিম্বদন্তী পরগণা গোপভূম যাহা অজয় নদী, দামোদর নদ ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে, তথায় একটী সদ্গোপ রাজবংশের রাজ্য ছিল; ঐ অঞ্চলে এখনও বহু সদ্গোপের বাস; ইহার কিয়দংশ মোগল আমোলে পরগণা আজমৎসাহী নাম প্রাপ্ত হয়। (অতএব গোপভূম পরগণা মোগল আমোলের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল, সদগোপ রাজ্যও সেই সময় হইতে বর্ত্তমান। ইহাও ৮০০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা।)

তিনি আরও বলিয়াছেন যে—সদ্গোপগণকে শুদ্ধ আর্য্যবংশ ধরিলেও দেখা যায় তাঁহায়া আর্য্যগণের বিস্তীর্ণপথ গঙ্গানদী অব-লম্বন করিয়া গোপভূমে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। (অর্থাৎ ইহাঁরা পশ্চিমদেশ হইতে আগত। মালদহ জেলায় নাধাইয়ের ৺কেদার নাথ রায় চৌধুরী বংশও বলিতেন যে—তাঁহারা পশ্চিমদেশ হইতে আগত এবং তদ্দেশে তাঁহাদের কুটুম্বও বর্ত্তমান।)

উড়িষ্যায় ও তদ্দক্ষিণে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে—পুরাকালে তথায় গোপরাজ্য ছিল। তাহা সদ্‌গোপ রাজ্য কি গোয়ালা রাজ্য তাহা জানা যায় নাই। উড়িষ্যায় ও দক্ষিণে গোয়ালাকে গোল্লা বলিত (Census report)। তাহা হইলে গোল্লারাজ্যই নাম হইত। গোপভূম পরগণার সদ্‌গোপ রাজ্যকেও গোপ রাজ্য বলিত—সম্ভবতঃ উহা সংক্ষেপ করা নাম। উড়িষ্যার গোপরাজ্যও সদ্‌গোপ রাজ্য হওয়া অসম্ভব নয়।

গোপভূমে রাজ্য স্থাপনের পর সদ্‌গোপগণ ক্রমে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে থাকেন।

একটী কিম্বদন্তী অনুসারে মহারাষ্ট্র উপদ্রবের সময় কতক পূর্ণীয়া জেলার উত্তরে নেপালের টেরাই জঙ্গলে পলায়ন করেন ও কতক ময়মনসিং জেলায় ভাওয়ালের জঙ্গলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। বহুকাল যাবৎ তাঁহারা তথায় রাঢ়ের বৈশ্যের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু উত্তরে কিসান গঞ্জ (কৃষ্ণাগঞ্জ) অঞ্চলে খানাবাড়ীর সিংহবংশ পুনরায় সংশ্রব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভাওয়াল জঙ্গলের প্রবাসিগণ জাতির নাম বলেন বৈশ্য। রাঢ়ের সহিত তাঁহাদের এখন কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা উপবীত ধারণ করেন

৺ত্রৈলোক্যনাথ পাল বি এল্ মেদিনীপুরের খ্যাতনামা উকীল ও জমিদার মহাশয়ের মেদিনীপুর ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে রাঢ়ের কতকগুলি সদ্‌গোপ বংশ ক্রমে উৎকলে গিয়া বাস করিয়াছেন। নারায়ণগড় রাজবংশ, কর্ণগড় রাজবংশ ও নাড়াজোল রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী শোনা যায়।

জলপাইগুড়ি ও কিসানগঞ্জ অঞ্চলে কতকগুলি বংশ বলেন—তাঁহারা সদ্‌গোপ; তাঁহাদের মধ্যে কে কুলীন তাহা জানা নাই;

তাঁহাদের ৭ ঘর লইয়া একঘর মহৎ থাকে। এইরূপ ১২ জন মহৎ আছে; মহৎকে ডালি দিয়া স্বজাতিকে মহৎ মারফৎ নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হয়; রাঢ়ী ও ছত্রি শ্রেণীর মৈথিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত ঢপাঢপ মতিভিটার, বড় দাপে, কুড়িনায়, দেবীপুরে, বোদাঢাকেপারে, বালাভিড় গ্রামে, মাড়েয়া গ্রামে ও দণ্ডপাল গ্রামে এইরূপ মোট ১২ খান ঢপাঢপ কুটুম্ব। (দিনাজপুরের ২২।১০।৩৪ খৃঃ তারিখের দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের পত্র)। ইহাঁরাও এক্ষণে সদ্‌গোপ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন; কিন্তু রাঢ় সমাজের বহির্ভূত।) বীরভূমের উত্তরাঞ্চলে কতকগুলি বংশ বলেন তাঁহারাও সদ্‌গোপ, কিন্তু তাঁহাদের কুলীনের উপাধি মণ্ডল; রাঢ় সমাজে তাঁহারা স্থান পান নাই। ১৯০১ খৃঃ তে কটক ও বালেশ্বরের খণ্ডাইৎরা ও সৎগোপজাতিনাম জন্য চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হয়। যশোহর নড়াইল অঞ্চলে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নামে মাত্র সদ্‌গোপ আছে বলিয়া বসন্ত যোগাশ্রমের (যশোহর) রাঢ়বাসী অবনীকান্ত রায় মহাশয় ৬।১২।১৩৩৫ বাঙ্গালা সালে লিখিয়াছিলেন যথা—

থানা	কোনগ্রামে বাস
মামুদপুর	বিনোদপুর।
মাগুরা	ভাকুড়া, শিরিজদিয়া।
পন্‌তিয়া	পরমেশ্বরপুর।
শাল্‌খিয়া	শতখালি, কুয়ৎপুর, নিমটে, নালিয়া
যশোহর সদর	আরক্‌পুর, কৈখালি।
শ্রীপুর	গাঙ্গনালিয়া।
নড়াইল	আলকাভাঙ্গা, চৈঙ্গরবন্দ ও শুকতো।

ইহাঁদের পুরোহিত ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ বারৈখালির বরদা মিশ্র এবং ধলহরার বৈদিক ভুবন চক্রবর্ত্তী।

আরও কয়েকখানি গ্রামে আছে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পাই নাই।

যশোহর জেলায় প্রকৃত বা শুদ্ধ সদ্গোপের স্থান নির্ণয় :—

মহকুমা	থানা	গ্রাম
ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	শম্ভুনগর, বোয়ালিয়া, ভাটবাড়িয়া, ভুলুন্দিয়া।
ঐ	কালীগঞ্জ	কোলা বলরামপুর, বেজপাড়া।
ঐ	কোট চাঁদপুর	বাঘডাঙ্গা।
মাগুরা	শ্রীপুর	শ্রীপুর, বড়-ওদাস, আমলমার, চতুড়া, রত্নহাট, দরাজহাট।
ঐ	মামুদপুর	ডম্ভুয়া।
বনগ্রাম	মহেশপুর	আলমপুর।

ঐ সকল স্থানের কোথাও কোথাও পশ্চিমকুল কুলীন, কোথাও পূর্ব্বকুলে কুলীন ও অনেকস্থলে মৌলিক সদ্গোপ আছে এবং তাহাদের কুটুম্ব পশ্চিমবঙ্গে আছে। অধিকাংশই বিষ্ণু উপাসক, কতকবংশ শাক্ত—এ বিষয়ে সবিশেষ লেখা অনাবশ্যক।

সদ্গোপ বংশমালা (ক) দৃষ্টে জানা যায়, ২।৪টী কুলীন সদ্গোপ

(ক) বংশমালা বৃহদাকারে সঙ্কলন হইতেছে। কতক পত্রে পাঁচরথির ৺রাধারমণ ঘোষ মণ্ডল মহাশয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ও কতক অপ্রকাশিত আছে।

পূর্ব্বাঞ্চলে যথা নদিয়া, ২৪-পরগণা ও যশোহর জেলায় কর্ম্ম বা ব্যবসা উপলক্ষে গিয়া বাস করিয়াছেন।

অতঃপর বর্দ্ধমান রাজকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গোপভূমরাজ্য লোপ পায় (খ)। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বখতিয়ার খিল্‌জির অনুচর সায়েদ বোখারি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কাঁকাসা রাজ্য যায়। মেদিনীপুরের কংসগড় রাজবংশ প্রায় ৩০০ বর্ষ প্রবল থাকিয়া নির্ব্বংশ ও রাজ্যভ্রষ্ট হন। নারায়ণগড় রাজবংশ ৬০০ বর্ষ রাজত্বের পর প্রভাহীন হন। নাড়াজোল রাজবংশ প্রবল থাকিয়া ৫০০ বর্ষ পরে রাজা খেতাব পুনঃ অর্জ্জন করিতে অক্ষম হন। (গ)

রাজা লাউসেন, রাজা ইছাই ঘোষ, রাজা ঈশ্বর ঘোষ, রাজা সোম ঘোষ, রাজা কর্ণসেন রায় ও রাজা কালিদাস ঘোষ * বর্দ্ধমান, বীরভূম, ও বাঁকুড়া জেলাকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এক সময় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। (ঘ) কিন্তু প্রায় ৪০০।৫০০ বর্ষ হইল তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্যের অভাব হইয়াছে। প্রায় ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে সদ্‌গোপ বৈশ্য-রাজ গোপীনাথ নেউগীর বর্দ্ধমান জেলার পরগণে সিলিমাবাজ (সিলিমা-

(খ) রাঢ়ের ইতিহাস।

(গ) ৺ত্রৈলোক্যনাথ পালের মেদিনীপুর ইতিহাস।

* বর্দ্ধমানের নিলপুরের রাজার নাম কালু ঘোষ নহে। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে "রাজা কালি দাস ঘোষ" লেখা আছে। মণীমাধবের গোপ কুলাচারে লিখিত কালু ঘোষ ভিন্ন ব্যক্তি, নিম্নশ্রেণীর ঐরূপ নাম হয়। পৃথক অধ্যায়ে পরে দ্রষ্টব্য।

(ঘ) এই সকল রাজ বংশ কৃষী বা চাষী ছিলেন না; তাঁহারা গ্রামাধ্যক্ষ বা দেশাধ্যক্ষ গোপ ছিলেন; অর্থাৎ 'অমরকোষের ক্ষত্রিয় বর্গান্তর্গত গোপ; প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা বৈশ্য বর্গান্তর্গত গোপ (তৃতীয় বর্ণ) ছিলেন না বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইঁহারাও ব্রাহ্মণের ন্যায় দ্বিজ ছিলেন। সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় গোপ ও বৈশ্য গোপ মিশিয়া এক হইয়া গিয়া সৎগোপ বা সদ্গোপ নাম ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা আমার অনুমান মাত্র। রাজা গোপীনাথ নিওগী (নেউগী) ও সম্ভবত তদ্রূপ ক্ষত্রিয় বর্গান্তর্গত গোপ বা সদ্গোপ নাম প্রাপ্ত।

বাদ) রাজ্য নষ্ট হইয়াছে। অবস্থা হীন হইয়া তাঁহার বংশধরগণ অধুনা হুগলী জেলার ফরেসডাঙ্গার নিকট আটপুরে ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন। অমর গড়ের সামন্ত রাজগুলির বংশ লোপ হয় নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-গৌরব শৌর্য্য বীর্য্য শিক্ষা দীক্ষার অভাব হইয়াছে। বড় বড় ঘর গুলি প্রভাহীন হওয়ায় অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরগুলি অধিকতর ক্লিন্ন হইয়াছে। সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় নাই। ছোট বড় হইতে পারে নাই। মৌলিকগণের মধ্যে অনেকের সামাজিক অবস্থা কিছু উন্নত হইয়াছে; আর্য্য বৈশ্য সকলেই ক্লিন্ন হইয়াছে—এখন বড় হইতেছে হীন জাতি। এক সময়ে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীতে সেনাপতি কৈবর্ত্ত দিব্বোক পালবংশীয় বৈশ্যরাজকে উত্তর—রাঢ় হইতে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। (ঙ)

এক্ষণে চেষ্টা অধ্যবসায় শীলতা বিদ্যাশিক্ষা ধীরতা, নম্রতা, দীনতা সৌজন্যতা ইত্যাদি অভ্যাস দ্বারা উন্নতি সম্ভব। মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার উন্নতির পথ রোধ করে ও মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করে।

অমরকোষে আছে :—

"স্থায়ূকোঽধিকৃতো গ্রামে গোপো গ্রামেষু ভূরিষু।
ভৌবিকর কণকাধ্যক্ষো রূপ্যাধ্যক্ষস্ত নৈষ্কিকঃ॥

* * * সত্রী গৃহপতি সমৌ॥" ১৫। ক্ষত্রিয় বর্গ।

(ঙ) মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও এসিয়াটিক সোসাইটিদ্বারা প্রকাশিত "রাম চরিত" অর্থাৎ রাজা রাম পাল চরিত।

(সত্রী গৃহপতি অর্থাৎ কর্ষক-বৈশ্য সম হইলে, মাত্র সত্রী শব্দ হইতে সৎগোপ বা সদ্‌গোপ শব্দ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। সত্রী-গোপ হইতে কালক্রমে চলিৎ ভাষায়, প্রচলিত শব্দের রূপান্তর নিয়মে (Philology অনুসারে) সৎগোপ হইতে পারে না; সত্রীন্ হইতেও তদ্রূপ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু সত্রগোপ হইতে সৎগোপ বা সদ্‌গোপ হওয়া সম্ভব নহে। সত্র মানে স্থান, যজ্ঞ, ভোগ, আচ্ছাদন অরণ্য, ধন, গৃহ (নানার্থকোষ হইতে বাচস্পত্যভিধানে)। কিন্তু সত্রগোপ শব্দ কোনও পুস্তকে বা অভিধানে বা কোষে বা শীলালিপিতে দেখা যায় না। উভয় সম্বন্ধে প্রমাণ ও কিম্বদন্তী এবং জনশ্রুতির অভাব। গোপ শব্দটী এড়াইবার ।উপায় নাই। সত্রীগোপ নামক কোনও জাতি ছিল বলিয়া দেখা বা শুনা যায় নাই। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত সম্ভবত সত্রীণ শব্দ হইতে সদ্গোপ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এ মত অনুমোদন করা দুরুহ।

In the Privy Council Case of Rany Sreemutty Debia *v.* Rany Koond Luta (10 Moores I. Appeals, p. 272 ;) an appeal from 2 Bengal Sudder Dewany Reports, 32) the appellant is described as belonging to a family of Satgop Brahmins who had migrated from Bengal to Midnapur.

আপেল্যান্ট কর্ণগড় সদ্‌গোপ সিংহ রাজবংশের বিধবা রাণী শ্রীমতী দেবী বা দেব্যার মকদ্দমায় প্রিভি কাউনসিল আপিলে ঐ বংশকে "সৎগোপ-ব্রাহ্মণ" বংশ বলা হইয়াছে। রাণীর পদবী দেবী; ও ঐ বংশ রাঢ় দেশ (বাঙ্গলা কিন্তু বঙ্গ নহে) হইতে দক্ষিণে উৎকলে মেদিনীপুর চলিয়াছেন। এই বংশ পশ্চিমকুল কুলীন সদ্গোপ বলিয়া

পরিচিত। কিন্তু ভাল্‌কি, শিওর বা কাঁকসা অন্তর্গত কি না জানা যায় নাই। ইহাঁরা শাক্ত ছিলেন।

কোঙার কুলীনগণ বহু পূর্ব্বে আত্মপরিচয়ে বলিতেন কোঙার গোপ (Konr-Gop, Census Report 1881. Konr-Gop means Prince amongst Gops, i.e. Kshattriya). রাজ বংশ দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব বুঝায়—অমরকোষ)। জয়দেবের বিবাহ প্রসঙ্গে আছে "গোপ অবতংশ যত রাজ বংশ বসিল সভা করি।"—জয়দেব চরিত॥ উহা দ্বারা কোঙার-গোপ" শব্দটী সমর্থিত হয়। (চ)

বেদে গোপ শব্দ প্রজাসাধারণ বা মনুষ্যবাচক—জাতিবাচক নহে। বেদে **রথগোপা** শব্দ আছে, তাহার অর্থ-শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষক বা রথরক্ষক বা বিপদে রক্ষক (ঋগ্বেদ—৬ষ্ঠম ৭৫ সূক্ত।৯ ঋক্)।

রসিক মঙ্গল প্রণেতা রসিকশিষ্য উৎকলের গোপজাতীয় ৺গোপী-জনবল্লভ দাস, ২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, রসিকের মন্ত্রগুরুপ্রভু শ্যামানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"গোপকুলশশী উৎকলে প্রকাশিয়া।
পাপ-তিমির নাশিলা প্রেম ভক্তি দিয়া॥"

গোপকুলশশী—অর্থাৎ গোপ বংশ শশী। গোপকুল বলিলে গো-গোপ জাতি বা গোয়ালা বুঝায় না। এখানে গোপ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য

(চ) বর্দ্ধমানের সুরুলের ৺দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি এল মহাশয় যিনি তথায় জজ কোর্টের উকিল তিনি ৩০।৮।১৯০১ খৃষ্টাব্দে পত্রের দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে "কোঙার-গোপ" শব্দ লিখিত ভাষায় প্রচলন নাই; কথিত ভাষায় সময়ে সময়ে অজ্ঞ লোক দ্বারা বলিতে শুনা যায়। তিনি বলেন, "কোঙার সদ্গোপ" শব্দ কথিত ভাষায় ব্যবহার আছে।

বাচক। যথা—মিহিরকুল, অগ্নিকুল, রঘুকুল, ইত্যাদি। বল্লভ দাস প্রভু শ্যামানন্দকে কোথাও স্বজাতীয় বলেন নাই। প্রশিষ্য বল্লভ (গোয়ালা) ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব বলিয়া দীনতা ব্যঞ্জক দাস শব্দ যোগ করিয়া আপন নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলেও স্বয়ং গো-গোপ হইয়া নাম লইলেন গোপীজন বল্লভ, এবং গুরুর গুরু শ্যামানন্দ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য থাকায় আখ্যা দিলেন গোপকুলশশী; তাঁহাকে গো-গোপ হইতে পৃথক করিলেন। বল্লভ শব্দ হইতে পল্লব (গোয়ালার শাখা) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

পুনশ্চ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ নিত্যানন্দ দাস প্রেম বিলাসে শ্যামানন্দ সম্বন্ধে ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"সৎ-কুল-প্রসূত গোপীজন কুলে জন্ম"—পরে লিখিয়াছেন।—

"একদিন শ্যামানন্দ আছেন নির্জ্জনে।
দামোদর গিয়া কৈল দণ্ড পরণামে॥
শ্যামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জ্বল।
জ্যোতির্ম্ময় পৈতা অঙ্গে করে ঝলমল॥
হেনকালে আইলা রসিকাদি ভক্ত সব।
দণ্ডবৎ প্রণাম করি কৈলা বহু স্তব॥
শ্যামানন্দ যজ্ঞোপবীত করিয়া গোপন।
তেজ ঢাকি আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন॥"

রসিক শ্যামানন্দের ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্যামানন্দ দ্বিজ না হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য অম্বষ্ঠ নিত্যানন্দ দাস একথা লিখিতে সাহস করিতেন না। দীক্ষিতবৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ

হইলেও পৈতা বাহিকে ব্যবহার করেন না, উৎকলে তাঁহারা দীনতা-ব্যঞ্জক দাস পদবী ব্যবহার করেন।

পুনরপি ৩৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শাখা গৌরী দাস।
যাঁহার আজ্ঞায় কৈলা অম্বিকায় বাস॥
তাঁর শিষ্য হৃদয় চৈতন্য মহাশয়।
শ্রীসুধীরা সখী তাঁর সিদ্ধ নাম হয়॥
তাঁর শিষ্য **সদ্গোপ জাতি** দুঃখী কৃষ্ণদাস।
শ্যামানন্দ নাম বৃন্দাবনেতে প্রকাশ॥

শ্যামানন্দের সিদ্ধ নাম কণক-মঞ্জরী।
তত্ত্ব শিখাইলা জীব তাঁরে কৃপা করি॥"

পরে ৩৬১ পৃষ্ঠায় :—

"হৃদয় চিরিয়া শ্যামানন্দ পৈতা দেখাইলা।"

এই পৈতার প্রস্তাবনাটী ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের সূচক। গ্রন্থকার —"সদ্গোপ" জাতিকে জানিতেন; তিনি জানিতেন বলিয়াই সদ্গোপকে দ্বিজ পৈতাধারী লিখিয়াছেন। হৃদয় চিরিয়া পৈতা দেখানোর প্রস্তাবটী বৈষ্ণবের পৈতা বর্জ্জনের দৃষ্টান্ত—বৈষ্ণব অন্তরে দ্বিজ; বাহিকে সে দ্বিজত্বের লক্ষণ কেহ দেখিতে পায় না। আরও সদ্গোপ জাতিকে জানিতেন বলিয়াই তিনি সদ্গোপ শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন।

"সৎ-কুল প্রসূত গোপীজন কুলেতে জন্ম।"

সৎকুলের অর্থ সম্ভবতঃ ব্রহ্মকুল অর্থাৎ দ্বিজ। বাঙ্গলা অভিধানে "সৎ" শব্দের অর্থ লেখা আছে; উত্তম, সাধু, সত্য, মান্য, বিদ্বান্, নিত্য, চিরস্থায়ী এবং ব্রহ্ম। প্রসূত শব্দের অর্থ আছে :—উৎপাদিত ও সঞ্জাত। অর্থাৎ ব্রহ্মকুল হইতে উৎপন্ন যে গোপীজন বংশ সেই বংশে জন্ম। গোপীজন শব্দ অভিধানে পাইলাম না। গোপীজন বল্লভ মানে শ্রীকৃষ্ণ (সুবল মিত্রের অভিধান)। ব্রহ্মকুল হইতে যে গোপীজন কুল সেই কুলে শ্যামানন্দের জন্ম। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মকুল প্রসূত গোপ আর্য্যাবর্ত্তে আগমনের প্রস্তাবনা আছে; তাঁহারা সাধারণ গোপ নন। তাঁহারা দ্বিজ ও ব্রহ্মতেজ বিশিষ্ট। ইহা হইতে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গোপকুলই বোধগম্য।

নীলাচলে মহাপ্রভুর সহচর নরহরি দাস ওরফে ঘনশ্যাম **প্রেম-বিলাসের** কিছুকাল পরে ভক্তি-রত্নাকর প্রণয়ন করেন। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন :—

"দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল।
মাতা দুরিকা পিতা শ্রীকৃষ্ণ **মণ্ডল**॥
সদ্গোপ কুলেতে শ্রেষ্ঠ, অতি সুচরিত। পৃঃ ২৪

ধারেন্দা বাহাদুরপুরেতে পূর্ব্ব স্থিতি॥"

পরে ৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"গৌড় দেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম।"

তথায় আদি বাস ছিল। গৌড় দেশ রাঢ়ের উত্তরে।

দুঃখী কৃষ্ণদাস যখন বৃন্দাবন যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে শুনিলেন মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন। তাহার কিছুকাল পরেই লিখিত হয়, "সদ্গোপ কুলেতে শ্রেষ্ঠ।"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় (স্মৃতিতে) সৎ শব্দের আর একটী অর্থ আছে যথা :—

"মাহিষ্যাণ করণ্যাস্তু রথকার প্রজায়তে।
অসৎ সন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥ ৯৫
জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা
ব্যত্যয়েকর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চোত্তরাধমং ॥৯৬" ৪র্থ অধ্যায়।

বঙ্গবাসী সংস্করণে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা আছে :—

মাহিষ্য জাতীয় পুরুষের ঔরসে, করণ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে রথকার জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ প্রতিলোমজ উৎপন্ন এবং অনুলোমজ উৎপন্ন ব্যক্তিগণকে যথাক্রমে, (১) অসৎ এবং (২) সৎ বলিয়া জানিবে। (অর্থাৎ উচ্চবর্ণ পুরুষ ও হীনবর্ণ স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান সৎ বলিয়া গণ্য।) জাতির উৎকর্ষ অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তত্ব্যাদি হইতে বিপ্রত্ব্যাদি লাভ, কোন স্থলে ৭ম, কোন স্থলে ষষ্ঠ, কোন স্থলে বা ৫ম জন্মে হইতে পারে।

তাহা হইলে পশ্চিমকুল কুলীনগণের কথা সমর্থিত হয়; অর্থাৎ ক্ষত্রিয়

ও বৈশ্যা হইতে সন্তান সদ্গোপ। সদ্গোপ শব্দ স্মৃতি আমোলে, অর্থাৎ ২০০০ বর্ষেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু লিখিত ব্যবহার পাওয়া যায় না। অতএব সদ্গোপ জাতি আধুনিক নহে, পৌরাণিক কালের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। (কিন্তু সৎ+গোপ বা অসৎ+গোপ শব্দের পৃথক পৃথক লিখিত ব্যবহার এ পুস্তকে বা কোন পুস্তকে এমন কি পুরাণেও নাই।)

স্মৃতি আমোলে গোপ শব্দ বৃত্তি বাচকও হয়, জাতিবাচকও হয়। পৌরাণিক আমোলে তাহাদের বৃত্তি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, কুসীদভোগ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য ও পশুপালন বৈশ্যের বৃত্তি "স্মৃতম্" (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১ম অ, ১১৯) অর্থাৎ স্মরণ দ্বারা চলিয়া আসিতেছে বা স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সৎগোপ বা সদগোপ শব্দ নাই ; কিন্তু আছে : –

"গোপশৌণ্ডিক শৈলুষ রজক ব্যাধযোষিতাম্।
ঋণং দদ্যাৎপতিস্তেষাং যস্মাদ্বৃত্তি স্তদাশ্রয়া॥"

(—ঐ ২য় অ—৪৯)।

অর্থাৎ গোপ শৌণ্ডিক শৈলুষ রজক ও ব্যাধগণের স্ত্রী যে ঋণ করিবে তাহা তাহাদের স্বামী] পরিশোধ করিবে, কারণ স্ত্রী দ্বারাই তাহাদের উপার্জ্জন হয়। (সদ্গোপ স্ত্রী এরূপ উপার্জ্জন করিতেন না ; এখনও করেন না)। পরন্তু ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত বৌদ্ধ জাতকে আছে গোপ স্ত্রী পথে ঘোল বিক্রয় করিতেছে ; অর্থাৎ গোয়ালা স্ত্রীলোক পথে ঘোল বিক্রয় করিতেছে। সদ্গোপ স্ত্রী কখন কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পথে বহির্গত হইতেন না ; ঘোল বিক্রয় গোয়ালার একটী বৃত্তি

অতএব এস্থলে গোপ শব্দ দ্বারা গো-গোপকেই বুঝাইতেছে; জাতকে গোয়ালাকে গোপ বলা হইয়াছে। (ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলা হয় নাই। সদ্‌গোপ শব্দের ও জাতকে ব্যবহার নাই।)

ক্ষেত্রের সীমা লইয়া বিবাদ হইলে * * * গোচারক ও নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রকর্ষকদিগের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২য় অ—সীমা বিবাদপ্রকরণ ১৫৩ শ্লোক।)

ইহা হইতে দেখা যায় গোচারক যে গোপ তাহারা বৈশ্য ক্ষেত্রকর্ষক হইতে পৃথক ছিল।

এ অধ্যায়ে ক্ষেত্র স্বামীর ও ক্ষেত্রকর্ষকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা উভয়েই বৈশ্য ছিল বলিয়া ভাষা হইতে অনুমান হয়। (ঐ—১৫৯।১৬০ শ্লোক)।

পূর্ব্বে পাটলীপুত্র নগরে পশুমান নামে একজন বৈশ্য ছিলেন। সেই বৈশ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ, নিত্য ব্রাহ্মণারাধনায় রত এবং কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষা ব্যবসায়ে নিরত থাকিতেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে পণ্য বিথিকায় কাঞ্চনাদি বিক্রয় করিতেন (—স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড—সেতুমাহাত্ম্য—২২ অধ্যায়)। ইহা হইতে দেখা যায় পশুমান কৃষিবৈশ্য ছিলেন, কিন্তু লিখিত ভাষায় তাঁহাকে সদ্‌গোপ বলা হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় তখনও সদ্‌গোপকে (সদ্গোপকে) বা কৃষিকারীকে বৈশ্যই লিখিত ভাষায় বলা হইত।

কাঞ্চনখণ্ড জাতকে উক্ত হইয়াছে বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে কর্ষকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * * * সমস্ত দিন ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া সূর্য্যাস্তের পর বোধিসত্ত্ব যুগ ও লাঙ্গল একপাশে রাখিয়াছিলেন (—ক্ষেত্রকর্ষণই বৈশ্যের প্রধান বৃত্তি ছিল। পশ্চিমকুল কুলীনগণ স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করেন না; তাহাতে অনুমান হয়—ক্ষত্রিয়বর্গগত গোপ ক্ষেত্র কর্ষণ

করেন না বৈশ্যবর্গগতগোপগণ ক্ষেত্রকর্ষণ স্বহস্তে করেন—যথা মৌলিক সদ্গোপ—অর্থাৎ পশুমানের ন্যায়।

পরবর্ত্তীকালে দেখা যায়,—১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তৎকর্ত্তৃকরচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিয়াছেন—

"নিবসে বণিক্‌গোপ না জানে কপট কোপ
ক্ষেতে উপজায় নানা ধন।"

"বণিক-গোপ" অর্থাৎ বৈশ্য-গোপ, যাহারা কৃষিকার্য্যে রত। সদ্‌-গোপগণই কৃষিপরায়ণ ছিলেন—(দেশাবলী বিবৃতি যাহা প্রায় একই সময়ে রচিত)।

"গোপবর্ণিকের প্রভু করে উপহাস"
—ইতি চৈতন্যমঙ্গল, পৃঃ ২৮।

(গোপ-বর্ণিক অর্থাৎ বৈশ্যগোপ। প্রভু শ্যামানন্দ।)

"সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।"—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

নিয়োগী পূর্ব্বকুল কুলীন সদ্‌গোপ। রাজা গোপীনাথ সজ্জন অর্থাৎ আর্য্য বা বৈশ্য ছিলেন। (সজ্জন=বৈশ্য, হলায়ূধ-অভিধান রত্নমালা বল্লাল সেনের সময়ে লিখিত। "মহাকুলকুলীনার্য্য সভ্যসজ্জন সাধব,"—অমরকোষ, ব্রহ্মবর্গ একার্থবাচী)।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে গোয়ালাকে বলা হইয়াছে ঃ—

"পল্লব গোপ বৈসে পুরে কাঁধে বাঁক বিকি করে
বৃষ ভাগে বসায় বাথানে।"

এইরূপে ঐ পুস্তকে গোপও পল্লব গোপ দুইটী পৃথক জাতি তাহা স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে।

জয়দেব চরিত গ্রন্থে (ক) বনমালি দাস ১৫২৯ শকাব্দের (১৬০৭ খৃঃ) পূর্ব্বে পদ্মাবতীর বিবাহ উৎসব অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

"যত দ্বিজগণ কৈল নিমন্ত্রণ
ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র যত।
প্রসাদ ভোজন (খ) কৈল যত জন
তাহা বা বর্ণিব কত॥

* * * * * *

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য চাষী জন
বেণ্যা নাই মালাকর।
কামার কুমার এই নয় ঘর
জলসহা ব্যবহার॥"

* * * * *

"পল্লব গোপ বৈসে পুরে"—ইত্যাদি।

এই সকল হইতে দেখা যায় "সদ্গোপ শব্দটী গোপ শব্দ সহ "সৎ" বা "সদ্" শব্দ যুক্ত হইয়া আছে। "গোপ" শব্দটী ত্যাগ করিলে "সদ্গোপ" শব্দের ব্যুৎপত্তি বা উৎপত্তি—নিরাকরণ সম্ভব হইবে না।

(ক) ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে, ১ম বর্ষে, ১ম সংখ্যায়, ১৩০৭ সালে।

(খ) প্রসাদের অর্থ দেবতা বা গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট, অভিধান। যে সে ব্যক্তির ভুক্তাবশিষ্ট নহে, এবং উচ্ছিষ্টও নহে।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ৩০০।৪০০ বৎসরের পুরাতনপুস্তকে গোয়ালা গোপকে "পল্লব গোপ" বলা হইয়াছে ; এবং সদ্‌গোপকে সজ্জন, বণিক-গোপ, রাজবংশ গোপ, সভায় মানপ্রাপ্ত গোপ এবং বৈশ্য ইত্যাদি বলা হইয়াছে। আরও দেখান হইয়াছে পুরাতন দেশাবলী বিবৃতিতে, যাহা বেহার অঞ্চলে লিখিত, তাহাতেও সদ্‌গোপ কৃষী-পরায়ণ ও চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত বলা হইয়াছে, এবং সঙ্কর জাতি মধ্যগত ধরা হয় নাই ; এবং গোয়ালাকে আর্য্য চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত বলা হইয়াছে, জল অনাচরণীয়, পল্লব—দধিদুগ্ধ বিক্রয়ী, ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই অনুমান হয় যে দুই বা ততোধিক প্রকারের গোপ ছিল—তাহারা পৃথক জাতি—একটী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা উভয়ের মিশ্রণ, এবং অপরটী জল অনাচরণীয় চতুর্বর্ণের বহির্ভূত (খ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ও ব্রহ্মপুরাণে, (গ) বলা হইয়াছে গোপ তিন শ্রেণীর ছিল। তাহাও ৬০০ বৎসরের উপরের কথা। যথাঃ—(১) বৈশ্যগোপ (২) বল্লভ (বা পল্লব) গোপ এবং (৩) অপর নীচশ্রেণীর

(খ) গোয়ালাগণ সেনসাস্ কমিশনারের নিকট আবেদন করিলাছিলেন যে তাহাদের—"সৎগোপ" লেখা হউক। তাঁহারা সভা করিয়া সকল গোয়ালাকে "সৎগোপ" জাতি নামধারণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং মাধবের লিখিত গোপকুলাচারকে সদ্গোপ কুলাচার বলিয়া, এবং সৎগোপকে গোপের মধ্যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গোপ বা গোদাগা বলায়, গোয়ালা সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করিয়া সদ্গোপের মানরক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। সম্ভবতঃ যে গোচিকিৎসকেরা যশোহর জেলায় বাস করে, ও আপনাদিগকে সৎগোপ বলিয়া পরিচয় দেয় সেই সৎগোপকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে নিকৃষ্টশ্রেণীর গোপ। যদি আবশ্যক হয় বিস্তীর্ণভাবে পুস্তকের শেষে আলোচনা করা যাইবে। এ পুস্তকের অনেকগুলি খণ্ড হইবে।

(গ) ব্রহ্মপুরাণ,—১৮৭ অঃ ৪৪।৪৫ ॥

গোপ। তাহাদের পৃথক পৃথক বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট ছিল। এবং বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে স্ববৃত্তি না করিয়া যদি অপরের বৃত্তি কেহ অবলম্বন করে তাহা হইলে মহাপাপ হয় ও রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয় (মন্তব্য—বর্ত্তমান কালের আইনে বা সমাজ নীতিতে এ ব্যবস্থা নাই)। হরি বংশে ও শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার বহুপূর্ব্বের কথা আছে। মহাভারতে অসদ্গোপের কথা আছে মহাযুদ্ধের বিবরণের পরে। তাহার বহু পরে বল্লভ গোপের অস্তিত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক আমোলে দেখা যায় কোন গোপ অসৎ বা পতিত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এক সময়ে উক্ত বৈশ্য জাতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পুরাণে আছে পালরাজবংশ বৈশ্য (অর্থাৎ সদ্গোপ) ছিলেন। ঐ বংশীয় রাজাদের আধিপত্য এক সময়ে পশ্চিমে কাশী বা প্রয়াগ পর্য্যন্ত, দক্ষিণে উড়িষ্যা, পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও বঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। ক্রমে বঙ্গে সেন বংশের উত্থান হইলে রাঢ়ে ও মগধে; অবশেষে নীলাচলে ও মগধে; এবং মুসলমান আগমণের পর (১১৯৭ খৃঃ) কেবল মগধের দক্ষিণে নীলাচলেই আধিপত্য সরিয়া যায়। সেই সময়ে ক্রমে রাঢ়ের ও মেদিনীপুরের সমস্ত রাজ্যগুলি হীনপ্রভ হইয়া ইংরাজ আমোলের প্রথম ভাগে সাধারণ জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হন।

এই সদ্গোপগণ মধ্যে এক শ্রেণী উক্তরূপ জমিদার ছিলেন বা দেশাধ্যক্ষ বা গ্রামাধ্যক্ষ ছিলেন, কেহ কেহ সৈনিকবিভাগে ছিলেন —যথা মণ্ডল বা মাণ্ডলিক, হাজরা, নায়েক, সেনাপতি ইত্যাদি; এক শ্রেণী (ছোট বড়) ব্যবসা করিতেন বা সস্তার সময় ধান কলাই মুগ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া, ধরিয়া রাখিয়া পরে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতেন, এক শ্রেণী বলদ দ্বারা শস্য স্থানান্তরে লইয়া গিয়া

ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা চালাইতেন। তাহাদিগকে বলদবাহী বলিত; এবং বৈশ্যও বলিত; এক শ্রেণী হাল গরু দ্বারা চাকর রাখিয়া বহু জমি খাসে আবাদ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেন; এবং আর এক শ্রেণী কৃষিপরায়ণ বা চাষী ছিলেন। এই চাষিগণ অপেক্ষাকৃত অবস্থাহীন কৃষক ছিলেন। ভূম্যাধিকারী ও ব্যবসায়িগণেরও কম বেশী পরিমাণে চাষ ছিল। ইহাঁরা সকলেই সদাচারী সুচরিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইহাঁদের মস্তক মুণ্ডন, কর্ণবেধ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ (হাতে খড়ি), ও বিবাহ সংস্কার এবং শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ছিল। এখন (কাল মাহাত্ম্যে) মুণ্ডন নাই বলিলেই হয়। অপরাপর বহু হিন্দু আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং যজ্ঞ বর্ত্তমান আছে। পশ্চিমকুল কুলীন মধ্যে ভালকীর গড়ে গদি আরোহণের সময় রাজটীকা গ্রহণ ও বিবাহে তরবারি ধারণ প্রথা বা ব্যবহার ছিল। ইহাঁরা কলা বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা বর্জ্জিত। কথিত বৃত্তি হেতু মাৎসর্য্যের সূচনা হইয়া অধিকাংশ মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আদর কমিয়া যায়। এই হেতু নিন্দাভাগী ও উন্নতি মার্গে পশ্চাৎপদ হইয়া যান। এক্ষণে কিছুকাল হইতে পুনঃ শিক্ষামার্গে উন্নতিলাভ করিতেছেন ও অনেকগুলি এম্ ডি, এম এ, বি-এল, বি-এ, বি Sc., Ph. D., D. T M., D. Ph., M. B. ডাক্তার হোমিওপ্যাথ, ক্ষুদ্র চিকিৎসক, এডভোকেট, এটর্ণী, Barrister at Law, মোক্তার, Deputy Magistrate, Sub Deputy Magistrate, ব্যবহারজীবী, মসীজীবী, উন্নত ধরণের ব্যবসাজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারশিয়ার, উকিল, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক, পুলিশের কর্ম্মচারী, contractor, ও নানাপ্রকারের গভর্ণমেণ্টের ছোট বড় কর্ম্মচারী এবং আইনসভার সদস্য হইয়া জাতীয় নাম উজ্জ্বল করিতেছেন। ঐ সকলের নাম বহু বলিয়া এস্থলে উহ্য রাখা গেল।

তজ্জন্য কেহ ক্ষুন্ন হইবেন না। পরবর্ত্তী খণ্ডে যথা স্থানে নাম প্রকাশের চেষ্টা করা হইবে। প্রকাশকের নিকট তাঁহাদের নাম ধাম বৃত্তিসত্ত্বর লিখিয়া পাঠাইয়া, স্বজাতিবর্গের নাম ইত্যাদি প্রকাশের সাহায্য করিবেন।

সদ্গোপ যে উচ্চ জাতি, দ্বিজ, ও মর্য্যাদা সম্পন্ন তাহা অনেক স্বজাতির ধারণা নাই। অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন না যে তাঁহাদের বংশধরগণ অবনতি প্রাপ্ত হইতেছেন। এজন্য এই পুস্তকের অবতারণা। পরবর্ত্তী খণ্ডে বহু বংশের জীবনী ও বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ও সামাজিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইবে। সামাজিক পদ্ধতি, বৈশ্যত্ব ও নবশাক কি না তৎসম্বন্ধে আরও বিশেষ আলোচনাও পরবর্ত্তী খণ্ডে করা যাইবে।

স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাষ অবলম্বন করিয়া গো গোপ সদ্গোপ হওয়া সম্ভব নহে। কতক কৈবর্ত্ত চাষ অবলম্বন করিয়া হেলে-কৈবর্ত্ত হইয়াছে। গোপজাতীয় পুস্তকে যথা গোপজ্ঞানদায়িনীতে ও মণি মাধবের গোপ কুলাচারে সৎগোপ সম্বন্ধে উক্তি আছে "সৎগোপের চাষ দেখিতেছি দধি দুগ্ধের ব্যবসা কখন দেখা যায় নাই", অনেক গোপ চাষের কার্য্য বৃত্তিরূপে করিতেছে কিন্তু তাহারা কেহই "সৎগোপ" জাতিনাম পায় নাই। Census Report-এ যে লেখা হইয়াছে গোপ চাষ অবলম্বন করিয়া জাতি নাম "সৎগোপ" গ্রহণ করিয়াছে তাহা মিথ্যা অপবাদ মাত্র। আত্মরক্ষা ও আত্মপরিচয় জন্য এ বিষয়ের অবতারণা সংক্ষেপে করা হইল। কাহারও অনিষ্ট করিবার মানসে নহে।

এক্ষণে সদ্গোপমধ্যে আসল ও নকল দাঁড়াইয়াছে। নকলের মধ্যে পশ্চিমকুল ও পূর্ব্বকুল কুলীন শ্রেণী নাই। আসলের মধ্যে আছে।

সদ্গোপের উন্নতি জন্য কয়েকটী বিষয় প্রতি এক্ষণে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; যথা :—মাৎসর্য্য ত্যাগ করা, অহঙ্কার বর্জ্জন করা, স্ব-জাতির অবস্থাহীন প্রতি সহানুভূতি দেখান, স্বজাতীয় সমাজে উচ্চস্থানীয় প্রতি অবহেলা না করা, স্বজাতি প্রতি পরোপকার নিয়ম পালন করা, স্বজাতীয় তরুণ প্রতি স্নেহপরবশ হওয়া, স্বজাতীয় বালক বালিকারা যাহাতে সদাচার শিক্ষা ও ব্যবহার করে তজ্জন্য সকল বিজ্ঞসদ্গোপের লক্ষ্য রাখা ও শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে তাহারা সুপথে চলে তৎপ্রতি ঐক্যভাবে সকলের চেষ্টা করা, এবং তাহাদের নৈতিক স্বাস্থ্যকর কার্য্য ও আহার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও যাহাতে ধর্ম্মোন্নতি হয় তজ্জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা একমত হইয়া সকলেরই করা আবশ্যক। হীনবল ও অশিক্ষিতগণ মনে না করেন তাহাদের কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, তাহাদেরও ঐকান্তিক চেষ্টা আবশ্যক। স্বজনবর্গকে সানুনয় নিবেদন তাহারা হিতোপদেশের নিম্নলিখিত উপদেশটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিবেন :

"ত্যজ দুর্জ্জন সংসর্গম্ ভজ সাধু সমাগমম্
স্মর নিত্যমনিত্যতাং।"—ইহাই মূল মন্ত্র।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব :—

বৌদ্ধ ধর্ম্ম পাল রাজগণের প্রথম অবস্থায় ও তৎপূর্ব্বে গুপ্ত রাজ আমোলে বেহারে ও বঙ্গে প্রসার পায়। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যখন অবসান হয় তৎকালে হিন্দু সমাজের উপর তাহার প্রসার থাকিয়া যায় সে অবস্থায় যে সকল গোপ বৌদ্ধ সমাজভুক্ত হইয়াছিল তাহারা হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসে—তদবস্থায় বৌদ্ধ বা সৎধর্ম্ম অবলম্বী গোপ

সদ্গোপ নাম পাওয়া সম্ভব—ইহা অনুমান মাত্র। কোন সাশন (authority) নাই।

জৈন ধর্ম্মের প্রভাবঃ—

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার আমোলে জৈন ধর্ম্মও বঙ্গে প্রচার হইতে থাকে। অনেকে জৈন সমাজে যোগ দেয়। জৈন সমাজে পূর্ব্বে নিজ নিজ জাতির নাম ও প্রথা বজায় থাকে (যে সকল গোপ জৈন সমাজভুক্ত হইয়াছিল তাহারা হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসেন। সম্প্রতি ১৩৩৯ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় নবাবিষ্কৃত রাজসাহি জেলার পাহাড়পুরের তাম্রশাসনের পাঠের বাখ্যায় লিখিত আছে যে "নিগ্র্ন্থ-গুহনন্দিশিষ্যপ্রশিষ্যাধিষ্ঠিত সদ্ (বা সৎ) বিহারে * * *"। অর্থাৎ নিগ্রন্থ (জৈন) গুহনন্দীর শিষ্য প্রশিষ্যগণ দ্বারা অধিষ্ঠিত—সদ্ (জৈন) বিহারে * * *।" এই সদ্ শব্দ সহ সদ্গোপ জাতি নামের সদ্ সহ কোন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব কিনা তাহার গবেষণা আবশ্যক। উক্ত তাম্রশাসন খানি, গুপ্তরাজ আমোলের ও খৃঃ ৫ম শতাব্দীর। পুনঃ "সদঃ (সদ্+অসুন্)=সভা।—ইত্যমরঃ। সদ্ ধাতুর একটী অর্থ আছে গমন। উক্ত শিলালিপিতে "গোয়াল-ব্রাহ্মণ" শব্দ ব্যবহার আছে।

আর একটী অনুমান সম্ভব যে পৌরাণিক আমোলে গোপ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে কৃষী কর্ম্ম রত যে গোপ তাহারাই উত্তম হইয়াছে। অসম্ভব নহে যে এই উত্তম গোপকেই সৎগোপ বলিত।

প্রকৃত উৎপত্তি পুরাতন শিলালিপি ও পুঁথি পাঠ করিতে করিতে নিশ্চয়রূপে আলোক প্রাপ্ত হইতে পারে।

সৎ শব্দের আর একটী উৎপত্তি পাওয়া গিয়াছে। কাটামুণ্ড যাইতে পথের ধারে সতধারা নামক একখানি গ্রাম আছে। তন্মধ্যে রামপোখারী পুষ্করিণী অবস্থিত। ঐ পুষ্করিণীতে ৭টী ফোয়ারার জল পতিত হয়। এ জন্য ঐ স্থানের নাম সপ্তধারা হইতে সতধারা হইয়াছে। (Indian Antiquary, Vol. IX of 1880, P. 171. বায়ুপুরাণে সৎ শব্দের শিষ্টাচারী অর্থ করা হইয়াছে (৫৯ অঃ)। এ অর্থ সৎগোপের সৎ শব্দে প্রযুজ্য নহে। তবে কেহ বলিতে পারেন ৭টী গ্রামের রক্ষককে সৎগোপ বলা হইত। এ অর্থে ব্যবহার কোন গ্রন্থে দেখি নাই। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে ইহাঁদের বিবাহে সপ্ত পাক, সপ্ত প্রদীপ, সপ্ত এত্তর দ্বারা স্ত্রী-আচার ইত্যাদি আছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও গোগোপ মধ্যে এইরূপ আচারের কোন পার্থক্য আছে কি না দেখা আবশ্যক। পার্থক্য দ্বারা অনুমানের ইতর বিশেষ সম্ভব।

সার কথা—

খিল হরিবংশে ও শ্রীমদ্ভাগবতে যে গোপের কথা লিখিত আছে সে গোপকে উক্ত পুস্তক দ্বয়ে বৈশ্য বলা হয় নাই। সে গোপের বৃত্তি জীব বৃত্তি ও পাহাড়ে গরুচরাণ, এবং গরু হইতে বৃত্তি অর্জ্জন করা। উক্ত পুস্তকদ্বয়ে নন্দকে কোন স্থলে নন্দ ঘোষ বা বৈশ্য বলা হয় নাই। কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যের বৃত্তি বলা হইয়াছে। কৃষককে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে গোপ বলা হয় নাই। এই দুই গ্রন্থ পুরাণ সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। তৎপরে পৌরাণিক আমোলে, উভয়কেই বৈশ্য বলা হইয়াছে. কিন্তু একের বৃত্তি অপরপক্ষে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। এবং

সঙ্কর জাতির অনুলোমজ সন্তানকে সৎ ও প্রতিলোমজ সন্তানকে অসৎ বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান সৎ। গোপ বর্ণ মধ্যে এরূপ সন্তানকে সৎগোপ আখ্যা দেওয়াই সম্ভব। তাহা হইলে আদিতে পশ্চিমকুল সদ্‌গোপ কুলীনক্ষত্রিয় ছিলেন বুঝিতে হইবে। অথবা ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট গোপবৈশ্যকে সৎগোপ আখ্যা দেওয়া অসম্ভব নহে।

কিম্বা সপ্ত বা শত গ্রামের রক্ষককে বা ব্রহ্মবিদ্‌গণের রক্ষককেও সৎগোপ বলা সম্ভব। রক্ষক অমরকোষের ক্ষত্রিয়বর্ণ বর্গান্তর্গত। তাহা হইলে তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বকেও সদ্‌গোপ বলা ন্যায় সঙ্গত।

অথবা জৈনধর্ম্মাবলম্বী বৈশ্যগোপ, যখন বাঙ্গালী-জৈন-সমাজ হইতে লোপ পাইল, তখন সে সকল জৈন সমাজাগত বাঙ্গালী গোপ যাহারা পূর্ব্বে বৈশ্য ছিল, তাহারা সদ্+গোপ অর্থাৎ সদ্‌গোপ আখ্যা পাইল। চলিৎ ভাষায় ব্যবহারে ক্রমেই তাহাই উচ্চারণের হ্রস্বতায় সৎগোপ হইয়া কথিত ভাষায় চলিৎ হইয়াছে—এরূপও হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত ২।৩ হাজার পুস্তকে ও পুঁথিতে অনুসন্ধান করিযাও * কোন স্থানে অধিকতর স্পষ্ট উক্তি দেখি নাই; সে জন্য বিষয়টী অনুমান

* ১৩৩৯ সনে আবিস্কৃত পাহাড়পুর তাম্রশাসনে সদ্ শব্দ জৈন বাচক রূপে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে ফুটনোটে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বৌদ্ধ বা সৎধর্ম্ম অবলম্বী গোপ হইতে সৎগোপ হওয়া সম্ভব নহে। এক্ষণে উক্ত আবিষ্কারে জৈন ধর্ম্মি গোপ থাকা সম্ভব কি না তাহা বিবেচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাণে পৃথু উপাখ্যানের শেষে পাওয়া যায়, জনকতক হিন্দু ব্রাহ্মণ জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করার পর পৃথুর আদেশে হিন্দু সমাজে কিছু হীন হইয়া ফিরিয়া আসেন। সেই সময়ে গয়ালী ব্রাহ্মণের সমাজও সৃষ্ট হয়।

ও যুক্তি সাপেক্ষ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহাই সত্য, ইহাই প্রকৃত, ইহাই ধ্রুব, এরূপ বলিতে সাহস করি নাই; তদ্রূপ পশ্চিম-কুল কুলীনকেও ক্ষত্রি বা ক্ষত্রিয় স্পষ্টতঃ বলিতে সাহস করি নাই। কেবল শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে "রাজা লাউসেন কোঙর"কে ও তাঁহার পিতা কর্ণসেন রায়কে ক্ষত্রি বলা আছে। লাউসেনের বা তাঁহার কুটুম্বের বংশাবলীর নাম পাওয়া যায় নাই। অপরপক্ষে ইছাই ঘোষকে গোপ বলিয়াছে, ভৎ‌র্সনা ও গালি দিবার জন্য গোয়ালা বেটা পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। কেবল মার্স‌্ম্যান সাহেবের History of Bengal (ইংরাজীতে বাঙ্গলার ইতিহাসের) প্রথম সংস্করণে মুসলমান গ্রন্থ অবলম্বনে ইছাইকে সদ্‌গোপ বলা হইয়াছিল ¶।

কৃষি বিষয়ক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ও মন্ত্রাদি।

তারাকান্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় সম্পাদিত পরাশর কৃত কৃষি সংগ্রহ গ্রন্থে কৃষক-বৈশ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা:—

"কৃষান্বিতো হি লোকেঽস্মিন্ ভূয়াদেকশ্চ ভূপতিঃ" ॥ ৩

অর্থাৎ একা কৃষি দ্বারাই লোকে জগতে ভূপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে।

¶ আমার নিকট সে পুস্তক খানি ছিল, তাহা এক পদস্থ কর্ম্মচারী পুস্তক লিখিবার জন্য দেখিতে লইয়া আর ফেরৎ দেন নাই। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুস্তকাগার নিলামে বিক্রয় হইলে অধিকাংশ S.C.Audy Co. ক্রয় করেন, কিন্তু সে পুস্তক আর পাইলাম না। অন্য কোন লাইব্রেরিতেও কোন কপি দেখিতে পাই নাই।

"কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ।
হিংসাদি দোষযুক্তোঽপি মুচ্যতেঽতিথিপূজনাৎ॥" ৮

অর্থাৎ কৃষি ধন্য, কৃষি পূজ্য এবং কৃষিই প্রাণীদিগের জীবন; অতিথি সেবা দ্বারা হিংসাদি দোষ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ভাবার্থ পরাশরের সময়ে কৃষক অতিথি সেবাপরায়ণ ছিল।

"বৃষ্টিমূলা কৃষিঃ সর্ব্বা কৃষিমূলঞ্চ জীবনম্।
তস্মাদাদৌ প্রযত্নেন বৃষ্টিজ্ঞানং সমাচরেৎ॥"১০

অর্থাৎ বৃষ্টিই কৃষিকার্য্যের মূল, আর জীবনও কৃষিমূলক; অতএব প্রথমে যত্নের সহিত বৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে শ্রীকৃষ্ণ নন্দগোপদিগকে বলেন বৃষ্টি দ্বারা কৃষকের উপকার হয়; ইন্দ্র বৃষ্টি ও মেঘের অধিপতি, অতএব কৃষক ইন্দ্রপূজা করিবে। দ্বিজই ইন্দ্রযজ্ঞ করিয়া থাকে। (দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বহু ব্যয়ে ইন্দ্রযজ্ঞ করিয়াছিলেন।)

"গোহিতঃ ক্ষেত্রগামী চ কালজ্ঞো বীজতৎপরঃ।
বিতন্দ্রঃ সর্ব্বশস্যাঢ্যঃ কৃষকো নাবসীদতি।"৮০

অর্থাৎ যে কৃষক গোরক্ষণে তৎপর, নিজেক্ষেত্রে গমন করে, কাল বিষয়ে অভিজ্ঞ, উৎকৃষ্ট বীজসম্পন্ন ও আলস্যহীন, সে সর্ব্বশস্য সম্পন্ন হয়। অবসাদ প্রাপ্ত হয় না। (পুরাতন কোষে কৃষক বৈশ্যবর্গ অন্তর্গত ও বৈশ্যবাচক। অধুনা পশ্চিম বঙ্গের কৃষক ম্যালেরিয়া হেতু হীনবল ও অলস হইয়াছে এবং উদ্যম রহিতও হইয়াছে। Agricultural Dept. ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।)

"কৃত্বা ধান্যস্য পুণ্যাহং কৃষকা হৃষ্টমানসাঃ।
প্রাগ্‌মুখাঃ কলসং ধৃত্বা পঠেয়ু মন্ত্রমুত্তমম্‌॥
"বসুধে হেমগর্ভাসি বহুশস্য ফলপ্রদে।
বসুপুষ্পে নমস্তুভ্যং বসুপূর্ণাস্তু মে কৃষিঃ॥
রোপয়িষ্যামি ধান্যানাং বৃক্ষবীজানি প্রাবৃষি।
সুস্থ ভবন্তু কৃষকা ধনধান্যসমৃদ্ধিভিঃ॥
বাসবো নিত্যবর্ষী স্যান্নিত্যবর্ষাস্তু তোয়দাঃ।
শস্যসম্পত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ সফলাঃ সন্তু নীরুজঃ॥"১৬৮

অর্থাৎ ধান্যের পুণ্যাহ করিয়া কৃষক হৃষ্টচিত্তে পূর্ব্বমুখ হইয়া কলস ধারণ করিয়া "বসুধে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

পুনশ্চ :—

"অথ ধান্যব্যাধি খণ্ডন মন্ত্র :—

"ওঁ সিদ্ধিঃ, গুরুপাদেভ্যো নমঃ। শ্রীরামচন্দ্র চরণেভ্যো নমঃ। স্বস্তি, হিমগিরিশিখরাৎ শঙ্খকুন্দেন্দুধবল শীলাতটাৎ নন্দনবন-শঙ্কাশাৎ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্রামভদ্র-পাদাঃ কুশলিনঃ সমুদ্রতটাবস্থিত নানাদেশাগত-বানরকোটিলক্ষাগ্রগণ্যং খরতরনখরাতিতীক্ষ্ণহস্তমূর্দ্ধলাঙ্গলং লীলাগমনসমুদ্ভূতবাতবেগাবধূতপর্ব্বতশতং পরচক্রপ্রমথনং পবনসুতং শ্রীমন্তং হনুমন্তমাজ্ঞাপয়ন্ত্যন্যাৎ অমুক গ্রামে অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য অখণ্ডক্ষেত্রে ভোন্তাভোন্তী পাণ্ডরমুখী গান্ধী ধূলিশৃঙ্গাদিরোগচ্ছলেন ত্রিপুটী নাম রাক্ষসী সপ্ত পুত্রানাদায় বিবিধবিঘ্নং সমাচরন্ত্যবতিষ্ঠতে, ইদং মদীয়শাসন-

লিখনমবগম্যতাং পাপরাক্ষসীং সপুত্রবান্ধবাং বজ্রদণ্ডাধিকলাঙ্গুল দণ্ডৈঃ খরতরনখরৈশ্চ বিদার্য্য দক্ষিণসমুদ্রে লবনাম্বুধৌ খণ্ডশঃ প্রণিধেহি, যত্তত্র ত্বয়া ক্ষণমপি বিলম্বতে তর্হি ত্বং কোপুরুষেণ পিতা পবনেন মাত্রা চাঞ্জনয়া শাস্তব্যোঽসীত্যন্যথা নাহং প্রভুর্নত্বং ভৃত্য ইতি। ওঁ ঘ্রাঁ ঘ্রীঁ ঘ্রঃঁ ॥"

"লিখিত্বালক্তকেনৈতন্মন্ত্রং শস্যেষু বন্ধয়েৎ।
ন ব্যাধিকীটহিংস্রানাং ভয়ং তত্র ভবেৎ ক্বচিৎ ॥"

—১৮১।১৮২ মধ্যগত।

এই মন্ত্র কৃষকের জন্য। কৃষক ওঁ উচ্চারণ করিবে। ইহাতে দ্বিজত্ব বুঝায়। অতএব কৃষক বৈশ্য ছিলেন। এ মন্ত্র শূদ্রেরপক্ষে প্রযোজ্য নহে। ফলতঃ এই কৃষক সদ্‌গোপ বৈশ্যকেই বুঝায়। কৃষি সম্বন্ধে বহু বিধি বৃহৎপারাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ৩য় অধ্যায়ে সুব্রত কথিত পরাশরোক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে যথা :—

"ষঠকর্ম্ম সহিতো বিপ্র কৃষিবৃত্তিং সমাশ্রয়েৎ।"

কেহ কেহ মনে করেন ব্রজের নন্দগোপ সদ্গোপের পূর্ব্ব পুরুষ ও সদ্গোপগণ যাদব কুলজ। এটী অত্যন্ত ভুল ধারণা। উক্ত ধারণা গো-গোপ সম্বন্ধে প্রকৃত বটে। নন্দগোপ গোবৃত্তিজ ও গোবর্দ্ধন পূজক ছিলেন।

কৃষকগণ ইন্দ্রযজ্ঞপরায়ণ তাহা হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে স্থানান্তরে দেখান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নন্দাদি গোপগণ প্রতি গোবর্দ্ধন যজ্ঞের উপদেশ মনে রাখিলে আর এ "সাংঘাতিক" ভ্রম ধারণা কখনই হইবে না।

পুনশ্চ পারাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ঃ—

কুসীদ-কৃষি-বাণিজ্যং বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা। ১০। অ ২।
শুদ্রস্য দ্বিজ শুশ্রূষা পরোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যদন্যৎ কুরুতে পুণ্যং তদ্ভবেৎ তস্য নিষ্ফলম্॥ ১১। অ ২।
লবণমধূতৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ।
ন দুষ্যেৎ শূদ্রজাতিনাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্য বিক্রয়ং॥ ১২। অ ২।

অপিচ—

যজনাধ্যয়নেরাক্তি বিষয়াসক্তি বর্জনম্॥ ৩
যজনাধ্যয়নে দানং পশুপাল্যং তথা বিশি।
বানিজ্যং চ কুসীদঞ্চ কর্ম্মষ্ঠকং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৪। অ ৩।
"বাজি গোবৃষশালা" * * *॥ ১২। অঃ ৩।

(একই স্থলে একই অধ্যায়ে থাকায় গোশালা ও বৃষশালা পৃথক ছিল জ্ঞাতব্য। এ অধ্যায়ে এজন্য গো অর্থে গাভীকেই বোধগম্য। বৃষ নহে।)

তৎপরে আছে "যাবদ্গোপালনে পুণ্যং প্রোক্তং।৩। অঃ ৩।
"বৃষা এব ততো রক্ষ্যাঃ পালনীয়াঃ প্রযত্নতঃ" ।৪। অঃ ৩।

পুনশ্চ ঃ—

"মাতৃশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ যথোক্ত বিধিনা গৃহী।
দ্রব্য কালানুমানেন কুর্ব্বাণো ধর্ম্মতঃ কৃষিম্॥" ২১।৩৩।

* * *

"নমঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণ সবাক্তন্নাত্মন শুভম্।" ইত্যাদি।

[স্বাহা শব্দ দ্বিজ উচ্চারণ করিতে পারেন। শূদ্র উচ্চারণ করিলে পাপ হয় ইহা হিন্দুশাস্ত্রের বিধির ব্যাখ্যা। এই দ্বিজ এখানে "হলী" বা কৃষক বৈশ্য।]

কারণ ঐ মন্ত্রসহ উক্ত হইয়াছে ঃ—

"সপ্তধান্যানিচাদায় প্রোক্ষ্য পূর্ব্বোমুখোহলী।" ২৯। অঃ ৩।

এবং "পাশুপাল্যাশনোৎপত্যা উরুভ্যাঞ্চ তথা বিশঃ।

দ্বিজদাস্যায় পুন্যায় পদ্ভ্যাং শূদ্রমল্পয়ৎ॥" ৯৩। অঃ ৩।

ইহাতে বুঝায় কৃষির ব্যবস্থা কেবল দ্বিজের জন্য। শূদ্রের জন্য ব্যবস্থা ছিলনা। অতএব হলী, কৃষি, গৃহী ইত্যাদি সকলেই বৈশ্য (ইহা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র ও এই বিধি হইতে বুঝা যায়।) তখনও সদ্‌গোপ বা সৎগোপ শব্দের লিখিত ভাষায় ব্যবহার দেখা যায় না। পরবর্ত্তী কালে পুরাণের সময় অনুলোম ও প্রতিলোম হইতে সৎ ও অসৎ শব্দের (পূর্ব্ব কথিত) ব্যবহার হইতে অনুমান হয়, যখন "অসদ্‌ভি গোপৈঃ" হইতে "অসৎ গোপের" লিখিত ভাষায় ব্যবহার হইয়াছে, তখন কথিত ভাষায় "সৎ-গোপ শব্দের ব্যবহার সম্ভবতঃ ছিল। অথবা জৈন সমাজের অবসানে (পূর্ব্ব কথিত) সদ্‌গোপ শব্দের ব্যবহার আসিয়াছে। যত প্রকার ন্যায়সঙ্গত অর্থ হয়, তাহা ধরিলেও সদ্‌গোপশব্দ দ্বারা উত্তম জাতিকে অর্থাৎ দ্বিজ বৈশ্যকেই বুঝায়।

পাণ্ডবগণের তেজ হ্রাস হইলে "অসদ্‌ভিঃ গোপৈঃ" যখন অর্জ্জুন দ্বারকার পথে বিধ্বস্ত হন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই আদি বৈশ্য গোপের এক শ্রেণীর পতন হইয়া অসদ্ গোপ হইয়াছে ও পতিত হইয়াছে। অবশিষ্ট আদি বৈশ্য গোপ বৈশ্যই রহিয়া গিয়াছে। তাহারাই সদ্‌গোপ বা সৎগোপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

পশ্চিম বঙ্গে সদ্গোপ জাতি

এ জাতি মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ। তাহা কুলীন লইয়া, যথা পূর্ব্বকুল ও পশ্চিম কুল। উভয়েরই বঙ্গে আদি বাসস্থান ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পারে ও দামোদর নদীর পূর্ব্বপারে। ভাগীরথীর পূর্ব্ব-পারে এক্ষণে কেহ কেহ বাস করিতেছেন—ব্যবসা বা কর্ম্মোপলক্ষে গিয়া তথায় কিছুকাল যাবৎ বাস (আদিবাস নহে), সম্ভবতঃ ১০০ বা ২০০ বৎসরের অধিক হইবে না।

মৌলিকগণ কতক পূর্ব্বকুল আশ্রিত ও কতক পশ্চিম কুল আশ্রিত। যাঁহারা পূর্ব্বকুল আশ্রিত তাহাদের চলিত ভাষায় বলে "পূর্ব্বকুলে" আর যাঁহারা পশ্চিমকুল আশ্রিত তাহাদের চলিত ভাষায় বলে "পশ্চিম-কুলে"। যে মৌলিক বংশ যে কুল আশ্রিত তিনি বিবাহ সম্বন্ধ আদি সেই কুলেই করিতেন। কোন কোন মৌলিক উভয় কুলে এক্ষণে বিবাহ সম্বন্ধ করিতেছেন। বর্ত্তমানকালে স্থল বিশেষে উভয় কুলেই মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ হইতেছে—তাহা সমাজে নিন্দনীয়ও নহে এবং অচলও নহে। এক্ষণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উভয় কুল কুলীন মধ্যে ৪ টী বিবাহ হইয়াছে—তাহা কলিকাতায় ও ফরেশডাঙ্গায়।

আচারভ্রষ্ট বা দূষিত সহ বিবাহ কেহই কোন জাতি মধ্যে বিপদ গ্রস্থ না হইলে দেয় না—সদ্গোপ জাতি মধ্যেও তদ্রূপ। হুগলিতে একটী জারজ আখ্যাপ্রাপ্ত সদ্গোপ অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই; শুনা যায় গুটীকতক ঐরূপ কোন না কোন কারণে বিবাহের

পর প্রকাশ্য চল হয় নাই। এ সকল সমাজ শিথিলতার ও নৈতিক অবনতির লক্ষণ; উহা জাতীয় সঙ্কীর্ণতা হেতব নহে। সদ্গোপ জাতি এখনও তাজা আছে। ইঁহারা চিরদিন সত্যবাদী সৎসাহসী ও ন্যায়ের পক্ষপাতী—অন্যায় অনাচার দেখিতে পারেন না। একটী কথা সেজন্য প্রবাদে দাঁড়াইয়াছে যে সগেদাপ গুরুর গামছাও বহেন না—অর্থাৎ হীন কার্য্য করেন না। এক সময়ে কলিকাতা ট্যাক্‌শালে ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কে অধিকাংশ কেরাণী সে গুণের জন্য সদ্গোপ জাতীয় ছিল। ক্রমে নানা কারণে সদ্গোপ সে দিন হারাইয়াছেন।

বোধ হয় সেই কারণে অনেক ভিন্ন জাতীয় অল্প শিক্ষিতের হিংসা ও তাঁহারাই সদ্গোপের কুৎসা করেন। ইহা ছাড়া সদ্‌গোপ উন্নত স্থান অধিকার করিবে ইহা তাহারা পছন্দ করেন না। তাহার একটী বিশেষ কারণ অনেককষ্টে আধুনিক স্মার্ত্ত স্মৃতিতে মিথ্যা উক্তি দ্বারা তাহাদের বৈশ্যত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগকে বাস্তবিক বৈশ্য বলিয়া শিক্ষিত সমাজ স্বীকার করিবে ইহা তাঁহারা দেখিতে পারেন না; হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া আছেন। ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে ও অধর্ম্মের পতন হইবে। সদ্গোপগণ প্রতি অনুরোধ আপনারা মনকে উচ্চে রাখিয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধন করুন।

উভয় শ্রেণীর কুলীন মধ্যে পূর্ব্বে বিদ্বেষভাব ছিল; অধুনা তদ্রূপ ততটা নাই। অর্থাৎ এক্ষণে উভয়ে উন্নতির সোপানে। এক্ষণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উভয় কুল মিল মিশ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। পূর্ব্ব কালে উভয়কুল কুলীন মধ্যে পরস্পর বিবাহ তো হইতই না; এমন কি আহার ব্যবহারও ছিল না।

বিবাহাদি কার্য্যের পূর্ব্বে সর্ব্ববিষয়ে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশেও নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে সম্ভ্রান্ত বংশীয়ের বিবাহ হয়।

ইয়ুরোপে এইরূপ সর্ব্বত্র এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় সহ সহসা যৌন সম্বন্ধ করেন না।

শাক্ত ও শৈবে বিবাহ, অব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীতে বিবাহ, শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে বিবাহ, সাদায় ও কালোয় বিবাহ, ইত্যাদি বিবাহ সুফল-প্রদ হয় না। সেজন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনেক ধরা-বাঁধা নিয়ম ঋষি-গণ করিয়া গিয়াছেন। কুলীনগণ বোধ হয় এই সকল বিবেচনা করিয়াই মৌলিক বা গ্রামিনীতে বিবাহ দিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এক্ষণে সে সকল বিবাহ সম্বন্ধে কালে মনোভাব পরিবর্ত্তন করে (Time is the best heaeer).

কিন্তু কেহ কেহ কালের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, কেহ স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিলেই, তাঁহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিতে প্রস্তুত, আচার ব্যবহারে উদার। তাঁহারা বলেন তাহা না হইলে স্বজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে জাতির অনিষ্ট হয়। কুল বা বংশ বা মস্তিষ্কের উন্নতির জন্য বহু শাস্ত্রে নানারূপ সৎপরামর্শ দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে বিড়াল, কুকুর, ও ঘোঁড়ার উন্নতি কল্পে অনেক বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়াছেন। আর্য্য বিবাহেও নানা শাস্ত্রীয় নিয়ম আছে। সে নিয়ম অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণ-কুলীন ও শ্রোত্রীয়-বর্গের উন্নতি। তাঁহাদের বংশধরগণকৃত উচ্চ-অঙ্গের পুস্তক রচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কথিত অছে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও আরও কয়েকজন শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন—একবার যাহা শুনিতেন তাহা ভুলিতেন না। চতুর্ব্বেদ বহু সহস্র বৎসর যাবৎ শ্রুতিতেই ছিল, লিখিত ভাষায় বহু পরে রচিত হইয়াছে—তাহাও শ্রুতি হইতে। মস্তিষ্কের এ উন্নতি শাস্ত্রীয় বিবাহ, আহার-বিহারে শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন ও, পুরুষ পরম্পরা স্মরণশক্তির আলোচনা দ্বারা ক্রমে লাভ হওয়া সম্ভব।

আমাদের কুলিনগণ সে নিয়ম কিয়ৎ পরিমাণে পালন করিতেন; কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা ও মস্তিষ্কের আলোচনার অবহেলা করায় ক্রমে নিম্নগামী হইয়াছেন। এখন কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বিদ্যাশিক্ষার দিকে মন সরিয়াছে; 'এখন উন্নতি হইতে পারে শ্রুতিধরও হইতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত উদার ভাব দ্বারা বংশগত ও সমাজগত অবনতির সম্ভাবনা। অর্থ ও বিদ্যাশিক্ষার একত্র সমাবেশ হইলে মৌলিক ও গ্রামীন উভয়েই সহজে উন্নত কুলীন বংশ সহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, উহার সমাবেশ কম পরিমাণে হইলেও কতক পরিমাণে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে; কিন্তু কুলীন যদি অশিক্ষিত থাকেন তাহা হইলে সেরূপ মৌলিক বা গ্রামীন হয়তো তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে অনিচ্ছুক হইতে পারেন।

ক্রিয়া কর্ম্মে মৌলিক বাড়ী আহারের সময় কুলীন মর্য্যাদা প্রবল ও কষ্টদায়ক ছিল—এক্ষণে সে কঠোরতা কমিয়া গিয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে উহা একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এমন কি অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণও ভোজন দক্ষিণা লওয়া হীনবৃত্তি মনে করেন। ক্রমে উহা সদ্গোপ সমাজ হইতে উঠিয়া যাইবে বলিয়া অনুমান হয়। যদিও এখনও পল্লীগ্রামে কিছু কিছু আছে, কোথাও বা ব্যক্তিগত মর্য্যাদা সমষ্টিগত হইয়াছে। কুলীন কুলীন বাড়ীতে মর্য্যাদা লইতেন না কিন্তু মৌলিক হইতে লইতেন; গ্রামীন বাড়ীতে আহারও করিতেন না কিন্তু মর্য্যাদাও লইতেন না। ইহাতে বুঝায় কুলীন মৌলিককে সমান বা স্বজাতীয় বলিয়া সকল সময়ে জ্ঞান করিতেন না। পরস্পর সহানুভুতির অভাব ইহাতে আনিয়া জাতীয় অবনতির একটী কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষণে মনোভাবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনেক কুলীন মৌলিককে স্বজাতীয়রূপে সমভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু গরিব চাষীর সহিত তার-তম্য করেন। বোধ হয় ইহা স্বাভাবিক। সৎ ব্রাহ্মণ ও কৃষক ব্রাহ্মণ

সহ বা সুপকার ব্রাহ্মণ (পাচক) সহ একাসনে বসেন না, এক হুঁকায়ও ধুমপান করেন না। এ অভিমান সহজে যাইবে না।

উপরিউক্ত নানা কারণে সদ্গোপ সমাজের উন্নতি বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ ও পুস্তক ৺দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় ও আরও কয়েকজন মনঃকষ্টে লিখিয়াছেন। সুখের বিষয় ইহার কারণ যাহা ঘোষ মহাশয়ের সাক্ষাতে ঘটিয়াছিল, তাহা যদিও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাহা প্রকাশ করা আমিও অনুপযুক্ত মনে করি। তাঁহার সংসারে উভয় কুল কুলীন কন্যা বধুরূপে গৃহ সুশোভিত করিয়াছিলেন। সেরূপ ঘটনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চন্দন নগরে সামাজিক আহারের সময় ঘটিয়াছিল। তাহার পর চন্দননগরের সগ্দোপ সভার আলোচনায় ও নেতৃত্বে ঐ মনোভাবের তীব্রতা তৎ অঞ্চলে কমিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিম কুল মৌলিক

সদ্‌গোপ মধ্যে মৌলিকের সংখ্যাই খুব বেশী। তন্মধ্যে অধিকাংশ, বিশেষতঃ অশিক্ষিত ও অর্থহীণগণ, চাষী এবং অনেকগুলি চাষ ব্যবসায়ী, অর্থাৎ কৃষাণ দ্বারা চাষের কার্য্য করান; তাঁহারা প্রায়ই কিছু অর্থ-শালী ও কিঞ্চিৎ (কম বেশী) শিক্ষিত। এক্ষণে মৌলিকের মধ্যে সুশিক্ষিতের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ৺ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার M. D., C. I. E., Mr. N. N. Ghosh M. A. B. L., late Dean of the Dacca Law College; Dr. K. Ghosh L. M. S., D. T. M., D. P. H. (London), Rai Bahadur Girish Ch. Choudhuri B.L., Sub-judge-late President, Sadgop Shava ইত্যাদি।

রাঢ় অঞ্চলে শিক্ষিত ও ধনী কুলীন ও মৌলিক সদ্গোপগণ ধান্যের বৃহৎ বৃহৎ গোলা বহুযত্ন করিয়া বহুকাল যাবৎ রক্ষা করিতেছেন। এবং পূর্ব্বেও করিতেন। এই রক্ষিত ধান্যের দ্বারা অজন্মা সময়ে নিজ পরিবার ও স্বজাতীয়গণ বিশেষ উপকৃত হইতেন, এবং এখনও হন। দুর্ভিক্ষ সময়ে এই সঞ্চিত ধান্য নিকটবর্ত্তী স্থানে অধিবাসীগণকে রক্ষা করিত এবং এখনও করে। এইরূপ সঞ্চয়কারীগণই দেশের মহাজন ছিলেন। এই কৃষী সদ্‌গোপগণই নানা পুরাতন পুস্তকে বৈশ্য চাষী বলিয়া পরিচিত। ইহারাই জাতক গ্রন্থে গৃহপতি, গহপতি, গহপ, এবং

বৈশ্য বলিয়া, ও পালরাজগণের শিলালিপিতে ও তাম্রলিপিতে কুটুম্বী বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত।

এই কৃষীজীবী বৈশ্যগণ রাঢ় খণ্ডেই অধিকাংশ বাস করিতেন এবং কালক্রমে তথায় কুলীনগণও বাস করেন। এই কৃষক সদ্গোপগণ কোন্ পুরাকালে পশ্চিম হইতে আগমন করেন তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, অনুমান হয় আদিশূরের পূর্ব্বে। (ক)

বর্দ্ধমানের কমিশনার Oldham সাহেবের উপরিউক্ত প্রত্নতত্ব আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়—যে বখতিয়ার খিল্‌জির জনৈক সেনাধ্যক্ষ সদ্গোপ রাজ্য ধ্বংস করেন। ৪০০ বর্ষের পুরাতন পুঁথি "দেশাবলী বিবৃতি" হইতে জানা যায় যে তিনি মহানাদের রাজার ও দ্বারবাসিনীর সদ্‌গোপ স্বাধীন দ্বারপাল রাজার রাজ্য হরণ করেন। ইহা প্রায় ৮০০ বা ৯০০ বৎসরের কথা। তাহা হইলে তৎপূর্ব্বেও ঐ সদ্‌গোপ স্বাধীন রাজ্য বর্ত্তমান ছিল, এবং তখনও সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ উভয়বিধ সদ্‌গোপ রাঢ়ে বর্ত্তমান ছিলেন। Oldham সাহেব ধরিয়া লইয়াছেন সদ্‌গোপ জাতি আদিতে আর্য্য; নবাগত নহে। কিন্তু অবশেষে পুনরায় বলিয়াছেন ইহারা বহুপরিমাণে আর্য্য সংশ্লিষ্ট, কিন্তু বহু পুরাতন বা আদিম নিবাসী নহে।

রাঢ়দেশে নবাগত সদ্‌গোপগণ যদি সৎধর্ম্ম অবলম্বী গুপ্ত বংশসংশ্লিষ্ট

(ক) এক্ষণে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যে লাহোর অঞ্চলে অনেক লোক আছেন যাঁহারা বলেন তাঁহারা শুদ্ধ বৈশ্য কোঙার বা কুমার এবং তাঁহাদের অনেক স্বজাতি বঙ্গে (পূর্ণিয়া, কলিকাতা, দিগর নানা স্থানে আছেন। ৺পুরাণ চাঁদ নাহার মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন রাজপুতনায় এমন কি ভারতবর্ষ ময় সদ্‌গোপ জাতি প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে তাহা পশ্চিমদেশীয় পুস্তকে ও পুঁথিতে পাওয়া যাইবে। ১। ইহার অনুসন্ধান ও গবেষণা আবশ্যক।

হন তাহা হইলে বলিতে হইবে তাঁহারা ২০০০ বর্ষের উর্দ্ধকাল পূর্ব্বেও বঙ্গে ছিলেন। সৎ+গুপ্ত হইতে চলিৎ ভাষায় কাল ক্রমে সৎগোপ বা সদ্‌গোপ শব্দ ব্যবহার হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। সত্ত্বগুণ শব্দ হইতে সৎ+গোপ হওয়া তত সম্ভব নয়। কোনও পুঁথিতে উক্ত উভয় শব্দের ব্যবহার নজরে পড়ে নাই। পুরাণে পাওয়া যায়—গুপ্ত রাজগণ বৈশ্য ছিলেন; তাঁহারা তাৎকালিক নাগবংশে বিবাহ করিতেন।

আদি পালরাজ গুপ্ত রাজবংশের দৌহিত্র বংশজ ছিলেন। শেষ পালরাজ রাঢ় হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ মগধে রাজত্ব করেন; এবং তথা হইতে উৎকল হইয়া দক্ষিণ কোশলে রাজত্ব স্থাপন করেন। ও নিলাচলে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের লাটমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। (ঙ) সেই সূত্রে মেদিনীপুর অঞ্চলে বহু সদ্‌গোপের আবির্ভাব হয়, এবং নারায়ণগড়ে পাল রাজবংশের শ্রীচন্দন উপাধি সহ আবির্ভাব দেখা যায় (চ) তৎকালে সাবরগণ উৎকলে ও নীলগিরিতে ছিল।

পাল রাজগণ সদ্‌গোপ কুলীন নন—কাজেই মৌলিক। ইহাঁদের বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তীকালে মেদিনীপুর অঞ্চলে কোতাইগড় ও তুর্কীগড়ের পালবংশের উত্থান পাওয়া যায়। এক্ষণে এই বংশের রায়

(ঙ) রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পাল সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

১। সমাদ্দারের ইন্দ্রদ্যুম্ন পালের ইতিহাস।

২। জার্নেল বেহার উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটী, ভলুম ৫ (V) পৃঃ ২৯৫,

৩। এসিয়াটিক সোসাইটী জার্ন্যাল, ভলুম III ‡ পৃঃ ১৩৪,

৪। Furgnson's History of Architecture, ভলুম II, পৃঃ ৫৯ (বা ৫৯২?)

৫। হান্‌টার্স উড়িষ্যা, ভলুম ১, পৃঃ ১৩২।

৬। স্কন্দপুরাণ—বিষ্ণুখণ্ড. অঃ ৮।

(চ) Epgraphica Indica, Vol. IV. তাহাতে সদ্‌গোপের আগমন বৃত্তান্ত নাই।

বাহাদুর রাধাগোবিন্দ পাল মহাশয় বর্ত্তমান। তাঁহাকে সাধারণতঃ লোকে তুর্কিরাজ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। অবশেষে নাড়াজোলে ঘোষ বংশ (মুসলমান হইতে খাঁন্ উপাধি প্রাপ্ত হন; তৎপরে ইংরাজ আমোলে রাজা খেতাবে ভূষিত হন।) চুয়াড় বিদ্রোহের সময় সৈন্য দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া চুয়াড় উপদ্রব নিঃশেষ করিতে সক্ষম হওয়ায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ রাজ হইতে প্রশংসাপত্র ও একটী হস্তি উপহার পান।

সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে নাড়াজোলের রাজাই বলিয়া থাকে। জেলা মধ্যে তাঁহার সম্মান খুববেশী ও প্রতাপও অতুলনীয়।

মেদিনীপুর জেলা মধ্যে আরও অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী কুলীন সমাজ ও মৌলিক সদ্‌গোপ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কোনও ইতিহাস বা বংশাবলী কেহ যত্ন করিয়া প্রেরণ করেন নাই। পরিচিত ২।৪ জনকে লিখিয়াও সংগ্রহ হয় নাই। হাওড়া জেলায় উল্লেখ যোগ্য কোন বিশিষ্ট সদ্গোপ বংশের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কথায় বলে—"একঃ সূর্য্যস্তমোহন্তি।" বিজ্ঞানবিৎ Science Association নির্ম্মাতা জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকার M.D. মহাশয়ের জন্মভূমি এক্ষণে হাওড়া জেলা মধ্যে—পূর্ব্বে হুগলি জেলা মধ্যে ছিল। তিনি কেবল স্বজাতি সদ্‌গোপের নাম উজ্জ্বল করেন নাই—সমগ্র বঙ্গবাসীকে কেন? সমগ্র ভারত-বাসীকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন ও সমগ্র ভারতের নাম পৃথিবীময় উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশাবলী পরে প্রকাশ করা যাইবে।

মেদিনীপুর জেলা মধ্যে আরও অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী মৌলিক সদ্‌গোপ আছেন, তাঁহাদের বংশের কোন ইতিহাস বা বংশাবলী চেষ্টা-

সত্ত্বেও পাওয়া যায় নাই। হুগলি জেলায় অনেকগুলি বিশিষ্ট মৌলিক বংশ আছেন যথা পোলবার পালবংশ, ভদ্রেশ্বরের সরকার বংশ, চন্দননগরের ঘোষবংশ, পিয়াসাড়ার সরকারবংশ, বাঁশবেড়ের ঘোষবংশ, (সিজা) দাদপুরের ঘোষ বংশ, ইত্যাদি।

"দেশাবলী বিবৃতিতে" পাওয়া যায় হরিপালে ও সপ্তগ্রামে এক পালবংশ অল্পকালের জন্য মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় খণ্ড ঘোষ ও মামুদপুরের ঘোষবংশ, সুরুলের সরকার বংশ, নন্দনপুরের, সুখজোড়ার, হদলনারায়ণপুরের ও অন্যান্য স্থানের বহু মৌলিকবংশ ছিল ও এখনও আছে। বনবিষ্ণুপুরের রাজত্ব কালে গ্রামাধ্যক্ষ ও ইজারাদার, বা কোষাধ্যক্ষ, বা গ্রামাধিপতি অথবা পাটওয়ারি থাকিয়া অনেক মৌলিক সদ্‌গোপ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদঞ্চলে নীলপুরের সদ্‌গোপ রাজা কালীদাস ঘোষ রাজা মহেন্দ্রের পূর্ব্বে বিখ্যাত ছিলেন। রাজা কালীদাসের নিজও জ্ঞাতিবর্গের বংশীয়গণ মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলায় বহু জায়গায় আছেন।

বাঁকুড়া জেলায় উপস্থিত মৌলিক ভুতনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ কোলে মহাশয়গণের বংশ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"ঘোষ পাল কলে পান।
সভা মধ্যে যার মান॥" (ক) (জয়দেব চরিত—জয়দেবের বিবাহ অধ্যায়)। এবং সে বংশ গণ্য মধ্যে ছিল অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত। কলে বংশের পূর্ব্বাবধি মান চলিয়া আসিতেছে।

(ক) "গোপ অবতংশ কত রাজ বংশ
কুমার করিল বাড়ী।
তিনকুল রাজ পুরে সুসমাজ
মহত্ব মর্য্যাদাবান।
ভূতনাথ কলে মহাশয় স্বগ্রামে ও জেলায় বহু কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় অন্যান্য অনেক মৌলিক বংশ আছে, তাঁহাদের নামধাম জ্ঞাত নহি। তথায় কতকগুলি মণ্ডল, ঘোষ, এবং ধর্ম্মঠাকুর সেবাইৎ কয়েকটী দেবাংশী বংশ বিশিষ্ট সদ্‌গোপ বংশ বলিয়া পরিচিত। বৈষ্ণব লেখকগণ যে শক্তি উপাসক ও সিদ্ধপুরুষ রাজা ইছাই ঘোষকে নানা কটূক্তিতে ও ব্যাঙ্গোক্তিতে ভূষিত করিয়াছেন, তিনিও সদ্‌গোপ বলিয়া মার্সম্যান সাহেবের বাঙ্গলার ইতিহাসে ১ম সংস্করণে উক্ত হইয়াছেন। (ক)

তাঁহার রাজধানি ছিল, ঢেকুর (ঢেক্করী), (পূর্ব্বনাম) ত্রিষষ্টির গড় অজয়ের তীরে। তিনি ধর্ম্মপালের আমোলে আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া

গণ্য গোপ যত করিল বসত
পাল ঘোষ কলে পান॥
* * * * *
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পল্লবাদি গোপ
সুবর্ণ বণিক কলু।
কেওট কৈবর্ত্ত স্বর্ণকার ধূর্ত্ত
ছুতার বাইতি জালু॥"—ধনরাম, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। ২য় সর্গ।
ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত।

তিনকুল রাজ—পিতৃ ও মাতৃ এবং শ্বশুর কুল। ইহা গোপভূমে কুলীন সদ্গোপের ছিল।

পাল ঘোষ কলে পান সকলেই মৌলিক সদ্‌গোপ। তাহাদের ঘনরাম গণ্য গোপ বলিয়াছেন। পল্লবগোপ তখনও ধর্ম্মকর্ম্ম লুপ্ত। পল্লবগোপকে নিকৃষ্ট সমাজস্থ হিন্দুর সঙ্গে ধরা হইরাছে। এক্ষণে তাঁহাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে ও অনেকে শিক্ষিত হইরাছেন।

ইছাই ঘোষের পিতার মান মর্য্যাদা সম্বন্ধে ঘনরাম বলিয়াছেন :—

* মহারাজ মর্য্যাদা বাড়ালো দিনে দিনে।
কোন যুক্তি কার্য্য নাহি সোমঘোষ বিনে॥৩৫
বিশ্বাসে গুবাক পান খান তার হাতে।

প্রচার করায় বিপন্ন হন। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও গুটিকতক বিশিষ্ট মৌলিক বংশ ছিলেন, এবং কতক এখনও আছেন। তাঁহাদের নাম ধাম সংগ্রহ হয় নাই। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত স্বজাতিবর্গ নিজ নিজ বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বংশমালা যতদূর পাওয়া যায় তাহা সত্বর দয়া করিয়া পাঠাইয়া দিবেন, ৩য় বা ৪র্থ খণ্ডে তাহা প্রকাশ হইতে পারিবে।

শিক্ষিত মৌলিকগণের আচার ব্যবহার পূজা অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্ম ও যজ্ঞ সমস্তই কুলীনের ন্যায় ও ব্রাহ্মণ সদৃশ। ইহাঁদের অভিমান বা মাৎসর্য্য বেশী নাই। অহঙ্কার করিবার ও কিছুই নাই। শিক্ষিত ও সদাচারী, এবং ব্রাহ্মণ ও স্বজাতীয় কুলীনে ভক্ত। অশিক্ষিত মৌলিককে শিক্ষিত ও উন্নত করা আবশ্যক। সে চেষ্টা সফল হইলেই স্বজাতীর প্রকৃত উন্নতি হইবে। কতকগুলি উচ্চ শিক্ষিত, কতকগুলি প্রচুর অর্থশালী, কতকগুলি উচ্চবৃত্তি বিশিষ্ট ও কতকগুলি ধর্ম্মজগতে নম্র ও জ্ঞানি হওয়া সাপেক্ষে বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সহজ নহে। সকল সময়ে মনকে উন্নত রাখাও আবশ্যক।

সম্মানে সতত গোপ থাকে সাথে॥ ৩৬
ঘোষেরে দোশালা দিল সরবন্ধ জোড়া। ৪৩

*   *   *   *

বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা। ৪৪
কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুলচাঁদ। ৩৬

বার ভূঁয়া মাঝে ত্রিষষ্টির গড়ে কর্ণসেন রায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে মহারাজা গোপকে সসম্মানে পাঠাইলেন। এ গোপ সদ্‌গোপ হওয়াই সম্ভব। ত্রিষষ্টীর গড়ের পরে নাম হয় অজয় ঢেকুর (৬৮)—২য় সর্গ ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। বর্ত্তমান উন্নতি ও উন্নত আচার ব্যবহার গো-গোপের তৎকালে ছিলনা।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমকুল ও পূর্ব্বকুল কুলীন বিভাগ

(ক) পশ্চিমকুল কুলীন: শিউর (শিহুর বা শিয়োর), ভাল্‌কী, ও কাঁকশা— এই ৩ ঘর।

(খ) পশ্চিমকুল অন্তর্গত সমাজ: উপরিউক্ত ৩ ঘর কুলীন, ও শুশনে, বেঁউচে, ওড়গেঁয়ে বা ওড়গ্রামী, খটঙ্গা, কিন্নরন্ধণে ও প্রতিহার ২ ঘর মোট এই ১০ ঘর লইয়া সমাজ—অর্থাৎ পশ্চিমকুল কুলীন সমাজ।

পশ্চিমকুলে প্রধান মৌলিক বংশ—বর্দ্ধমানের সাবেক রাজা কালীদাস ঘোষ ও পাল রাজার বংশ। উপস্থিত বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় রাজা অনুমান ৪৫০ বৎসর যাবৎ বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া প্রকাশ। কালী দাস ঘোষ তাহার পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজা ছিলেন। তিনি রাঢ়ের ধর্ম্ম পালের ও লাউসেনের সমসাময়ীক ও কুটুম্ব। রাজা লাউসেন রাজা কালী দাস ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)। ঐ ধর্ম্মপাল লাউসেনের মেসো হইতেন। ঐ ধর্ম্মপালের শালিকাকে লাউসেনের) পিতা ত্রিষষ্ঠীর গড়ের সামন্ত রাজা কর্ণ সেন রায় বিবাহ করিয়াছিলেন।(ক)

(ক) মাণিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল ও ঘনরামের শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল। প্রবাদ আছে কালীদাস ঘোষের আর এক কন্যাকে, সম্ভবত জেষ্ঠ কন্যাকে ভল্লুপদ রাজা বিবাহ করিয়াছিলেন।

শিউরের আদি বাসস্থান বীরভূম জেলায়—শিওর গড় বা শিহুড় গড়ে।

ভালকির আদি বাসস্থান বীরভূম জেলায় ভালকীর গড়ে।

কাঁকসার আদি বাসস্থান বর্দ্ধমান জেল্যয় কাঁকসার গড়ে।

এই তিনটী গড়ই বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার সন্ধি স্থলের নিকট এবং পরস্পর অদূরবর্ত্তী ; এবং তিনটীই দামোদর নদের পূর্ব্ব ও ভাগিরথী নদীর পশ্চিম।

১। **শুশুনে** বংশের আদিবাসস্থান শুশুনে গ্রামে বরাকর পাহাড়ের নিকট দামোদর নদের পূর্ব্ব ও ভাগিরথীর পশ্চিম পানাগড় রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলা মধ্যে।

২। **বৈঁইচে** বা বৈঁইচে বংশের আদি স্থান বঁইচে গ্রামে, বর্দ্ধমানের অনতিদূরে, দামোদরের পূর্ব্ব ও ভাগিরথীর পশ্চিম, শুশনে হইতে অল্প তফাত।

৩। **ওড়গোঁয়ে** বংশের আদি স্থান বোলপুর ষ্টেশনের নিকট, পরগণা গোপভূম মধ্যে, থানা আউসগ্রাম অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলা মধ্যে, দামোদর নদের পূর্ব্ব ও ভাগিরথী নদীর পশ্চিম। গ্রাম এখন নাই; কিন্তু ওড়গাঁয়ের বিস্তীর্ণ উচ্চ মাঠ এখনও পতিত অবস্থায় আছে, তথায় কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাল গাছ আছে। এই বংশের পূর্ব্ব বাস বর্দ্ধমান জেলা মধ্যে রায়না থানার অন্তর্গত।

৪। **খটঙ্গা** বংশের আদি স্থান খট্টাঙ্গ গ্রামে, বীরভূম জেলা মধ্যে; ভাগিরথীর পশ্চিম ; ভালকীর গড় হইতে ১৮ মাইল উত্তরে এবং শিউড়ীর নিকট।

৫। **কিন্নরভণে** বংশের আদি স্থান বীরভূম জেলায় লাক-

পুরের অন্তর্গত, কির্ণাহার গ্রামে। তাহা দামোদর নদের পূর্ব্ব ও ভাগিরথী নদীর পশ্চিম। ইহা খটঙ্গার পশ্চিম।

৬।৭। **প্রতিহার দুই ঘর**—একটী গো-গ্রামে; তাহা বায়ড়া পরগণার অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলা মধ্যে। ইহাঁদের আদি স্থান জানা নাই। সম্ভবতঃ ধুলেপুরে; তাহা হুগলি জেলার আরাম-বাগ সবডিভিসনের মধ্যে। কিন্তু একটী প্রধান স্থান রণজিৎ রায়ের বাসস্থান, মাধবপুরে। তাহা ভাগিরথী নদীর পশ্চিম এবং দামোদর নদেরও পশ্চিম। বায়ড়া পরগণাও দামোদরের পশ্চিম। অপরটী বায়ুগ্রামে, সম্ভবতঃ মেদিনীপুর জেলা মধ্যে। তাহা কোন স্থানে তাহা জানিতে পারি নাই।

পূর্ব্বকুল কুলীন বিভাগ—

পূর্ব্বকুল কুলীন ৩ ঘর: সুর, নিয়োগী ও বিশ্বাষ।

সুর মধ্যে ২টী বিভাগ, কিন্তু ৩টী ঘর (শাখা নহে) যথা—বিঘিটির সুর, আমনানের সুর, ও দিঘনসরের সুর—দিঘনসরের সুর ও বিঘিটির সুর এক বংশোদ্ভব। **দিঘনসর গ্রাম** হুগলির নিকটবর্ত্তী হুগলি জেলান্তর্গত গোঁসাইমালপাড়ার অনতিদূরে, হুগলি ষ্টেশন হইতে ২ ক্রোশ পশ্চিমে, ভাগিরথী নদীর পশ্চিম পারে ও দামোদর নদের পূর্ব্ব।

বিঘিটি গ্রাম বৈদ্যবাটী রেল ষ্টেশনের নিকট, হুগলি জেলা মধ্যে, ভাগিরথী নদীর পশ্চিম ও দামোদরের পূর্ব্বে স্থিত।

আমনান গ্রাম হুগলি রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে, হুগলি জেলা মধ্যে, ভাগিরথী নদীর পশ্চিম পারে এবং দামোদর নদের পূর্ব্বে।

পূর্ব্বকুল কুলীন নিয়োগী বা নেউগী ২ ঘর—দাধার ও আমেষ্টীর।

উভয় স্থানই হুগলি জেলার অন্তর্গত, ভাগিরথী নদীর পশ্চিম পারে ও দামোদর নদের পূর্ব্ব পারে।

পূর্ব্বকুল কুলীন **বিশ্বাস** ২ ঘর, বাগনানের ও মেলকীর। দুই গ্রামই হুগলি জেলা মধ্যে, ভাগিরথী নদীর পশ্চিম পারে ও দামোদর নদের পূর্ব্ব পারে। পূর্ব্বকুল এক ঘর মৌলিক বিশ্বাস আছেন তাঁহাদের গোত্র আলিমান; তাঁহাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল জানিতে পারি নাই।

আর একটী বংশ আছে তাহা দেবীপুরের রেণেটীর পদকর্ত্তা ও যোগসিদ্ধ দেবীবর বিশ্বাস বংশ। তাহার বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বকুল **সমাজ,** কোন মতে আদিতে ১টী ছিল—তাহা পোলবায় ও তাহা পাল বংশ। এ বংশ এখন নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পোলবা হুগলি জেলা মধ্যে, হুগলি রেল ষ্টেশন হইতে ২।৩ ক্রোশ পশ্চিমে, ভাগিরথী নদীরও পশ্চিম, এবং দামোদর নদের পূর্ব্ব।

পূর্ব্বকুল সমাজ সম্বন্ধে ২টী মত বা অনুমান আছে। এক মতে ইহা আমেষ্টষ্টি, ভাণ্ডারহাটী, খেতকী (বা খেটকী), পোলবা, জয়নগর, গুড়োপ, ও বটদাইকা গ্রামে।

আর এক মতে সেঁাপুর, বিঘিটী, আনপুর, দাধা, বাঘাণ্ডা ও মেদিনীপুরে—এই ৬ স্থানে। এই মতে আর ৮ ঘর বিশিষ্ট মৌলিক আছে; যথা—পূর্ব্বোক্ত ৭ ঘর ও বাকুণ্ডী। ইহার মধ্যে ভাণ্ডারহাটী, পোলবা, জয়নগর, গুড়োপ, শোপুর, বিঘিটী, দাধা, বাঘাণ্ডা ও বাকুণ্ডী হুগলি জেলা মধ্যে ও দামোদর নদের পূর্ব্ব এবং ভাগিরথী নদীর পশ্চিম। অপরগুলির সন্ধান পাই নাই। মেদিনীপুরে দামোদর ও ভাগিরথীর উভয়ের পশ্চিম।

সংগৃহীত উক্ত উপকরণ হইতে দেখা যায় যে সদ্গোপগণের আদি বাসস্থান বা প্রধান স্থানগুলি, সমস্তই, ভাগিরথী নদীর পশ্চিম

পারে, এবং প্রায় সমস্তই দামোদর নদির পূর্ব্ব পারে। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় যে উক্ত কোন নদীর দ্বারা সদ্‌গোপ জাতির কুলীন কুল বিভাগ হওয়া সম্ভব নহে। কুলীন লইয়াই কুল বিভাগ; মৌলিক লইয়া কুল বিভাগ হয় নাই। বরঞ্চ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও মাদ্রাসে কশৌন্ধন বৈশ্য মধ্যে যে রূপ পশ্চিম (ক) ও পূর্ব্বকুল বিভাগ আছে, রাঢ়দেশীয় এই সদ্‌গোপ বৈশ্যগণ মধ্যেও তদ্রূপ কুল বিভাগ দেখা যায়। ক্ষত্রিয় বা শূদ্র মধ্যে কোনস্থানে বা ঐ সকল পুস্তকে তদ্রূপ নাম প্রাপ্ত কুল বিভাগ নাই। কেহ কেহ বলেন উত্তর পশ্চিম হইতে উক্ত বৈশ্যগণ কতক মান্দ্রাসে গিয়াছেন। তাঁহাদের আসাও অসম্ভব নহে।

ইহাদ্বারা বর্দ্ধমানের কমিশনার Old ham সাহেবের উক্তি সমর্থিত হইতেছে যে আর্য্যগণের বঙ্গে আগমনের পথ ধরিয়া, অর্থাৎ গঙ্গানদের অধিত্যকা অবলম্বন করিয়া অসিয়া সদ্‌গোপেরা দামোদর ও ভাগিরথীর মধ্যবর্ত্তী উর্ব্বরা উচ্চ ভূমিতে বাস করেন, চাষাবাদ করেন, ও পরে তথায় গোপভূম পরগণা সৃষ্টি করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ঐ উচ্চভূমির পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রশস্ত নিম্ন জলাভূমি এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন হইত। (খ) Oldham সাহেবের উক্তি পশ্চিম কুল কুলীন সম্বন্ধেই খাটে, পূর্ব্বকুল সম্বন্ধে প্রযুজ্য হয় না। গোপভূম পরগণায় পূর্ব্বকুল কুলীনগণের কোন আদি বাসস্থান নাই সম্ভবতঃ উভয় কুলীনগণ এক সঙ্গে আসেন নাই বা রাজ্য স্থাপন করেন নাই।

(ক) Sherrings Castes in N. W. P. এবং বম্বেতে মুদ্রিত ভাস্কর গ্রন্থ।

(খ) Oldhams Historical and Ethnical Aspect of the Burdwan District.

৪র্থ অধ্যায়

পশ্চিম কুল কুলীন সদ্গোপ

ভাল্‌কো, শিউরে ও কাঁকসা—এই তিন ঘর পশ্চিমকুল কুলীন সদ্গোপ। ইহাঁদের সহিত সংশ্লিষ্ট সদ্‌গোপ মৌলিকগণ ও পশ্চিমকুল সদ্গোপ। এই তিন ঘর কুলীন ও ৫ ঘর বিশিষ্ট মৌলিক সদ্‌গোপ লইয়া পশ্চিমকুল কুলীন সমাজ। রাজা মহেন্দ্র ৫ ঘর বিশিষ্ট মৌলিককে, আদান প্রদানের সুবিধার জন্য, উচ্চস্তরে উঠাইয়া লন ও তাহাদের সাধারণ নাম দেন সমাজ। ২ ঘর প্রতিহার পরে ঐ সমাজ অন্তর্গত হইয়া যায়। এক্ষণে উক্ত ১০ ঘর সমাজ সকলেই আপনাদিগকে কুলীন বলেন, ও সকলেই পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত ক্ষত্রিয় বর্ণ দাবি করেন।

প্রাচীনকালে মৌলিক বাড়ী বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যকালে প্রথমোক্ত ৩ প্রধান কুলীন ঘর মধ্যে কেহ নিমন্ত্রিত হইয়া আহার (অন্নাহার) করিলে মৌলিক গৃহস্থের নিকট হইতে সম্মানসূচক মর্য্যাদা নাম ধেয় কিছু অর্থ পাইতেন। রাঢ় অঞ্চলে উক্ত ৩ ঘর কুলীন যাহা পাইতেন, "সমাজ" ঘর তাহার অর্দ্ধেক পাইতেন। কোন কোন স্থলে মোট মর্য্যাদার টাকা ৭৷৷০ অংশ করা হইত; তাহার এক এক অংশ করিয়া ৩ ঘর শ্রেষ্ঠ কুলীন পাইতেন; ও বাকী ৪৷৷০ অংশ অবশিষ্ট ৭ ঘর সমাজ পাইতেন। ২ ঘর প্রতিহারকে মোট ১ ঘর ধরিয়া এক অংশ দেওয়া হইত। বাকী ৫ ঘর সমাজ ৩৷৷০ অংশ পাইতেন, তন্মধ্যে কিন্নরুণে বংশকে কিছু বেশী অংশ দেওয়া হইত। (গ) সমাজ পৃথকভাবে কোন মর্য্যাদার অর্থ

(গ) মৎকর্তৃক বিভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত সদ্গোপ জাতির পুরাতন তত্ত্ব

পাইতেন না। কিন্তু স্থলবিশেষে এখনও তাঁহারা মর্য্যাদা দাবি করেন। শিক্ষিত সমাজ হইতে এ প্রথা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। কলিকাতার সদ্গোপ সমাজ হইতে এ প্রথা তিরোহিত হইয়াছে।

রাঢ়ে এই প্রথা ছিল তাহা তদঞ্চলের জনৈক প্রবীণ কুলীনের নিকট শুনিয়াছি। এবং জাতীয় পত্রিকায়ও পড়িয়াছি।

ঐতিহাসিক ৺ত্রৈলক্য নাথ পাল মহাশয় ১৩৩৫ সালে সদ্গোপ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে তিনি অমরারগড়ের রায় বংশের জনৈক বংশধর পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় হইতে শুনিয়াছেন যে রাজা মহেন্দ্র এক রাত্রিতে নিদ্রাকালে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া খেজুড্ডীর যে উগ্রক্ষত্রিয় বাড়ীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন সে বাড়ী হইতে পাকে প্রকারে শ্রীশ্রী৺শিবাখ্যা-দেবীকে আনয়ন করিয়া নিজ নবনির্ম্মিত অমরারগড়ের দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। (খ) তদবধি শ্রীশ্রী৺শিবাখ্যাদেবী ভাল্‌কী রাজবংশের কুলদেবতা বলিয়া খ্যাত, ও আজ প্রায় ৮০০ বৎসর যাবৎ অধিষ্ঠিত। এইরূপ স্বপ্নাদেশ যে অসম্ভব নহে তাহা বুঝা যায়, কলিকাতা বাঘবাজারের শ্রীশ্রী৺মদনমোহন ঠাকুরের মিত্রবাড়ী আগমন উপাখ্যান পাঠ করিলে, ও রাজা ৺ইছাই ঘোষেরকুলদেবতা শ্রীশ্রী৺শ্যামার বীরভূমের ত্রিষষ্ঠীর গড়ে আনয়ন বৃত্তান্ত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে পাঠ করিলে। এইরূপ অপরাপর কয়েকটী ঘটনাও পাঠ করা গিয়াছে। (ঘ)

ঐতিহাসিক ৺ত্রৈলক্য নাথ পাল মহাশয় ১৩৩৫ সালে সদ্গোপ পত্রিকায় উক্ত সমাজ ৫ ঘরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কুলীন বলিয়াছেন। রাঢ়ের প্রাচীন কুলীন মহাশয়গণ তাহা স্বীকার করেন না।

সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে ও যাহা আমি বঙ্গীয় সদ্গোপ সভাকে রক্ষার জন্য দিয়াছিলাম, তাহা যদি উক্ত সভা যত্ন ও শ্রদ্ধা করিয়া রাখিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে রাঢ়ে এই মর্য্যাদার বিবরণ পাইবেন।

(খ) দেবতা সম্বন্ধে এ প্রথাকে তৎকালে চুরী বা ডাকাতি বলিত না।

পশ্চিমকুল কুলীনের উপাধি সিংহ, সিংহরায়, কোঙর, রায়-চৌধুরী ও রায়। এই ৩ ঘর কুলীন রাজবংশ বলিয়া বংশের জেষ্ঠ পুত্র রাজা হইতেন এবং তিনি সিংহ বা সিংহরায় উপাধি গ্রহণ করিতেন। ক্রমে রাজত্ব বা স্বাধিনতার হ্রস্ততা হইলে ভালকীর গড়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারকালে উপনীত হইতেন, রাজটিকা লইতেন ও রাজ-গদীতে বসিতেন; এবং বিবাহকালে জাঁতির পরিবর্ত্তে ছোরা ধারণ করিতেন, কোমরবন্ধ ব্যবহার করিতেন এবং অশ্বারোহণে বিবাহ যাত্রা করিতেন। রাজত্ব যাইলে জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহ বা সিংহরায় উপাধি বংশানু-ক্রমে ধারণ করিয়া আসিতেছেন। অপর পুত্রেরা কোঙর উপাধি ধারণ করিতেন। তাঁহাদের বংশে সেই কোঙর পদবীই রহিয়া গিয়াছে। ছোট রাণীর পক্ষের পুত্রেরা রায় বা রায়চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়াছেন। যথা—হুগলি জেলার গুড়বাড়ীর রায়চৌধুরী বংশ। এই বংশের ৺রতনমনী রায়চৌধুরী হুগলি কোর্টের মুনসেফ কোর্ট উকিল ছিলেন। ৺কাঙ্গালী চরণ রায় চৌধুরী দাঁতনের উকিল ছিলেন।

কোন কোন মতে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহ, মধ্যম কোঙর ও অবশিষ্ট পুত্রেরা রায় পদবী ধারণ করিতেন। পশ্চিম প্রদেশে ক্ষত্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র "সিংহ" অবশিষ্ট পুত্রগণ "বাবু" উপাধি পাইয়া থাকেন, কেহ কেহ কোয়ার পদবীও পাইয়া থাকেন।

পুর্নিয়া জেলার খানাবাড়ীর সিংহ বংশ সম্বন্ধে পূর্ণিয়ার ইতিহাসে অনুরূপ লেখা আছে। তাহা পরে পালরাজ বংশ বিবরণ পাঠ কালে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সমাজ ঘরের পদবী হাজরা বা রায়, এবং প্রতিহারের পদবী রায় প্রচলিত আছে। মৌলিক সদ্‌গোপগণের এ সকল উপাধি ছিল না ও নাই।

হুগলি জেলার অন্তর্গত বৃহৎদ্বারবাসিনী গ্রামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি ও কাল পাথর উদ্ধার হয়, তন্মধ্যে একটী মূর্ত্তি পৈতা সংযুক্ত দ্বিহস্তযুক্ত, সেটীকে সকলেই রাজা দ্বারপালের প্রতিমূর্ত্তী বলেন এবং তদবধি আজ প্রায় ৬০।৭০ বৎসর যাবৎ সে মূর্ত্তিকে কেহ কেহ অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে। দ্বার-বাসিনীতে একটী সদ্গোপ রাজত্ব ছিল, বখতিয়ার খিল্‌জির পরবর্ত্তী জনৈক মুসলমান সেনাপতি আক্রমণ করিয়া রাজাকে পরাস্ত করিলে তিনি স্বপরিবারে অগ্নি প্রবেশ করেন। ঐ প্রস্তরমূর্ত্তি ঐ গ্রামের একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে রক্ষিত আছে। *

নারায়ণ গড়ের শেষ পাল রাজা পৃথ্বীবল্লভকে কেহ কেহ কলিকাতায় খিদিরপুরের ঘাটে গঙ্গাস্নানের সময় উপনয়নধারী দেখিয়াছেন। তিনি গঙ্গাস্নানের জন্য মধ্যে মধ্যে আসিয়া খিদিরপুরে থাকিতেন। বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে।

৩০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে আছে যথা—

গোয়ালা-ভূমের ভূপ সাজিল সজ্জন-গোপ,
কুঙর কুলীন রাজ বংশ।
ঘোষ পাল কলে পান সভা মাঝে যার মান
গোয়ালা কুলের অবতংশ॥ ২১ সর্গ, পৃঃ ২২৫।

এই অধ্যায়ে পল্লব গোপের পৃথক উল্লেখ আছে। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে ঘনরাম চণ্ডালের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পক্ষে গোপ ও গোয়ালা এবং সদ্‌গোপের সমান আদর। গোয়লার

* স্থানীয় প্রবাদ দ্বারবাসিনীতে যে সদ্গোপ বাস করিবেন, তিনিই তথায় রাজা হইবেন। এজন্য ঐ গ্রামের জমিদার বহুকাল যাবৎ কোন সদ্গোপকে তথায় প্রজা হইয়া বাস করিবার জন্য জমি দেন নাই। (এ কথা দ্বারবাসিনীর ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার মহাশয় শুনিয়া নিজে প্রতিমূর্ত্তি ও স্থান দেখিয়া আসিয়াছেন ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।)

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডালের ব্রাহ্মণ অধিকতর অচল ও অস্পৃশ্য। সদ্‌গোপের পুরোহিত উচ্চ শ্রেনীয় ব্রাহ্মণ। রাজা গোপীনাথ নিয়োগীকে মুকুন্দ-রামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সজ্জন গোপ বলিয়া উল্লেখ আছে এবং পুরাতণ অভিধানেও কোষে সজ্জন মানে লেখা আছে বৈশ্য সাধুব্যক্তি-সৎকুল-জাত ও কুলীন। এই সজ্জনগোপ অর্থাৎ বৈশ্য গোপকে ঘনরাম কবিতার ছন্দের অনুরোধে গোয়ালা বলিয়াছেন। শক্তিসিদ্ধ ইছাইয়ের পিতা সোম ঘোষকে গালি দিয়া গোয়ালা বলিয়াছেন ও "বাজারে বেচিত সে ওল আলু এঁটা" লিখিয়াছেন (পৃঃ ১৮৬।) দধি দুগ্ধবেচিত বলেন নাই—। (৬) গোয়ালা গোপ অর্থাৎ পল্লব-গোপকে, যাহারা দধিদুগ্ধ বিক্রয় করে, তাহাদিগকে অল্প পরেই তিনি পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে সজ্জন গোপকে পুনরায় গোয়ালা কুলের অবতংশ বলিয়াছেন এবং এই সজ্জন গোপ হয় "সভা মধ্যে যার মান" ; ইহাতে বুঝায় যে তিনি গোয়ালা বলিয়া গোয়ালাগোপের সহিত সমান করিতে চাহেন নাই। সভামধ্যে সজ্জনগোপের মান আছে। গোয়ালার মান ব্রাহ্মণের বিবাহ সভায়আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই মান প্রাপ্ত গোপ অবতংশ সহ গোয়ালার তুলনা হয় না এস্থলে পদ্যে গোয়ালা না লিখিয়া গোপ লিখিলে উভয় স্থলে ছন্দ ভঙ্গ হইত ও একটি করিয়া অক্ষর কম পড়িত। সে জন্য বিনা উদ্দেশ্যে ঘনরাম গোয়ালা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। গোপভূম পরগণার নাম গোয়ালা ভূম বলিয়া ঘনরাম ছাড়া আর কোন পুরাতন লেখক লেখেন নাই। বহু পূর্ব্বের গভর্ণমেণ্টের সরকারী পুস্তকে ও কাগজে গোপভূম শব্দ লেখা আছে—গোয়ালাভূম লেখা নাই। ওল্ডহাম সাহেবও গোপভূম পরগণা লিখিয়াছেন।

তৎপূর্ব্বে লিখিত ব্রাহ্মণ মাণিকগাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ১৮১ অধ্যায়ে ময়না-

(৬) এ সকল দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা কৃষক বা চাষীকেই বুঝায়। গোয়ালাকে বুঝায় না।

গড়ের রাজাকে বলিয়াছেন ; "রাজা লাউসেন কোঙার" ; ইনিও পরে সামন্ত রাজা হন। তাঁহার পিতা অজয় নদিতীরস্থ তৃষষ্ঠীর গড়ের রাজা "কনক সেন রায়" এবং তাঁহার পুত্রের নাম লেখা আছে "চিত্র সেন রায়"। লাউসেন, রাজা কনক সেন রায়ের ৫ম পুত্র ছিলেন, (২য় পক্ষের ১ম পুত্র) সে জন্য "কোঙার"পদবী পান। "কোঙার" শব্দ যদি কুমার শব্দের অবস্থান্তর হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ পুত্র বা রাজ পুত্র ; কিন্তু তিনি রাজা লাউসেন ; যে ব্যক্তি রাজা, সে ব্যক্তিকে কখন পুনরায় রাজকুমার, একই সময়ে বলা যাইতে পারে না। কাজেই এখানে রাজাকে কোঙার বলায় বুঝিতে হইবে "কোঙার" তাঁহার পদবী। বঙ্গে সদ্গোপ ছাড়া আর কোন জাতির পদবী কোঙার নাই। কোঙার শব্দ পূর্ব্বে ইংরাজীতে লেখা হইত Konr এখন লেখা হয় Kumar. ইহা অবনতি সূচক—উন্নতি সূচক নহে। অন্য জাতীর ও Kumar, পদবী আছে। পূর্ব্বে কোন পুঁথিতে বা পুস্তকে কোঙার পরিবর্ত্তে কুমার শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পুরাতন সেনসাস রিপোর্টে আছে Konr.

খৃঃ ১৯শতাব্দীর প্রথম ভাগে কর্ণগড় "সিংহ" রাজবংশের সহিত নাড়াজোলের রাজা তাৎকালীক খাঁ মহাশয়ের যে মকদ্দমা হয় তাহাতে বিলাত আপীলের রায়ে ৩।১২।১৮৪৭ তারিখে ঐ সিংহবংশকে "সদ্গোপ ব্রাহ্মণ" এবং সিংহ বংশের কন্দর্প সিংহের বিধবা (মেদিনীপুর জমিদারী বা রাজ্যের অধিপতি) বাদিনীকে "রানী শ্রীমতী দেব্যা" বলা হইয়াছে (4 Moore's Indian Appeals P. 292)। * দ্বিজ না হইলে (তিনি সদ্গোপ ছিলেন) তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ বলা সম্ভব

* খৃঃ ১৮৩৯ সালের সদর দেওয়ানি আদালতের খানাবাড়ীর ডিক্রীতে বাদিগণের মধ্যে স্ত্রীলোকের নাম লেখা আছে মুসমৎ ইন্দ্রানী দেবী। বাদিগণ সিংহ বংশ। পূর্ব্বে পাল ছিলেন।

নহে। যুক্ত শব্দ "সদ্গোপ-ব্রাহ্মণ" বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা সদ্গোপ। যেমন—বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা সদ্গোপ তাঁহারা সদ্গোপ-বৈশ্য; চাষী-কৈবর্ত্ত, অর্থাৎ কৈবর্ত্তের মধ্যে যাহারা চাষ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; অথবা আচার্য্য-ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা গ্রহাচার্য্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

সেন্‌সাস্ রিপোর্টে রিজলে সাহেব লিখিয়াছেন গোপভূম, অর্থাৎ বীরভূম ইত্যাদি স্থানে, পশ্চিমকুল কুলীন সদ্‌গোপ আপনাদিগকে বলিতেন কোঙর গোপ "(Konr-Gop)" এবং মালদহ জেলান্তর্গত নাধাইয়ের ৺শশীভূষণ চৌধুরী মহাশয়ের পিতা ৺কেদার নাথ চৌধুরী মহাশয়ও ঐরূপ পরিচয় দিতেন বলিয়া শুনিয়াছি। মালদহের কালেকটারির ও তৎ-কালীক সেন্‌সাস্ ও অন্যান্য সরকারী রিপোর্টে ও ৺কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রাপ্ত বা প্রদত্ত রেজিষ্টারি করা দলিলে পাওয়া যাইতে পারে। বনমালী দাস কৃত ৩০০ বৎসরের পুরাতন পুস্তক (উহা মুদ্রিত হইয়াছে) জয়দেব চরিতে আছে জয়দেবের বিবাহ সভায় বসিলেন "গোপ অবতংশ যত রাজবংশ" ইত্যাদি। ইহাতে গোপ রাজবংশের অবতংশ অর্থাৎ গোপ-কোঙর বা গোপ-কুমার অর্থাৎ কোঙর-গোপ; সভামধ্যে ইহাঁদের যথেষ্ট আদর ছিল। পশ্চিমকুল কুলীনগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করেন।

শুনা যায় উক্ত ৩ ঘর পশ্চিমকুল কুলীনের (প্রত্যেকটির) এক একটি করিয়া খোঁচ ছিল যথা:—

শিওর খোঁচ অলব্‌ধুত
ভালকী খোঁচ দিঘনগর } (ক)
কাঁকসা খোঁচ দামোদর

(ক) এই বিবরণ জনৈক পেনশান ভোগী ৬০ বৎসর বয়স্ক কোঙর কুলীন মহাশয় হইতে প্রায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমার পিতৃদেব ৺অঘোর নাথ ঘোষ মহাশয় জাহানাবাদ

এই খোঁচ কি, তাহা এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন না। সম্ভবতঃ ছোট রাণীর তরফকে খোঁচ বলিত। জেলা হুগলির গুড়বাড়ীর রায় চৌধুরী বংশ এইরূপ একটি খোঁচ বংশ বলিয়া শোনা গিয়াছে। সম্ভবতঃ পৃথক হইয়া যে স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন, সেই গ্রামের নামে খোঁচের নাম হইয়াছিল। দীঘনগরের কোঙর বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এখন পূর্ব্ব গৌরব নাই। বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ওল্ডহ্যাম সাহেব বর্দ্ধমানের বিবরণে বলিয়াছেন দামোদর গ্রামে গড়ের একটি শাখা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি খোঁচের কথা বলেন নাই।

(এক্ষণে আরামবাগ) অঞ্চলে প্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই লিপি এখনও আমার নিকট জীর্ণাবস্থায় আছে।

বর্দ্ধমানের কালেকটার Oldham সাহেব ২২।৩।১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লিখিত "Historical Aspect of the Burdwan District" নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : "By the universally current tradition of the tract (pargana Gophhum), it was the seat of a Sadgop dynasty, some traces of which are still extant. The only Raja of the race whose name survives was Mahendra Nath. His seat was Amragarh and the long lines of fortifications which enclosed his walled town are still visible * * * * * * ." He added that pargana Azmatshahi was "formed by the Moghuls, and the prevelance of the Aguris in it points to its having formed part of the Kingdom of Gopbhum * * * * * * . The recent formation of the Aguri caste indicates that the Sadgop Kingdom of Gopbhum existed, in however curtailed a state till almost modern times * * * * * * . In far earlier times the Sadgop realm had been * * * * encroached upon. Its South-Western extremity, now pargana Salimpur was held by two Sadgop Kinglings * * * * * one at Bharatpur on the Damodar and the other at Rankeswar (now known as Kanksha). The latter was attacked and overthrown, and his lands taken by Bakhtear's partizan named Saiyad Bokhari, whose descendants, Saiyads, still hold the

কিম্বদন্তী রাজা মহেন্দ্র নিজে সদ্গোপ ছিলেন; তিনি সদ্গোপ রাজা কালীদাস ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। কালীদাস ঘোষেরও জ্ঞাতি বর্গ বর্দ্ধমান সহরের নিকট দক্ষিণ পশ্চিমে নীলপুরে বাস করিতেন; ইহা মেদিনীপুর ইতিহাস ও শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পাঠে জানা যায়। নীলপুরে বর্দ্ধমানের বাঁকা নদীর খালের উপর পুল হইতে দক্ষিণে কতকগুলি পুরাতন বড় বড়

Kanksha lands." Memoir of Sayyid Mahammadul Sayaid Jelaluddin Bokkhari is given in Ferista. His son Jalal was born in 1307 A. D. From this date it may fairly be presumed that Kanksha was lost to the Sadgop Raj nearly 650 years ago.

ইহা দ্বারা দেখা যায় ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে কাকসা সদ্গোপ রাজ মুসলমান কর্তৃক রাজ্য ভ্রষ্টহন।

তিনি আরও বলিয়াছেন :—"Taking the Sadgops so far as they were pure Aryans, it is evident that they reached the Burdwan district by the Aryan highway of the Ganges, and passed westwards from its shores up to their pasture in Gopbhum and to the Kingdom which they formed there. The position of this caste in Nadia, Hughli and Midnapur—is evidence of this"—অর্থাৎ এই তিনটী স্থান গোপভূম পরগণার বাহিরে সদ্গোপ প্রধান স্থান। অধিকন্তু বলিয়াছেন :—

"The conjecture that the Sadgops have sprung from Brahmans, and the earlier Goalas [ancient Gops] would account for every peculiarity to be noticed among them—**their Aryan blood,** and **their high social position,** their position in Gopbhum as a dynasty, and their name."

মোট কথা—সদ্‌গোপগণ আর্য্য পশ্চিমদেশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ক্রমে বঙ্গদেশ মধ্যে গোপভূমে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। লোকের ধারণা গোপগণ ব্রাহ্মণ বংশ হইতে এবং প্রাচীন কালীন গোপবংশ হইতে উৎপন্ন; সে জন্য তাহাদের মধ্যে অনেক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের আর্য্য রক্ত, অর্থাৎ বীজ, গোপভূমে তাহাদের আধিপত্য এবং তাঁহাদের উচ্চ সামাজিক আসন (স্থান) ই তাহার লক্ষণ। (আসাম প্রাপ্ত শিলালিপিতে ও আরও কয়েকটি বঙ্গের ও উত্তর পশ্চিমের শিলালিপিতে ব্রাহ্মণের ঘোষ পদবী পাওয়া যায়।)

•বাড়ী দেখা যায়; কেহ কেহ বলেন তাহা সাবেক রাজবাড়ী। তাহা গর-মেরামৎ ও কতক ভগ্নাবস্থায় আছে। সম্ভবতঃ তাহা রাজা ৺কালী দাস ঘোষের রাজবাড়ী নহে। তাহারও দক্ষিণে যে ধ্বংশাবশেষ ভগ্ন বাড়ীর স্তুপ আছে তাহাই কালীদাস ঘোষের রাজ বাড়ীর চিহ্ন হইতে পারে। তাহা খনন করিয়া দেখা আবশ্যক।

বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় রাজবংশ প্রায় ৫০০ বৎসরের। কালীদাস ঘোষ রাজা ছিলেন বহু পূর্ব্বে। কালীদাস ঘোষের সম্পূর্ণ বংশমালা পাওয়া যায় না; কিন্তু রাজা কালীদাস ঘোষের ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের বংশধরেরা মেদিনীপুর হাওড়া, হুগলি ও বর্দ্ধমানের নানা স্থানে এখন বাস করিতেছেন; তাঁহারা নীলপুরের ঘোষ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের খণ্ড বংশাবলী কতক কতক পাওয়া গিয়াছে।

রাজা মহেন্দ্র কয়েকটি সদ্গোপ বৈশ্য ঘরকে অপেক্ষাকৃত সামাজিক উচ্চ স্থান প্রদান করিয়া তাঁহাদের সমষ্টীর নাম দেন "সমাজ" এবং তদ্বারা বিবাহাদি কার্য্যে আদান প্রদানের সুবিধা করিয়া লন। সমাজ সম্বন্ধে পরে গবেষণা করা যাইবে। সমাজ সহ সম্পর্কীত মৌলিকগণকে "সন্মৌলিক" (সৎ + মৌলিক) বলে।

সদ্গোপ মধ্যে দৌহিত্রের আদর খুব বেশী। ১৩২০ সালে সদ্‌গোপ কুলীন সংহীতায় ৩য় পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত মোক্ষদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি সাহেবগঞ্জ থানার সামিল এওয়াড়া গ্রামে জামাতা বড় কুলীন বলিয়া দাবি করিয়া সর্ব্বাগ্রে অন্নদাবী করেন, তাহাতে তাঁহার শ্বশুরের সহিত বিবাদের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। স্মৃতি শাস্ত্রে (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাদি এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ২৮—তত্ত্বেও দ্রষ্টব্য) আছে শ্রাদ্ধে মাতুল ও দৌহিত্রকে অবশ্য নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান আবশ্যক। এজন্য মৌলিক সদ্‌গোপ উন্নত হইলে কুলীন

সদ্গোপ সহ যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য চেষ্টাবান, ওকুলীন মৌলিককে কন্যাদান করিতে অনিচ্ছুক, কারণ তাহা হইলে দৌহিত্রকে আপন অপেক্ষা উচ্চ স্থানে বসাইতে হইবে।

কথিত কুলীন ৩ ঘরকে তিনটি শাখা বলা ভুল। কারণ ৩টি বংশই পরস্পর পৃথক। তিনটিরই গোত্র কাশ্যপ; তাহা বলিয়া এক বংশজ নহে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ব্রাহ্মণই গোত্র প্রবর্ত্তক; কাযেই ব্রাহ্মণের এক গোত্র হইলে এক বংশজ বুঝায়। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গোত্র তাঁহাদের পুরোহিতের গোত্রানু-যাই। পুরোহিত একজন ছিলেন না এবং সকল পুরেহিতেরও এক গে'ত্র ছিল না এবং যজমানও এক বংশজ ছিলেন না। কাযেই এক গোত্র বিশিষ্ট সকলেই কিন্তু এক বংশজ নয়। বিশেষতঃ দেখা যায় যে এক কশ্যপ নামীয় ৭ জন গোত্র প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ (ঋষি) ছিলেন। (ক) তাঁহাদের যজমান ও অনেক; ইহা ছাড়া মৌলিকেরও কা;শ্যপ গোত্র আছে। কুলীন কাশ্যপ এবং মৌলিক কাশ্যপ কখন এক বংশজ হইতে পারে না। পশ্চিমকুল কুলীন, মৌলিক হইতে উৎপন্ন নহে,—আদিতে এক বংশজও নহে। স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে স্বগোত্র বিবাহ একে-বারে নিষেধ নাই। পুরুষ পক্ষে ৭ পুরুষ (জন্ম) পর্য্যন্ত ও স্ত্রীলোক পক্ষে ৫ পুরুষ পর্য্যন্ত নিষেধ। তদূর্দ্ধে বিবাহ প্রশস্ত (কন্তু মত ভেদ আছে ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার বিভিন্নতা আছে।) তদূর্দ্ধে নিষেধ নাই। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণ বা জাতি সম্বন্ধেও এই নিয়মই হইবে। কোথাও উক্তি নাই যে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ পক্ষে এ নিয়ম খাটিবে না।—

(ক) মৎকৃত জাতি-তত্ত্ব-কল্প-দ্রুম ২২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ৭ জন কাশ্যপ যথা :—কাশ্যপ, অবৎসার, রেভ কাশ্যপ, ভূতাংশ কাশ্যপ, ভূকাশ্যপ, মহাভারতে কথিত সর্পরোজা কাশ্যপ ইত্যাদি।

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও গোত্রপ্রবর নিবন্ধ কদম্ব)। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন অসমান আর্ষ্য, অসমান গোত্রজা পিতৃ পক্ষের সপ্তম পুরুষের ও মাতৃ-পক্ষের পঞ্চম পুরুষের (বা জন্মের) ঊর্দ্ধ কন্যাকে বিবাহ করিবে। (খ)

(খ) "বিপ্রঃ স্বামপরেদ্বে চ রাজা স্বামপরাং তথা।
বৈশ্যঃ স্বাংচ চতুর্থীং চ ক্রমেনৈবং সমুদ্বহেৎ ॥ ৪অ। ৩৭ ॥
পিতৃতঃ সপ্তমীমেকে মাতৃতঃ পঞ্চমীমপি।
উদ্বহেদিতি মন্যন্তে কুলধর্ম্মং সমাশ্রিতাঃ ॥" ৪অ।৩৮ ॥

—বৃহৎ পারাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্র।

যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোকের অনুবাদে "অসমান" শব্দটি অনুবাদকের স্বকপোল কল্পিত। বৃহৎপারাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও "অসমান" শব্দ ব্যবহার হয় নাই। পিতা পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধগত ৭ পুরুষ উপরেও অসমান আর্ষ্য বা অসমান গোত্র হইতেই পারে না, মাতৃ পক্ষে ৫ ঊর্দ্ধ ৫ জন্ম মধ্যে হওয়া সম্ভব। শ্লোকটি ব্যর্থ হইতে পারে এরূপ অর্থ স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যার নিয়ম বিরুদ্ধ। নিয়ম এই যে স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা আবশ্যক যাহাতে সকল শব্দেরই ব্যাখ্যা ঐক্যমত হইতে পারে।

(খ) ব্যাখ্যার নিয়ম যে যদি কোন সাধারণ নিয়ম বা নিষেধ করা হয়, এবং তাহার পরে যদি কোন অতিরিক্ত নিয়ম করিয়া বিশেষ বিধি করা হয় (exception to a prohibition করা হয়), তাহাহইলে সেই বিশেষ বিধি বাধ্যকর হইবে ও সাধারণ নিয়ম তৎপরিমাণে খণ্ডিত হইবে। উপনিষদের ও স্মৃতির ব্যাখ্যাকারগণ এবং নিবন্ধকারগণ সে নিয়ম ব্যবহার করেন নাই। সে নিয়মের সম্ভবতঃ ব্যবহার ছিল না। ৺যোগেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যার নিয়ম (in Mimansa Rules of Interpretation) পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

মাতৃগোত্রা কন্যাকেও বিবাহ করিবে না—নিবন্ধকারগণ ইহার নানা অর্থ করিয়াছেন। ফলে এক্ষণে দেখা যায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও উক্ত নিয়ম পালন করেন না। (জাতিতত্ত্ব-কল্প-দ্রুম পৃঃ ২১৯—২২৮ দেখুন।)

পশ্চিমকুল কুলীনগণ মৌলিক কন্যা সচরাচর বিবাহ করেন, কিন্তু নিজ কন্যা মৌলিককে সহসা দেন না, কারণ মনে করেন তাহাতে মানের হানি হইবে। এজন্য কথিত আছে সদ্গোপের কুল কন্যাগত; যদিও মৌলিককে কুলীন কন্যাদান করিলে সমাজে বা জাতিতে পতিত হইতে হয় না। বৈদ্যেরও এইরূপ, এবং আগুরীর ও তদ্রূপ। **সদ্‌গোপের উভয় কুলেই এইরূপ।** অর্থের প্রাচুর্য্য থাকিলে অধিকাংশ কুলীনই সহজে মৌলিককে কন্যাদানে সম্মত হন না। যদিও মৌলিকে কন্যাদান দ্বারা সমাজে জাতিতে পতিত হইতে হয় না। ইহা প্রবৃত্তির কথা নহে—ইহা অভিমান ও মাৎসর্য্যের কথা। পশ্চিমকুল ৩ ঘর কুলীন একগোত্রজ হইলেও পরস্পর বিবাহ প্রচলন আছে, কিন্তু স্বঘরে বিবাহ নিষেধ। ভাল্‌কী ঘর সহ ভাল্‌কী ঘরের কাহারও বিবাহ হয় না; অপর দুই ঘরেও তদ্রূপ। কুলীন ও মৌলিক উভয়েই এক গোত্রজ হইলে বিবাহ চলে, কারণ তাহারা এক বংশজ কিছুতেই হইতে পারে না। গোত্র শব্দ দ্বারা বংশ ও কুলই বুঝায়। মৌলিক মধ্যেও তদ্রূপ স্বগোত্র বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু স্ববংশীয়ের বা স্বঘরের মধ্যে বিবাহ হয় না। ইহা অশাস্ত্রীয় নহে। জনৈক কায়স্থ লিখিয়াছিলেন—কায়স্থ মৌলিক মধ্যে স্বগোত্র বিবাহ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে, নিষেধবিধি কুলীন সম্বন্ধে। উভয় কুলের কুলীন মৌলিকের অন্নপ্রাশন, নামকরণ, আভ্যুতিক শ্রাদ্ধ, প্রেত শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, তর্পণ, জলদান, সাধভক্ষণ পঞ্চামৃত, ষষ্ঠী পূজা ইত্যাদি সংস্কারগুলি আছে, তাহা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেরূপ তদ্রূপ, কেবল বিবাহে হোমের পরিবর্ত্তে লাজহোম আছে

ও ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন এবং পরাহে কুশণ্ডিকা নাই। ব্রাহ্মণের বেলা সামবেদ মন্ত্র পাঠ হয়, সদ্গোপের বেলা যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র পাঠ করা হয় —উভয়ই বৈদিক ক্রীয়া। বিবাহে পাকা দেখা, আশীর্ব্বাদ, গাত্রে হরিদ্রা, পুষ্প শয্যা, ইত্যাদি কর্ম্মগুলিও আছে। তাহা ছাড়া ব্রত পার্ব্বণ ইত্যাদি ক্রীয়াও আছে।

রিজলে সাহেবের সেন্‌সাস্ রিপোর্টে সদ্‌গোপ জাতিকে আধুনিক ও গোয়ালা সহ সদ্‌গোপ বিবাহ হয় বলায়, সদ্গোপ সমাজের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন আর্য্যের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নাই। এই শাস্ত্র ব্যাখ্যার পর হইতে ব্রাহ্মণেতর সকল জাতির লোকেই ধুয়া ধরিয়াছেন সগোত্রে বিবাহ দিব না। দ্বিজেতর আর্য্য চতুবর্ণের বহির্ভূত অস্পৃশ্যরাও এই ধুয়া ধরিয়াছেন। সকলেই মনে করিয়াছেন রিজলে সাহেব স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের উপর উঠিয়াছিলেন। সে ধারণা ভুল, সম্ভবতঃ অজ্ঞ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য অশিক্ষিত কোন ব্যক্তি পাণ্ডিত্য দেখাইয়া রিজলে সাহেবকে ভুল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে কুলীনের পক্ষে ঐ নিয়ম, মৌলিক মধ্যে তাহা নহে। কিন্তু সদ্গোপের পশ্চিম কুল কুলীন মধ্যে সগোত্রে বিবাহ চিরকাল হইয়া আসিতেছে, স্বঘরে বিবাহ হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পুরাতন কুলজী গ্রন্থে আছে যথা :—

“পূর্ব্ব পুরুষ নামে গোত্র ব্রাহ্মণের পতি।
পুরোহিতের গোত্র আদি পায় অন্য জাতি॥
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আর নবশাখ যত।
পুরোহিতের গোত্র আদি পায় শাস্ত্র মত॥”—

—কুলজীগ্রন্থ (পুরাতন), Royal Asiatic Society Library.

"ন সগোত্রাং ন সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত।
মাতৃতস্ত্বাচ্চ পঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতশ্চাসপ্তমাৎ॥"—১০

—বিষ্ণু সংহিতা ২৪ অঃ।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রবর নাই (বম্বেতে মুদ্রিত জাতি ভাস্কর); সদ্গোপেরও প্রবর নাই। ব্রাহ্মণের প্রবর আছে। গো-গোপ বা যাদবগণ এক পুস্তক ছাপাইয়া বলিয়াছেন তাঁহাদের ৫৬ গাঁই আছে ও তাহার ৫৬টী নাম দিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণের ৫৬ গাঁই সহ ঐক্য হয়।

"ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শুদ্রানাম্ গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকম্।
তথান্যাস্ত বর্ণ সঙ্করাণাং চেষাং বিপ্রাশ্চ যাচকাঃ॥"—অগ্নিপুরাণম্

(বিপ্র অর্থে সৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; গ্রহ বিপ্র বা বর্ণের ব্রাহ্মণ নহে)

ভ্রম ধারণা থাকায় এ বিষয়ে সামান্য ভাবে উল্লেখ করা গেল। ব্রাহ্মণের গোত্র ও প্রবর স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বের শোযাংশে দ্রষ্টব্য।—তাহা ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম্ম—প্রদীপের গোত্র প্রবর বিবেক-খণ্ড হইতে উদ্ধৃত বলা হইয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্ম প্রদীপ আসলখানি পাওয়া যায় না। তাহাও স্মৃতি শাস্ত্র নহে। দাক্ষিণাত্যে সঠিক ও সভাষ্য গোত্র গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা নাগরী অক্ষরে।

পশ্চিমকুল কুলীনের বিবাহে, জামাতার আহ্বানে ও আহার কালে রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ বিধি ছিল, তাহা অনেক পরিমানে এখনও আছে। বিবাহে স্ত্রী আচারে নানা স্থানে পশ্চিম বঙ্গে নানা প্রথা প্রচলিত আছে। তাহা লিপিবদ্ধ করা এক্ষণে আবশ্যক মনে করি না। (মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সদ্গোপ সভার রক্ষিত Ethnographic Reports from Bankurah, Birbhum & Burdwan

districts in manuscript দ্রষ্টব্য। তাহা উক্ত সভা কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে কিনা জানি না। তথায় দলাদলি হেতুক মনমালিন্য হওয়ায় অযত্ন হওয়া সম্ভব। সেগুলি হস্তলিখিত ও বিভিন্ন সহর, গ্রাম ও প্রদেশ হইতে সংগৃহীত ও অমূল্য। যে সকল প্রবীণ ব্যক্তি আমার পক্ষে ২৫ বৎসর অগ্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বর্গীয়, কাজেই উহা পুরাতন, হারাইলে বা নষ্ট হইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৫ম অধ্যায়

পশ্চিম কুল কুলীন, ক্ষত্রিয়—

পশ্চিমকুল, কুলীন, সমাজ ও প্রতিহারগণ বলেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় মৌলিকগণ সদ্‌গোপ অর্থাৎ বৈশ্য। তাঁহাদের আদিপুরুষ সদ্‌গোপ (বৈশ্য) বংশে বিবাহ করেন। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র মতে অনুলোম বিবাহের সন্তান মাতৃকুল প্রাপ্ত হয়। (ক) যাজ্ঞবল্ক্যে উক্ত হইয়াছে যে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যার সন্তান মাহিষ্য। (খ) তখন সদ্গোপ শব্দপাওয়া যায় না, তখনও ক্ষত্রিয় ও সদ্গোপের সংমিশ্রণ হয় নাই। উক্ত শাস্ত্রগ্রন্থের বহু পরে সম্ভবতঃ আদিশূরের আমোলে অথবা তাহার অল্পপূর্ব্বে বা পরে এ মিশ্রণ হয়। কাজেই হলায়ুধ বা বল্লালের আমোলে ও প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই; অথবা হয়তো প্রকৃত পক্ষে এরূপ সংমিশ্রণ হয় নাই। অথবা সংমিশ্রণে নাম পরিবর্ত্তন হয় নাই। কুলীনগণ যদি প্রকৃতই ক্ষত্রিয় হন, যখন বৈশ্য সদ্গোপের সহিত যৌন সম্বন্ধে লিপ্ত হন, তখন আপন বর্ণ, ক্ষত্রিয়, ত্যাগ করিয়া সদ্‌গোপ জাতি নাম গ্রহণ করেন। শাস্ত্রে কথিত

(ক) গৌতম ধর্ম্মসূত্র ৪ অধ্যায়। মনুসংহিতা ১০ অঃ ৬। বিষ্ণুসংহিতা (বোম্বাই-এ মুদ্রিত) ১৬ অঃ। গৌতম সংহিতা ৪ অঃ। জাতিতত্ত্ব-কল্পদ্রুম পুরাণাদি ও কোষাদি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ গুলির মধ্যে বহু স্থানে উৎপত্তির দৃষ্টান্ত আছে।

(খ) শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতে পাওয়া যায় বলরাম, যদিও পিতা ক্ষত্রিয় ও মাতা বৈশ্য তথাপি মাহিষ্য ছিলেন না। তিনি বৈশ্য ছিলেন ও স্কন্ধে হল বহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

রূপ দুই বর্ণের সংমিশ্রণে পৃথক জাতি উৎপন্ন হয় নাই। বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত জাতি নাম সদ্গোপই থাকিয়া যায়। কুলীনের পূর্ব্ব পুরুষ, যখন যিনি রাজা হইতেন, তখন তিনিই ক্ষত্রিয় বেশ ভূষা ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতেন। সদ্‌গোপ সহ মিলিত হইবার পর বা রাজা হইবার পর কোন ক্ষত্রিয় বংশে বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এ জন্য বলিতে হইবে সমস্ত পশ্চিমকুল কুলীন বৈশ্য ও সদ্গোপ। আদি পুরুষ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী প্রকাশ হইয়াছে (যথা শিবাখ্যা কিঙ্কর কাব্যে "কি জাতি মহেন্দ্র নাহিক নির্ণয়। একথা কেবল রাজগণ কয়॥ জানে সাধারণে ক্ষত্রিয় সে জন।") পৃঃ ৪১২।

একটী শিশুকে বন মধ্যে ভল্লুক কর্ত্তৃক রক্ষিত অবস্থায়, জনৈক ব্রাহ্মণ (মতান্তরে ঋষী) কর্ত্তৃক গৃহে আনিত ও পালিত হন। তিনি সেই বালকের ক্ষত্রিয় লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা দেন। তিনি উপযুক্ত বয়সে বৈদ্যনাথের রাজ কন্যা সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। † এজন্য অনুমান তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। রাজ বংশীয়-গণ বিবাহে ক্ষত্রিয়োচিত বেশ-ভূষা ও সরঞ্জম করিতেন ও রাজটীকা

† ৺বৈদ্যনাথ দেবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বর্দ্ধমানের সবজজ বা ডিষ্ট্রিক্ট জজ কোর্টে প্রায় ৪৫ বর্ষ পূর্ব্বে যে মোকর্দ্দমা হয়, তাহার নথি পাঠ করিলে সদ্গোপের সহিত সম্বন্ধ থাকার কোন না কোন উক্তি পাওয়া যাইবে। তাহা দেখিবার আমি সুযোগ পাই নাই। বর্দ্ধমানের জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয় সে মোকদ্দমায় এক পক্ষের উকিল ছিলেন, ইহা আমি উক্ত দেবেন্দ্র বাবুর নিকটই শুনিয়াছিলাম। সে সময়ে আমি অনুসন্ধিৎসু হই নাই ও ঐ বিবাহের কথা জানিতে পারি নাই। দয়া করিয়া যদি কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে নথি দৃষ্টে সঠিক সংবাদ প্রেরণ করেন তাহা হইলে বাধিত হইব ও সদ্গোপ জাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে বাধ্য হইবে।

গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহাদের উপনয়নও ছিল। রাজা ছাড়া তাঁহার জ্ঞাতি গোষ্ঠী ও তদ্রূপ করিতেন বলিয়া প্রকাশ নাই।

(খ) Ethnographic enquiry দ্বারা জানা গিয়াছে যে, রাজ্য যাইলেও উত্তরাধিকার সুত্রে যখন যিনি রাজা হইতেন তখন তিনি পুরাতন কল্পিত রাজসিংহাসনে বসিতেন, অস্ত্র ধারণ করিতেন উপনীত হইতেন ও দেবতা সাক্ষী রাখিয়া রাজটীকা গ্রহণ করিতেন। ক্ষত্রিয় বেশে অশ্বারোহণে এ বংশীয়েরা পূর্ব্বকালে বিবাহ করিতে যাইতেন এবং জাঁতির পরিবর্ত্তে ছোরা ধারণ করিতেন। অপর সাধারণ কুলীনগণ এরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতেন কিনা প্রকাশ নাই। রাজা হইলেই যে ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রাম চরিতে" টীকায় বলিয়াছেন পুরাকালে যে কেহ রাজা হইলেই আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিতেন ও ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহার করিতেন।

আদি পুরুষ ক্ষত্রিয় হইলেও বৈশ্য স্ত্রী গ্রহণ করায় তাঁহার গর্ভজাত সন্তান হিন্দু স্মৃতি শাস্ত্র মতে মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ বৈশ্য—(মনু সংহিতা ১০।৬)। ইহাঁরা অনুলোমজ হইলেও দ্বিজ (মনু ১০।৪)। শাস্ত্র অবজ্ঞা করিয়া পিতা ক্ষত্রিয় বলিয়া এরূপ স্থলে সন্তানকেও ক্ষত্রিয় বলা অশাস্ত্রীয়।

পুরাকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যায় বিবাহ প্রচলন ছিল এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য পরস্পর অন্নাহারও ছিল। সে জন্য বঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্য মিলিয়া গিয়াছিল। বসুদেবের দুই স্ত্রী ছিলেন, কণিষ্ঠা দেবকী ক্ষত্রিয়া আর জ্যেষ্ঠা রোহিনী বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়ার গর্ভজ সন্তান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় ছিলেন।

(খ) মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত Ethnographic রিপোর্ট বঙ্গীয় সাহিত্য সভায় গচ্ছিত।

(শ্রীমদ্ভাগবৎ ও কুর্ম্মপুরাণ) (গ)। বৈশ্যার গর্ভজ বলরাম বৈশ্য ছিলেন।

এ অবস্থায় কুলীনের পক্ষে সদাচার ও সৌজন্য দেখান হইবে, যদি মৌলিককে স্বজাতী জ্ঞান করেন এবং স্বয়ং পৃথক উচ্চজাতি জ্ঞান না করিয়া সমাজে সমভাব স্থাপন করেন, ও মৌলিকভাগনাকে আদর করেন। সময়ে সময়ে পূর্ব্বকুল কুলীন মৌলিককেও গ্রামীন মধ্যে ভাবান্তর দেখা যায়। সদাচার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি হইতে পারে। এ দুটী সদ্‌গুণ কুলীনের লক্ষণ মধ্যে।

ভল্লুকের কিম্বদন্তীটী অস্বাভারিক নহে। বণ্যজন্তু দ্বারা কোন কোন সময় বালক রক্ষা পাইয়াছে। সংবাদপত্রে একবার প্রকাশ হইয়াছিল যে ইজিপ্টে (মিশরদেশে) একটী পূর্ণবয়স্ক, লোক ধরা পড়ে; সে ব্যাঘ্রের ন্যায় ২ হাত ও ২ পায়ে চলিত, বৃহৎ চুল ও বৃহৎ নখ এবং উলঙ্গ। কথা কহিতে পারিত না। সময় সময় সে গ্রামে গিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ে চুরি করিয়া আনিয়া বধ করিয়া আহার করিত। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে সে শৈশব অবস্থায় ব্যাঘ্রী কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। পরে ব্যাঘ্রীর কিরূপ অনুকম্পা হয়, সে শিশুকে হত্যা না করিয়া নিজ স্তন্য দুগ্ধ দিয়া ও নিজ আহারের অংশ দিয়া লালন পালন করে। কাজেই সে ব্যাঘ্রাচারী হয়। তাহাকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া নানা উপায়ে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে লোকালয়ে আসিয়া অল্পদিন মাত্র জিবীত ছিল। ভল্লুপদ সেরূপ হন নাই।

কাশ্মীরের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে বহুকাল পূর্ব্বে সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে কাশ্মীর প্রদেশে ভল্লুক উপাধিধারী ক্ষত্রিয় রাজা

(গ) গৌতম ধর্ম্মসূত্র ৪—১৬, ১৭, ১৮। নারদ ধর্ম্মশাস্ত্র। মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়, ইত্যাদি। মৎকৃত জাতিতত্ত্ব-কল্পদ্রুম পৃঃ ৯।১০। ১৬।২১২ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। ভল্লুপদ ভল্লুক বংশীয় হওয়া অসম্ভব নহে। সে কালে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় ঘটিত; হইতে পারে কোন যুদ্ধে কাশ্মীরের ভল্লুক বংশ রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া তদাত্মীয় কোন ব্যক্তি পলায়ন করিয়া বঙ্গে আসিয়া পড়েন। দাক্ষিণাত্যেও ভল্লুক রাজবংশ ছিল বলিয়া জানা যায়। আমাদের দেশের সে কালের পণ্ডিত লেখকগণ, বিশেষতঃ কবিগণ, উপাধি সিংহ, ব্যাঘ্র বা ভল্লুক বংশ নাম পাইলে নানা ব্যাখ্যা ও ব্যাঙ্গ করিতেন, আর ঘনরামের ন্যায় কবি গোপ শব্দ পাইলে নানা ব্যঙ্গ দ্বারা তাহাকে গোয়ালা পদবী দিয়া কবিত্বের চেষ্টা দেখাইতেন। রাজা ইছাই ঘোষ ও জালান্ধার গড়ের ব্যাঘ্ররাজ তাঁহাদের কটাক্ষ এড়াইতে পারেন নাই। মুসলমান ইতিহাস অবলম্বনে মার্শম্যান সাহেব তাঁহার প্রথম সংস্করণ বাঙ্গলার ইতিহাসে রাজা ইছাই ঘোষকে সদ্গোপ বলিয়াছেন।

বঙ্গদেশে পশ্চিমকুল কুলীন প্রথম আগমন কালে ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া যে কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে তাহা দূশনীয় নহে—কারণ ক্ষত্র বলে রাজ্যস্থাপন ও পুরুষপরম্পরা সে রাজ্য শাসন করেন। হরিবংশে আছে জন্ম দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ, কর্ম্ম দ্বারা পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছেন। অতএব আমি আদিতে ব্রাহ্মণ ছিলাম বলিলে কোন দোষ হইবে না। কিন্তু সেই অভিমানে অপর লোককে বা আত্মীয় বন্ধুকে হীন জ্ঞান করা উচ্চের পরিচায়ক হইবে না—বরঞ্চ তাহার বিপরীতই হইবে। বৈদিক আমোলে পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন উক্ত হইয়াছে, অতএব বর্ত্তমান কালে আমরাও ব্রাহ্মণ—একথা বলা অসংস্কৃত। জন্ম দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন কোন অহঙ্কারী অশিক্ষিত বা নষ্টবুদ্ধি লোক না পড়িয়া বিদ্বান হইয়া বলেন জন্মতঃ শূদ্রঃ। ইহা আধুনিক একখানি নিবন্ধ ছাড়া অন্য কোন হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে

বা পুরাতন নিবন্ধ গ্রন্থে নাই। তাঁহারা লগন চাঁদা "না পড়িয়া বেদ ব্যাখানে" (খনা)।

ব্রাহ্মণ-কুলীনের পূর্ব্বে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক ছিল, তাহা মহারাজ বল্লাল কৃত দানসাগরে উক্ত হইয়াছে ও মৎকৃত জাতিতত্ত্ব-কল্পদ্রুমে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বেও কুলীন ছিলেন—কিন্তু তাঁহারা বল্লালী নবধাগুণ বিশিষ্ট নহে—এড়ুমিশ্রের কারিকায় প্রথম কুলীনের নবধা-গুণ প্রকাশ হয়। (মৎকৃত উক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য)। সদ্‌গোপ কুলীনেরও সেই গুণগুলি থাকা আবশ্যক নতুবা ফল বিষময়। কোন কোন কুলীন পূর্ব্বপুরুষ রাজা ছিলেন এই অভিমানে মৌলিক কে স্বজাতি জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত অনুভব করিতেন।

ইহাতে জাতীয় উন্নতির বিঘ্ন ঘটে। আচারহীন হইয়া সদাচারী সহ মিলিত হইলে ক্রমে তিনিও আচারবান হন ও জাতীয় উন্নতীর হেতু হন। কুলীনগণ যদি মৌলিককে তফাতে রাখেন নিজেরাই ধর্ম্ম ও নৈতিক জগতে হীনতা প্রাপ্ত হইবেন; মৌলিকও জাতীয় অঙ্গ সুশোভন করিতে পারিবেন না—জাতীয় উন্নতিও হইবে না। কুলীন নাম ধারী সকলেই যে সদাচরী উন্নতমনা তাহা নহে। গরীব সদ্‌গোপ চাষী মধ্যে অনেক উচ্চমন বিশিষ্ট দেখা যায়। কুলীন উদারচেতা হইয়া অল্প-শিক্ষিত মৌলিককে যদি সদাচার ও মানসিক উন্নতি-মূলক শিক্ষা দেন তাহা হইলে উভয়েরই উন্নতি হইবে। অর্থ-দানে হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যা দানে বাড়িয়া যায়।

এখন অস্পৃশ্যগণ (অর্থাৎ জল অনাচরনীয়গণ মধ্যে অনেকে উন্নত হইতেছেন এবং ব্যবহার দোষে মৌলিক সদ্‌গোপ বৈশ্যগণ ক্রমে অনাদৃত হইতে বসিয়াছেন—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? উভয় শ্রেণীর কুলীন সম্বন্ধে এ বিষয়ে ঐ একই কথা। তবে, স্থলবিশেষে

তারতম্য আছে। ব্রাহ্মণ পালিত, ভল্লুক রক্ষিত বালক ক্রমে রাজা ভল্লুপদ হন ও তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রের সদ্‌গোপ রাজকন্যা সহ বিবাহ হয়। গৌরী বিষ্ণুপুরের রাজা ধীরচন্দ্রের কন্যা, তাঁহাকে কেহ কেহ ক্ষত্রিয় বলিত। পরবর্ত্তী কালে বিষ্ণুপুরে বাগদী রাজা হন। ধীরচন্দ্রের প্রথমা রাণী ছিলেন অমরা। এই বৃত্তান্ত শিবাখ্যা কিঙ্কর কাব্যে বিবৃত হইয়াছে। কাব্যে ও ইতিহাসে আকাশ পাতাল প্রভেদ—কাব্য লেখকের ঐতিহাসিক দায়িত্ব নাই।

রাজা ভল্লুপদ সম্বন্ধে বা সিওর ও কাঁকসা সম্বন্ধে যে কিছু কিম্ব-দন্তী পাওয়া যায়, প্রতিহার ও সমাজের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে তাহা বিরল। তুলনা দ্বারা যে সম্পর্ক সম্ভব তাহা পরে দেখান হইবে।

কনৌজ হইতে বঙ্গে আনিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সহ মিলিত হইয়া নিষ্ঠা ও সদাচার দ্বারা কুলীন শ্রেনীতে উন্নীত হইয়াছেন। পশ্চিমের ক্ষত্রিয়ও তদ্রূপ বঙ্গে আসিয়া বঙ্গীয় সদ্‌গোপ সহ মিলিত হইয়া নিষ্ঠা ও সদাচার দ্বারা যে কুলীন পদে উন্নীত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সদ্‌গোপের কুলীন বলিয়া অপর হীন জাতি দ্বারা সম্মানিত হন না। শিক্ষা, সদাচার, দান ও বিদ্যা দ্বারা সম্মানিত হন বটে। ইহাঁদের আদর মৌলিক ও গ্রামীন্ সদ্‌গোপের নিকট। মৌলিক সদ্‌গোপ তাঁহাদের কুলীন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৌলিক যে সদ্‌গোপ সেই সদ্‌গোপই থাকিয়া যাইবেন। মৌলিক ও গ্রামীন সদ্‌গোপকে ত্যাগ করিয়া কুলীন পৃথক জাতি হইয়া যাইবেন, সদ্‌গোপের কুলীন একথা দাবী বা প্রচার করিতে পারিবেন না। এখন ক্ষত্রিয় সহ বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, কাজেই ক্ষত্রিয় সমাজেও স্থান পাইবেন না। তাঁহারা সমাজের কোথায় দাঁড়াইবেন। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ সমাজের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন আবশ্যক; স্বজাতীয় কুলীন ভোজনও আবশ্যক এ

কথা কোন শাস্ত্রে নাই। সে জন্য কুলীনের আদর তাঁহার নিজ হস্তে। মৌলিক যাহাতে তাঁহাকে সম্মান ও আদর করেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কুলীনের আচার ব্যবহার আবশ্যক।

পশ্চিম কুল কুলীনের আদিস্থান অমরার গড়বাসী কুলীন প্রধান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায়, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু-নারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম রায়, শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ রায় ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় মহাশয়গণ ১৩১৬ সালের প্রজাপতি নামক মাসিক পত্রিকায়, "বঙ্গীয় কুমার সম্প্রদায়" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার সারাংশ, যথা :—

প্রবাদ আছে রাজা ভল্লুপদ ঋক্ষ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও ঋক্ষদুগ্ধ দ্বারা পালিত হইয়া ছিলেন। জনৈক তেজস্বী ঋষি তাঁহাকে ঋক্ষ গহ্বর হইতে আনয়ন করতঃ স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া তাঁহাকে ধনুর্ব্বান ও বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৪৪২ বঙ্গাব্দে (১০৩৫ খৃঃ) তিনি গোপভূমের অন্তঃপাতি ভাল্কী গ্রামে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া, নিজ বাহুবলে অনেক স্থান অধিকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে উক্ত গ্রামের নাম ভাল্কী হইয়াছে। তাঁহার পুত্রের নাম গোপাল ও পৌত্র মহেন্দ্র। মহেন্দ্র অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ইহাঁর সময়ে কাটোয়া হইতে পঞ্চকোট পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইনি স্বয়ং দুর্গ মধ্যে এক সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রী৺শিবাখ্যা নাম্নী দেবীকে আনয়ন করেন। ইহাঁর বংশোদ্ভবেরা যেখানেই থাকুন ভাল্কী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মহিষী অমরাবতীর নামানুসারে তথায় স্থাপিত দুর্গের নাম অমরার গড় নামকরণ হয়। এই অমরার গড় বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী মানকর ষ্টেশন হইতে ২ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এক্ষণে সে দুর্গও নাই, রাজপ্রাসাদও নাই। কেবল রাজ-

প্রাসাদের তলস্থ ভূমি প্রায় ৪০০ শত বিঘা ও রাজার খনিত বড় বড় দীর্ঘিকা ও উক্ত শ্রীশ্রী৺শিবাখ্যা মাতা বর্ত্তমান আছেন। *

রাজা মহেন্দ্র পূর্ব্ব প্রথানুসারে নিজে কন্যাদ্বয়ের বিবাহার্থে রাজপুতনা হইতে দুই বীর পুরুষকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। (ক) প্রথম কন্যা যমুনাকে সিহুড়িয়া বংশীয় শিবাদিত্য নামক রাজপুত্রকে সম্প্রদান করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা সিহুড়িয়া নামে খ্যাত। ইহাঁদের আদিম বাসস্থান অধুনা বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী সিহুড় গ্রাম। কনিষ্ঠা কন্যা কালিন্দীকে রাজপুত কনকসেব বংশের প্রতাপাদিত্যকে সম্প্রদান করেন। ইহাঁদের বংশধরেরা কাঁকসা নামে খ্যাত। পানাগড় ষ্টেশনের নিকট কাঁকসা গ্রাম ইহাঁদের আদি বাসস্থান। আর ৫ ঘর রায়—ওং

* উক্ত দেবীর পূজকের বিবরণ ও মানকরের ডাক্তার ৺শ্রীশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের স্থানীয় তদন্তের ফল পরে এই অধ্যায় মধ্যেই দ্রষ্টব্য।

(ক) লাহোর (পাঞ্জাব) অঞ্চলে ও রাজপুতনায় কতকগুলি কুমার বা কোঙার পদবী বিশিষ্ট বংশ আছে। তাঁহাদের কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি সম্প্রতি বলিয়াছেন তাঁহারা কুমার বৈশ্য ও কলিকাতায় এবং দিনাজপুর অঞ্চলে তাঁহাদের আত্মীয় আছেন। তাঁহাদের বংশ বা জাতি বা বর্ণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইতে যথেষ্ট সময় পাই নাই। স্বজাতীয় পাঠকবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন যদি কেহ পারেন যথেষ্ট সংবাদ লইবেন। কোন সদ্গোপ বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট কিনা বিশেষ করিয়া জানিবেন ও অনুগ্রহ করিয়া সবিশেষ সঠিক সংবাদ জানাইবেন। শুনিয়াছি নাধাইয়ের সদ্গোপ ৺কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিতেন তাঁহার প্রায় ২০০ ঘর আত্মীয় পাঞ্জাব ও রাজপুতনায় আছেন এবং তাঁহাদের ক্রিয়া কার্য্য উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিলে কেহ কেহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিতেন। ৺পুরাণ চাঁদ নাহার বি,এল এটর্ণি মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন রাজপুতনা ও পাঞ্জাব অঞ্চলে অনেক সদ্গোপ আছেন। তিনি আমাকে তাঁহাদের সন্ধান দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইতি মধ্যে তিনি স্বর্গারোহন করিলেন।

শুসনে, খটঙ্গা, বৈঁইচ ও কির্ণাহার রাজা মহেন্দ্রের সামন্ত রাজা ছিলেন। এই আট ঘর লইয়া রাজা মহেন্দ্র সমাজ স্থাপন করেন। পরে ২ ঘর প্রতিহার সমাজে গৃহীত হইয়া ১০ ঘর হন। সেন বংশীয় নরপতি যখন বঙ্গে কৌলিন্য প্রথা সংস্থাপন করেন তাহার বহুপূর্ব্বে রাজা মহেন্দ্র স্বসমাজের কৌলিন্য প্রথা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের পুত্র নরেন্দ্র, ও তাঁহার পর কথিত আছে ১৪ জন ভূপতি রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজার নাম বৈদ্যনাথ। বিভিন্ন স্থানের সঙ্গতিপন্ন সদ্‌গোপগণ এই কুলীন বংশধরগণের সহিত নিজ নিজ কন্যাগণের বিবাহ দেন। এই হেতু ইহাঁরা এক্ষণে স্থানে স্থানে বাস করিতেছেন। (ক)

ইহাঁরাও আপনাদিগকে কোন কোন স্থলে ক্ষত্রিয় বলিয়া কোন কোন স্থলে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। রাজপুত ক্ষত্রিয় হইতেই উৎপন্ন—(টড্ সাহেব কৃত "রাজস্থান" দ্রষ্টব্য।)

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, কবিকঙ্কন চণ্ডী, মনসার ভাষানও অন্যান্য পুরাতন বাঙ্গলা পুঁথি যাহা মুদ্রিত হইয়াছে ও শ্রীশ্রী৺চৈতন্য দেবের পরবর্ত্তী সময়ে প্রকাশ হইয়াছে, এরূপ কোন পুরাতন পুস্তকে উক্ত রাজবংশের পরিচয় নাই। বনবিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে অনেক সদ্‌গোপ কার্য্য করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে হদলনারায়ণ পুরের শুকজোড়ার ও বনবিষ্ণুপুরেরমণ্ডল বংশ দৃষ্টান্ত। বনবিষ্ণুপুরের রাজবংশ চৈতন্যদেবের সময় প্রবল প্রতাপান্বিত। বর্দ্ধমানের রাজবংশ তৎপরবর্ত্তী। কাঁকসার রাজার দীঘী ও তাহার এককোনে এক শিব মন্দির কাঁকসার রাজ্যের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দিতে

(ক) ১২৮০ সালে অমরার গড়ের পুরোহিত পূজনীয় কালীচরণ মিশ্র মহাশয় হইতে ৺নীলমনি কোঙর মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত রাজা মহেন্দ্রের বংশের ইতিহাস পরে দেওয়া হইবে। (ভালকী বংশ শেষে দ্রষ্টব্য)।

কাঁকসার হিন্দুরাজ্য উচ্ছেদ হইয়াছে। এখন তথায় গ্রামের অধিকারী কয়েক জন আয়মাদার মুসলমান। তাঁহাদের উদারচেতা পূর্ব্বপুরুষ ঐ মন্দিরটী হিন্দুর হস্তে রাখিয়াছেন। তাঁহারা রাজ্য লইয়া (সঙ্কীর্ণতার পরিচয়) ধর্ম্মে বা ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। মন্দিরের পার্শবর্ত্তী দেবত্তর জমি ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী দীঘী বা পুষ্করিনী মন্দিরের সামিল হিন্দুর হস্তেই রাখিয়াছেন, পূজায় বা অর্চ্চনায় বাধা দেন নাই।

গোয়ালিয়ার অঞ্চলে কঙ্ক রাজ বংশ ছিল ইহা ইতিহাসে পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ১৬ জন কঙ্ক রাজ বংশীয় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের কোন বংশধর কাঁকসায় আসিয়া বাহুবলে বা জঙ্গল কাটিয়া রাজ্য স্থাপন করা অসম্ভব নহে।

পশ্চিমকুল অধিকাংশ কুলীনের গৃহে শক্তি পূজা হইয়া থাকে এবং শাক্ত দেব দেবীর মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল কাঁকসায় শৈব মূর্ত্তি।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানে শৈব ধর্ম্ম উপাসনার প্রাচুর্য্য হয় পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বহু পরিমাণে প্রচার হয়। শৈব পূজা সহ শাক্ত ধর্ম্মেরও বহুল প্রচার হয়, এবং সেই সময় ধর্ম্মঠাকুরের পূজা আরম্ভ হয়। ইহা পাল রাজগণের প্রথম অবস্থায় ও তৎপূর্ব্বে গুপ্তরাজগণের আমোলে। কাঁকসার দেব মন্দিরে ৺শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান, ইহা শৈব আমোলের হওয়া সম্ভব। অমরার গড়ে শক্তি মূর্ত্তি। ইহা হইতে ৭ম ও ৮ম খৃঃ শতাব্দী হইতে ঐ সকল বংশ আগত বলিয়া মনে হয়। এ সম্পর্কে কুলীন বংশাবলী দেখান হইবে। পশ্চিমকুল মৌলিক সদ্‌গোপগণ ও পূর্ব্বকুল সদ্‌গোপগণ প্রায়ই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী।

অর্থাৎ সদ্‌গোপগণ, মুসলমানগণ বঙ্গে প্রবেশের পূর্ব্ব হইতে, বঙ্গে বর্ত্তমান, তাহাই অনুমান হয়। মুসলমান আমোলেও সদ্‌গোপের

প্রতিপত্তি ছিল, কারণ পুরাতন সদ্গোপবংশে মুসলমানী খেতাব পাওয়া যায়; যথাঃ—খান্, হাজরা, রায়, মজুমদার, পুরকাইৎ, ইত্যাদি।

ধর্ম্মপূজার প্রাদুর্ভাব কালে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে সদ্গোপ ধর্ম্মপূজার পূজক অর্থাৎ "পণ্ডিত" থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান ও বোলপুর অঞ্চলে এবং আমদপুরের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে কয়েকটী সদ্‌গোপ গৃহে ধর্ম্ম ঠাকুর ও ধর্ম্মপূজাও রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন হয়, এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। লাউসেনের জন্ম স্থানের নিকট হাওড়া জেলায় আম্‌তা এলাকার মধ্যে এক সদ্গোপ ধর্ম্মের "পণ্ডিত" ছিলেন, তাঁহাকে ১৯০৩ খৃঃতেদেখিয়াছি।

"পণ্ডিৎ"গণ সেবাইৎ কিন্তু পূজক রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ। সদ্গোপ গৃহ ছাড়া হীন জাতীর গৃহে ধর্ম্মের পূজক রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ দেখা যায় না—বোধ হয় ছিল না। এক্ষণে অনেক রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপূজা ত্যাগ করিয়াছেন। আমতার উকিল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বি-এল, মহাশয় নির্ভয়ে আমাকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন যে তাঁহার পূণ্যস্মৃতি পিতাঠাকুর মহাশয়ও ধর্ম্মের পুরোহিত ছিলেন।

পশ্চিমকুল সদ্গোপ **সমাজ** অন্তর্গত বংশগুলি রাজপুত হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা অনুমান করিবার জন্য রিজলে সাহেবের সেন্‌সাস্ রিপোর্ট হইতে সদ্গোপ বংশ ও রাজপুত বংশের কয়েকটী নাম তুলনার নিমিত্ত উদ্ধৃত করা গেল :—

সদ্গোপ বংশ (সমাজ)	রাজপুত বংশ (চন্দ্রবংশীয়)
১। ওড় (বা ওড়গেঁয়ে) (ওড়গ্রাম বাসী)	১। Orh-Ar
	২। Kanakwar
২। কিন্নরুণে বা কীর্ণাহার	৩। Kha't

৩। খটঙ্গা (খট্‌গ্রামবাসী)

৪। শুস্‌নে

৫। বৈঁচে

৬।৭ প্রতিহার ২ঘর (বা প্রীতিহার)

৪। Sisonia

৫। Bais

৬।৭ Parihar (টড্‌ কৃত রাজস্থানে উক্ত আছে প্রিতিহার বা পুরিহার রাজপুত শাখা)

সদ্গোপ গোত্র

কাশ্যপ, মৌদগল্ল বা মধু শাণ্ডিল্য, ও আলিমান, এবং বাঁকুড়া অঞ্চলে পাওয়া যায় চন্দর্শী (বা চন্দ্র ঋষি), নন্দর্শী (বা নন্দ ঋষি), ইত্যাদি, পাল বংশের গোত্র রত্নাকর।

রাজপুত গোত্র

কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, পরাশর, প্রসিদ্ধ, নাগ, কৌশিক, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, বৈয়াঘ্রপদ, ইত্যাদি।

(সেন্‌সাস্‌ রিপোর্ট)

সদ্গোপ উপাধি

খাঁ, মল্লিক, মণ্ডল, রায়, সামন্ত, সিং (কুলীন), সিংহরায় (কুলীন), রাউৎ, নায়েক, মল্লিক, কলে, ঘোষ, সাঁফুই, পান, কুণ্ডর বা কোঙার, বা কোঙর (কুলীন), মজুমদার, রায় চৌধুরী, চৌধুরী, পুরকাইৎ, পাঞ্জা ও (পূর্ব্বকুলের) সুর, নিওগী, বিশ্বাষ, পাল, ইত্যাদি।

রাজপুত উপাধি

বাবু, বরাইক্, বর্ম্মণ, খাঁ, মালিক, মণ্ডল, রায়, রাউৎ, সামন্ত, সিং, সিপাহি, ঠাকুর......

সদ্‌গোপ যুবক সঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত ১৩৩৬ সালের সদ্‌গোপ পত্রিকায় আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় নিম্নলিখিত পদবীগুলি সঞ্চয় করিয়া প্রকাশ করা হয় তন্মধ্যে কতকগুলিতে সন্দেহ থাকায় তাহা এস্থলে সন্নিবেশীত হইল না। * যথা:—

সরকার, প্রতিহার, চৌধুরী, দাওয়ান, মহাশয়, গুড়ে, সাধু, তপাদার, ফৌজদার, ভৌমিক, কবিরাজ, তরফদার, পাত্র, বিট, মজুমদার, মিশ্রে, মাইতি, হালদার, দালাল, হাজরা, বক্‌সি, সেনা, ঘোষাল, ভাণ্ডারী, খাঁড়া, দেবাংশী, ঘোষবক্সী. মহান্ত, গোড়ে, হাজারী, জানা, সিকদার, বাগ, দিগপতি, কারক, কুণ্ডু, লাহা, মহালদার, বেরা, মুহুরী, সমাজদার, সিংহ, কাশ্যপী, সাঁতরা, পণ্ডিত, নামতা বা নামহাতা, নস্কর, অধিকারী, তালুকদার, আটা, নায়েক, ভাট, ভূঁঞা।

ইহা ব্যতীত একটী আধুনিক মতও উল্লেখ যোগ্য, তাহা এই যে কেহ কেহ বলেন রাঢ় খণ্ডের পাল রাজগণ সদ্‌গোপ ছিলেন। এই পালরাজগণকে প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত আনন্দ ভট্ট কৃত বল্লাল চরিতে অধম রাজপুত বলা হইয়াছে। সান্দিকারনন্দী কৃত রামপাল চরিতে আছে পালবংশ সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। নারায়ণ গড়ের পাল বংশীয় রাজাগণ ২৬ পুরুষ যাবৎ তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই পাল বংশ সদ্‌গোপ। সদ্‌গোপের সহিত অনেকে আদান প্রদান করিয়াছেন।

১৩০৯ সালের ১৩ই আশ্বিন "নারায়ণগড় রাজবাটী" হইতে শ্রীযুক্ত

* এগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে এ পদবীগুলির অধিকাংশের (scrutiny) পরীক্ষা হয় নাই, সে জন্য এগুলি নিঃসন্দেহ নহে। এ কারণে ইহার মধ্যে কোনগুলি সন্দেহ বর্জ্জিত তাহা নির্ণয় আবশ্যক। হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অধিকাংশ স্থলে ইহার মধ্যে কতকগুলি নাই বলিলেই হয়। কতক আছে।

চারুচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিয়াছিলেন "পশ্চিমাঞ্চলে সদ্‌গোপকে জাট বলে; রঞ্জিৎ সিংহ ও ভরতপুরের রাজা জাট হইতেছেন। পশ্চিমা-ঞ্চলে আমরা জাট বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। আমরা বর্দ্ধমান অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ৺জগন্নাথ দর্শনের উপলক্ষে আসিয়া ব্রহ্মাণী দেবী সদয় হওয়ায় এদেশে রাজ্য প্রাপ্তে বাস করিয়াছিলেন। তাহাও প্রায় ৭০০ বর্ষ অতিত হইল। আমাদের এদেশে ২৬ পুরুষ গত হইয়াছে। তখন হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন।" উৎকলে প্রথম পাল বংশীয় রাজা ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন ১১৯৩ খৃঃতে। টড্ সাহেব কৃত "রাজস্থানে" উল্লেখ আছে "Sod" ও পাল বা রাজপাল বংশ রাজপুত শাখা। "রাজস্থানের" প্রথম খণ্ডের ১০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "Sod" বংশের দুইটী শাখা "উমরা" ও "সুমরা", এবং "Sod"ই এলেকজ্যাণ্ডার কথিত "Sogdi" সম্ভবতঃ সদ্‌গোপ শব্দ ভাষান্তরে (গ্রীক ভাষায়) উচ্চারণে সোগ্‌দি হইয়া থাকিবে। অথবা "Sogdi" শব্দ কালক্রমে বঙ্গীয় চলিৎ ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া সদ্‌গোপ হইয়াছে। যেমন "করিয়া" শব্দ, অনেকে স্থান বিশেষে "কইরা" উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এ হিসাবে গোপের "সোগ্‌দি" শাখা, অর্থাৎ সদ্‌গোপ রাজপুত অন্তর্গত নিম্ন শ্রেণীর রাজপুত হওয়া সম্ভব। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চয় বলা ইতিহাস লেখার পদ্ধতি বিরুদ্ধ।

সদ্‌গোপ শব্দ ঐ রাজপুত শাখা হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব কিনা তাহা বিচক্ষণ প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিচার করিবেন। কিন্তু আমাদের অনুমান সদ্‌গোপ ক্ষত্রিয়ের শাখা বিশেষ ও এক্ষণে বৈশ্য বলিয়া পরিচিত।

পূর্ব্বকুল কুলীনগণের সহিত পশ্চিমকুল কুলীনের যৌন সম্বন্ধ হইত না (যদিও ক্ষত্রিয় বৈশ্যে বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত); সে কারণ পূর্ব্বকুল কুলীন "Sod" শাখা সংস্পর্শজাত একথা বলা

যায় না। পূর্ব্বকুল কুলীনগণ বল্লাল সেন হইতে কুল মর্য্যাদা প্রাপ্ত বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন কর্ণাট রাজ হইতে কার্য্য দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। পশ্চিমকুল কুলীন মধ্যে রাজপুত জ্ঞাপক যে সকল আচার ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রকাশ পায়, পূর্ব্বকুল কুলীন মধ্যে সেরূপ আচার ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রকাশ নাই; কেবল রাজা গোপীনাথ নিয়োগী সম্বন্ধে যাহা আছে তাহা পঞ্চানন কাব্যতীর্থ মহাশয় সদ্‌গোপ পত্রিকায় ১৩১৫ বা ১৬সালে ৭পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বকুলকুলীন মধ্যে ৺গোপী-নাথ নিয়োগী ব্যতীত আরও ২।১ জন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। এ অবস্থায় ইহা অসম্ভব নহে যে, যে যে বংশ রাজা হইয়া ছিলেন, সে সে বংশ রাজপুত সদৃশ আচার ব্যবহার অনুসরণ করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বকুলের কিম্বদন্তী অনুসারেই মৌলিক সদ্‌গোপ হইতেই বিশেষ কারণে ৩টী বংশ কুলীন বলিয়া উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। পূর্ব্বকুল কুলীনগণ শ্রাদ্ধে নামোচ্চারণকালে পদবী "ঘোষ" শব্দ (ক) ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে পরিমার্জ্জিত ধারণায় অনেকে তাহা করেন না—সুর, নেউগী ও বিশ্বাষ শব্দ যেরূপ সাধারণে প্রচলন সেইরূপ পদবীই উচ্চারণ করেন। কেহ কেহ ঐ সকল পদবীর পর পুরহিতের কথা মত (দাস পদবী না

(ক) বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় ও সদ্গোপ সুহৃদ অগ্রহায়ণ ১৩১০, ৩৮ পৃষ্ঠায় ৺রাম চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন সকল স্থানের পূর্ব্বকুল কুলীন, মৌলিক ও গ্রামীনগণ আবহমান কাল ক্রিয়াদির সময় নামান্তে "ঘোস" পদবীর উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। ৫।৭ বৎসর হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ২।১ জন সুর, নিওগী, বিশ্বাস পদবীতে ঘোষ শব্দ উহ্য করিয়া, এবং দাস শব্দ যোগ করিয়া চলিত উপাধি মন্ত্রোচ্চারণ কালে বলিতে সূত্রপাত করিয়াছেন। কোঙর কুলীনগণ পদবীতে দাস শব্দ যোগ করেন না। অধুনা ২।১ স্থলে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ কালে নাম বলাইবার সময় দাস শব্দ যোগ করিতেছেন। ইহাতে কুলীনকে হীন করা হয়।

থাকা সত্ত্বেও) দাস শব্দও ব্যবহার করেন। ইহাতে আপত্তি সত্ত্বেও কোনও বিখ্যাত বংশের গুরুও দাস শব্দ ব্যবহারে সম্মতি দেন। দাস শব্দ ব্যবহার ২৮—তি তত্ত্বের মন্ত্রের নমুনার বিরুদ্ধ—সে নমুনায় দাস নাই। (উদ্বাহ ও শ্রাদ্ধ তত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

মানিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে রাজা লাউসেন "কোঙর" ও ক্ষেত্রী বলা হইয়াছে। তিনিও সম্ভবতঃ সদ্‌গোপ ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম উপাসক। পুরাণে পাল রাজগণকে গুপ্ত রাজ বংশের দৌহিত্র বংশজ ও বৈশ্য বলা হইয়াছে। শিলালিপিতে পাল বংশ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রি কথিত আছে; এবং আনন্দ ভট্টের "বল্লাল চরিত"—এ অধম ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

ক্ষত্রিয় বংশ সহ পশ্চিম কুলকুলীনের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ বিবাহ হইত, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে সম শ্রেণীর কুলীন সহই বা মৌলিক সহ বিবাহ হইতেছে। আদিতে যাহাই থাকুক না কেন, এক্ষণে বহুকালাবধি বৈশ্য সহ অনুলোম বিবাহ দ্বারা শাস্ত্রমতে মাতৃ-সদৃশ (অর্থাৎ) বৈশ্য বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বশ্রেণীতে বিবাহ দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব কতদূর বজায় আছে তাহা দেশাচারের উপর নির্ভর করে। এক্ষণে বোধ হয় ক্ষত্রিয় কন্যা সহ বিবাহ হয় না।

প্রত্নতত্ত্ব লিখিতে হইলে কোন বিষয় অতিরঞ্জিত—বা গোপন করা গর্হিত; এবং ইতিহাসের কথা লিখিতে বসিয়া সাহস করিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায় না, যদি লোকে তাহা সত্য বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস না করিয়া থাকে। এজন্য নিঃসন্দেহে আদিপুরুষকে ক্ষত্রিয় বা রাজপুত বলিয়া প্রচার করা সম্ভব নহে। সম্ভবতঃ আদিতে অপরিচিত ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন। তৎকালে চারিদিকেই যুদ্ধ বিগ্রহ, দস্যুতা, রাজ্য ধ্বংশ হইত, এবং যে সকল রাজবংশ বিধ্বস্ত হইত তাহাদের

পরিবার মধ্যে কোন পুরুষের স্বদেশে নির্ব্বিঘ্নে থাকাও অসম্ভব হইত, এইরূপ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি বিদেশে আসিয়া নির্ব্বিঘ্ন হইত ও যুদ্ধ বিদ্যা বিষারদ ব্যক্তি ও সাহসী ঐ রূপ পুরুষ বিদেশে সুযোগ পাইলেই পুনরায় নিজ প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিবেন ও পুনঃ রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহার দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশের অনেক ঐতিহাসিক স্থানেই শুনা যায়।

অধিকন্তু অমরকোষে ক্ষত্রিয় বর্গ মধ্যে আছে :—

"প্রতিহারে দ্বারপাল দ্বাঃস্থ দ্বাস্থিত দর্শকা :।
রক্ষিবর্গস্তনীকস্থোহথা হধ্যক্ষাহধিকৃতৌ সমৌ ॥৭৩৪
স্থায়ুকোহধিকৃতো গ্রামে গোপোগ্রামেষু ভূরিষু।
ভৌরিকঃ কনকাধ্যক্ষো রূপ্যাধ্যক্ষস্তু নৈষ্কিকঃ ॥৭৩৫

* * * * * *

সাম্বৎসরো জ্যোতিষিকো দৈবজ্ঞ গণকাবপি।
স্যমৌহূর্ত্তিক মৌহূর্ত্ত জ্ঞানিকার্ত্তান্তিকা অপি ॥৭৪২
তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্তঃ সত্রী গৃহপতিঃ সমৌ।
লিপিকরোহক্ষরচনোহক্ষরচুঞ্চুশ্চ লেখকে ॥৭৪৩"

ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে পুরাকালে ক্ষত্রিয় গোপ ও ছিল; সে গোপ গ্রামাধ্যক্ষ ছিলেন ও তাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু অন্যান্য কার্য্যও করিতেন এবং সত্রী বা যজ্ঞ করিতেন ও গৃহপতি, বা গৃহস্থের কার্য্যও করিতেন, অর্থাৎ চাষাবাদ ও করিতেন। হয়তো ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমানে তাঁহারা হলদ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেন না।

সদ্‌গোপের পশ্চিম কুল কুলীনেরা কখন লাঙ্গল ধরেন নাই, অর্থাৎ স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ করেন নাই। হয়তো আদিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া কুলীন হইয়া প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য স্বহস্তে হলবাহন করিতেন না। * সদ্‌গোপ বৈশ্যগণ তাঁহাদের সমাজ ভুক্ত হইয়া থাকেন। অমরকোষ উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকে দেখা যায় কৃষীকর্ম্ম তাঁহারা করিতেন। সম্ভবতঃ রাজ-বংশ বলিয়া ও অর্থাভাব না থাকায় তাঁহারা সে অভিমান বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে মৌলিকগণ উক্ত কুলীনগণ সহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই তাঁহারা মৌলিক সদ্‌গোপ হইয়া থাকেন।

এ গোপ দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপ বা গো-গোপ বা গোবৃত্তিক গোপ নহে। এবং সঙ্কর বা সঙ্কীর্ণ গোগ ও নহে। এ গোপ ছিলেন গামাধ্যক্ষ, বা গ্রামের হিসাব রক্ষক, স্থায়ুক, ইত্যাদি।

অমরকোষে বৈশ্যবর্গে উক্ত হইয়াছে "উরব্যা উরুজ অর্য্যা, "বৈশ্যা ভূমি স্পৃশো বিশ :। ৮৪৭

আজীবো জীবিকা বার্ত্তা বৃত্তির্বর্ত্ত ন জীবনে ॥ ৮৪৮

স্ত্রিয়াং কৃষিঃ পাশুপাল্যং বানিজ্যং চেতি বৃত্তয় ঃ।

সেবা স্ববৃত্তিরনৃতং কৃষিরুঞ্ছশিলন্ততং ॥৮৫০

* * * *

ক্ষেত্রাঃজীবশ্চ কর্ষক কৃষিকশ্চ কৃষীবলঃ ।৮৫৪"

* হলচালন করিলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে অস্তে সংক্ষেপে শ্রাদ্ধ ও প্রায়শ্চিত্ত করা বিধি, বৈশ্য পক্ষে স্ববৃত্তি বলিয়া তাহা করিতে হয় না। অশিক্ষিত ও অভি-মানীগণ হল চালন নিষেধ ধরিয়া লইয়াছেন ও হল চালন ত্যাগ করিয়াছেন। হল-চালনের বিধি 'বৃহৎ পারাশরীর' ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে।

পুনশ্চ—ঐ বৈশ্যবর্গ মধ্যে পৃথক—উল্লেখ আছে :

"গোপে গোপাল গোসঙ্খ্য গোধুগাভীর বল্লবা :।
গোমহিষ্যাদিকং পাদবন্ধনং দ্বৌ গবীশ্বরে।
গোমামান্ গোমী গোকুলন্তু গোধনং স্যাদ্গবাং ব্রজ : ॥৯০৬"

স্পষ্টই বুঝা যায় যে আভীর বল্লব গোপাল এবং যাহারা গো ও মহিষের ২ পা বাঁধিয়া দোহন করে তাহারাও বৈশ্যবর্গ অন্তর্গত এক সময়ে ছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নন্দকে গোপশ্রেষ্ঠ, ও বৈশ্য বলা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সীতাযজ্ঞ অধ্যায়ে বল্লভ, শ্রেষ্ঠ গোপ বৈশ্য ও কতক গোপকে তদীতর গোপ বলা হইয়াছে। কাল ক্রমে এই গোপ হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও হীন শ্রেণীর হইয়াছে। বঙ্গে ইহাদিগকে গোপ ব্রাহ্মণ বলা হয়। এই গোপ ব্রাহ্মণ দ্বারা সদ্‌গোপের কোন কার্য্যই চলে না; এমন কি তদ্বারা পাককরা দ্রব্যও সদ্‌গোপের আহার্য্য নহে।

বৌদ্ধ ও জৈন আমোলে বঙ্গে এই ক্ষত্রিয় গোপ ও বৈশ্য গোপের কি অবস্থান্তর হয় তাহার কোন বিবরণ হস্তগত হয় নাই। বৌদ্ধ জাতকে পাওয়া যায় শেষোক্ত দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ীকে প্রথমে বৌদ্ধ সঙ্ঘে গ্রহণ করা হয় নাই; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কোন কোন এরূপ গোপকে বৌদ্ধ সংঙ্ঘে লওয়া হইয়াছিল। তাহারা হিন্দু, সমাজের পুনরুত্থান সময়ে পতিত বলিয়া গণ্য হয়। এখনও সেই ভাবই চলিতেছে। অধুনা পশ্চিমাঞ্চলের কতকগোপগণ যদুবংশীয় বা যাদব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন ও পৈতা ধারণ করিতেছেন।

অমরকোষে বৈশ্যবর্গের পর শূদ্রবর্গ ; তৎপরে নানার্থ বর্গে লিখিত আছে ঃ—

"গ্রামনীর্নাপিতে পুংসি শ্রেষ্ঠে গ্রামাধিপে ত্রিষু।
ঊর্ণা মেষাদিলোম্নি স্যাদাবর্ত্তে চান্তরা ভ্রুবৌ॥" ১২১৩
(পূর্ব্বে গোপকে গ্রামাধিপ বলা হইয়াছে)

পুনশ্চঃ—

পরিচ্ছদে পরীবাপ ঃ পর্য্যুপ্তৌ সলিলস্থিতৌ।
গোধুগগোষ্ঠপতী গোপৌ হরবিষ্ণু বৃষাকপী॥" ১২৯৩

আর এককথাঃ—

এক্ষণে উপনয়ন পরিত্যক্ত হওয়ায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেই ব্রাত্য। কত কাল হইতে এই ব্রাত্য অবস্থা ঘটিয়াছে কেহ বলিতে পারেন না। কাজেই এক্ষণে বঙ্গদেশে উপবীত হীন ব্রাত্য ব্যতিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাই। বোধ হয় সদ্‌গোপের এখন সেই অবস্থা।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত শুদ্ধিতত্ত্বে তিনি লিখিয়াছেন—

"ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদিনামপি শূদ্রত্বমাহ—মনুঃ। *** এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথৈব অম্বষ্ঠাদীনামপীতি জাতি প্রসঙ্গাদুক্তং॥ ৭১॥"

বাস্তবিক কিন্তু তাহা হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শুদ্ধিতত্ত্ব লিখিত হইবার পরও বৈষ্ণব বহুগ্রন্থে লেখা আছে যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্গ সমাজে বর্ত্তমান। আর দেখা যায় এ পর্য্যন্ত সেনগুপ্ত পদবীধারী বৈদ্যগণ উপনয়ন ধারী রহিয়াছে ও ১৫ দিন অশৌচ ধারণ করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন রাজা রাজবল্লভের আদেশ মত উপবীত গ্রহণ করেন। যদি তাহাই হয় তাহাও ২০০ বৎসরের কথা।

সদ্‌গোপের উপনয়নের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে উপনয়ন ছিল। পশ্চিম কুল (কোন কোন) কুলীনের ছিল মৌলিকের ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। শুদ্ধাচার ও সদাচার যজ্ঞ আহ্নিক তর্পন ইত্যাদি নিশ্চয়ই ছিল। ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদের অনেক আচার ব্যবহার ছিল। গায়ত্রী উপাসনা ছিল কি না জানা যায় নাই। অশৌচ ৩০ দিন বরাবর ধারণ করিতেছেন। কোন জানিত ক্ষত্রিয় বংশ সহ বিবাহ সম্বন্ধের কথা জানা যায় নাই।

ইহাঁদের গুরু পুরোহিত ও সৎ ব্রাহ্মণ। ৭০০।৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় স্মার্ত্ত শূলপাণি প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে বৈশ্যের ২৩ বৎসর মধ্যে উপনয়ন সংস্কার না হইলে ব্রাত্য হন। ব্রাত্য হইলে প্রায়শ্চিত্তের পর উপনয়ন হইতে পারিবে। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে শুদ্ধ হইবে না।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পক্ষে কৃষিকার্য্য ও কর্ষণ বিধি আছে কিন্তু ভূমি কর্ষণের পর, প্রাণি হিংসা দোষ বা পাপ স্খালন জন্য পঞ্চযজ্ঞ বিধি আছে। তথাচ "তস্যৈব স্বয়মন্য দ্বারা বা স্বাচ্ছন্দে-নানুষ্ঠায়ীনো ব্রাহ্মনস্য ক্ষত্রিয়স্য বা ইত্যর্থ নতু বৈশ্যস্য স্ববৃত্তিত্বেন দোষা ভাবাৎ।" ইতি স্মার্থ রঘুনন্দনকৃত—আহ্নিকতত্ত্বের মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কৃত টীকা ১২৯৮ সাল। ১২৯৮ সালেও স্মার্ত্ত মধুসূদন বঙ্গে বৈশ্যত্বের অস্তিত্ব দেখিয়াছেন বলিয়াই এই ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। সে বৈশ্য সদ্‌গোপ ছাড়া আর কে হওয়া ন্যায় সঙ্গত সম্ভব? সদ্‌গোপের কুলীনকে ক্ষত্রিয় বলিয়া এ বিধির বাহিরে রাখা বোধ হয় সম্ভব হইবে না।

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

উভয় কুল সদ্গোপের পরস্পর ব্যবহার

কুলীন মৌলিক এক গোত্র হইলে পূর্ব্বকুলে বিবাহ হয় না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উভয়ে এক বংশজ এবং সে মৌলিকের পূর্ব্ব-পুরুষ ও সে কুলীনের পূর্ব্ব পুরুষ এক ছিলেন অর্থাৎ উভয়ের উৎ-পত্তি এক এবং পূর্ব্বকুলের কুলীনও আগে মৌলিক ছিলেন—কুলীনত্ব পাইয়া গোত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। এবং সেই জন্য কোন কোন পূর্ব্ব-কুল কুলীন শ্রাদ্ধের মন্ত্রে, পূর্ব্বকালে নামোচ্চারণ সময়ে, ঘোষ পদবী গ্রহণ করিতেন। (ক) (ঘোষ বৈশ্য-মৌলিক বাচক)।

"ইতিহাস সমুচ্চয়" ও আসামে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় পুরাকালে কোন কোন ব্রাহ্মণ বংশেরও ঘোষ পদবী ছিল। গো রক্ষিত স্থানকে (বাথানকে), এবং গোয়ালা সমষ্টীগত বাসের স্থানকে কোন কোন পুরাণে ঘোষ-পল্লী বলা হইয়াছে এবং এক্ষণে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে গোয়ালারা পদবী লিখিতে আরম্ভ করেন "গোপ-ঘোষ" এবং অল্পকাল যাবৎ কোন কোন শিক্ষিত গোপ, গোপ শব্দ ত্যাগ করিয়া কেবল ঘোষ লিখিতেছেন। তাহাতেই সেন্‌সাসে বিভ্রাট ঘটীয়াছে। কিন্তু বেদপাঠ ধ্বনিকেও ঘোষ বলিত।

কোন কোন পূর্ব্বকুল কুলীন সদ্গোপ, তৎ স্থুর বংশধরগণ (ক), বিবাহে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কেন করিতেন না তাহা বুঝিতে পারি নাই।

(ক) A short account of the Sadgops of Bengal by Chandannagore Sadgop Shava, p. 9.

আজ কাল তাঁহারা সকলে আভ্যুতিক শ্রাদ্ধ করেন কি না সঠিক সংবাদ পাই নাই। বহু বর্ষ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের ঘোষ পদবী ছিল এখন আর তাহা দেখা যায় না।

আরও ২।৪টী আচার ব্যবহার উল্লেখ যোগ্য। ৫।৭ পুরুষ (জন্ম) বাদ দিয়া শাস্ত্রে যে বিবাহের ব্যবস্থা আছে তাহাও পূর্ব্বকুল কুলীনগণ অবলম্বন করেন নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের ব্যবস্থা মানেন না; পুরুষ (বা জন্ম) হিসাবেও ধরেন না। কেবল গোত্রটীই দেখেন। সেন্‌সাসে বিবাহে গোত্র ব্যবহার দ্বারা আর্য্য বা অনার্য্য স্থির করা ব্যবস্থা করার পর হইতেই এইরূপ মনবৃত্তি হইয়াছে।

সদ্গোপের মধ্যে পূর্ব্বকালে কখনও বিধবা বিবাহ হয় নাই *; এক্ষণে সমাজে ২০।২১ বৎসরের অনূঢ়া বালিকা থাকিয়া যাইতেছে—তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই, সভা সমিতির প্রতিকারেরও চেষ্টা নাই। বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার উত্তেজনা সত্ত্বেও ভদ্রবংশে বিধবা বিবাহ হয় নাই কেহই এ পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্তও করেন নাই এবং উপনয়নও গ্রহণ করেন নাই। যাহা ব্রাহ্মণের মধ্যে বা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রচলন হয় নাই, যাহা কায়স্থ ও বৈদ্য মধ্যেও চলে নাই তাহা (ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য) সদ্গোপ মধ্যেও চলিবার সম্ভাবনা নাই। সদ্গোপ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা তন্মিশ্রণ হইলে মৃতাশৌচ কাল অশৌচান্তে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যত্ব ঘুচাইয়া অশৌচকাল পরিবর্ত্তন সম্ভব। নতুবা বিভ্রাট ও সমাজ বিপ্লবের সম্ভাবনা।

এ সকল বিষয়ের মিমাংসা করিতে হইলে প্রবীণ বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ লোকের, বিশেষ স্বজাতীয়ের সমীকরণ করিয়া তাহাদের পরামর্শ দ্বারা সম্ভব, বিশেষ যদি রাজা মহেন্দ্রের মত ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তি

* Census Report.

নেতা হন। সমাজ কোন পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইলে সে পরিবর্ত্তন সহজ সাধ্য।

সমাজের জনসাধারণের মত বা আচার ব্যবহার কোন সভা বা সমিতি নিজ সভ্যগণের অধিকাংশের মত দ্বারা পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। আইন করিয়া, ও অবাধ্য হইলে আইন মত শাস্তি ব্যবস্থা হইলে পরিবর্ত্তন সম্ভব। আইন সভায় সদ্গোপের মন্তব্য ও আচার ব্যবহার জ্ঞাত বোধ হয় কেহই নাই। এ অবস্থায় নিঃসম্পর্কীয় পক্ষে যথেচ্ছাচার অসম্ভব নহে। ব্রাহ্ম, মুসলমান ও খৃষ্টান সভ্যের অধিকাংশের ভোট দ্বারা হিন্দু সমাজের নিয়ম বা আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে চলিয়াছে। ইহা অতি দুঃখের বিষয়।

রাজা রাজবল্লভ স্বসমাজের কতক পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত হইলেও নিজ সমাজ শাসন সর্ব্বাংশরূপে এড়াইতে পারেন নাই। (ক)

তাঁহার আদেশে মাত্র কয়েক জন বৈদ্য পৈতা গ্রহণ করেন। এক্ষণে অন্ততঃ প্রত্যেক জেলা হইতে প্রকৃত রাঢ়ী সদ্গোপের ২।৪টী প্রধান শিক্ষিত প্রতিনিধি লইয়া সভা স্থাপন করিয়া আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু সদ্গোপের বর্ত্তমান প্রবীনগণকে অন্যান্য সভা (অগ্রে) সমিতিগুলির পক্ষ হইতে সে প্রবীণের সভার মত মানিয়া চলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া আবশ্যক।

ধ্রুবানন্দের মিশ্র গ্রন্থে আছে শূর বংশীয়গণ কাশ্মীরের নিকট দরদ (বর্ত্তমান দর্দ্দিস্থান) হইতে গৌড়ে আগমন করেন। (খ) রজনীকান্ত

(ক) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত রাজীবলোচন কৃত।

(খ) উক্ত পুস্তকের ৬৯ পৃষ্ঠায় ঢাকায় প্রাপ্ত খড়্গোদ্যমের তাম্রশাসন (পৃঃ ২৬

মহাশয়ের গৌড়ের ইতিহাসে কথিত আছে যে যে সময়ে শূরবংশ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব আরম্ভ করেন, তাহার পূর্ব্বে হইতেই বঙ্গে খড়্গা বংশের রাজত্ব হয়।

কুলাচার্য্য দিগের গ্রন্থে কবিশূর, মাধবশূর, আদিশূর, ভুশূর, ক্ষিতিশূর, ধরাশূর, প্রদ্যুম্নশূর, বরেন্দ্র শূর ও অনুশূর রাজার নাম আছে (পৃঃ ৭০ ঐ)। চোল রাজা রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ কোশলের (মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে), রাজা রণশূরকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। ঘটক কারিকাকারগণ মতে শূরবংশীয়গণ গৌড় রাজ্যে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তাঁহাদের রাজধানী ছিল (ঐ পৃঃ ৭১)।

এই শূরবংশীয়গণ সহ পূর্ব্বকুল সূরবংশের সম্বন্ধ অসম্ভব নহে। সূর বংশীয়গণ মতে তাঁহাদের আদিপুরুষ, বল্লাল সেনের পূর্ব্বে রাঢ়দেশে বর্ত্তমান ছিলেন। আদিশূরের সময়ের পূর্ব্বের বংশাবলী পাওয়া যায় নাই।

কুলীনগণ সম্বন্ধে ২টী কিম্বদন্তী তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আরও একটী কিম্বদন্তী কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যথা :—

ধ্রুবানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ভট্ট শালিবাহন লিখিয়া গিয়াছেন :—

"কান্যকুব্জ পতির্বীর পত্রার্গ বিধিতঃ সুধীঃ
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ত্রিতঃ।
গৌড়েশ্বরো মহারাজো রাজসূয়মনুষ্ঠিতম্।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশঃ॥

—সমাজ তত্ত্ব * ও বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয় ও হীতবাদী। ধৃত

ভট্টশালিবাহন বোধ হয় আদিশূরের সমসাময়িক। সমাজতত্ত্বে ও আর দুই-

এই শ্লোক উল্লেখ করিয়া কোন কোন কুলীন মহাশয় বলেন—আদিশূরের যজ্ঞে দশ জন দ্বিজ আসেন, তন্মধ্যে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন বৈশ্য। এই ৫ জন বৈশ্যই তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ, যথা :— ১ জয় শূর, ২ নারায়ণ, ৩ কৃষ্ণ, ৪ লক্ষ্যপতি ও ৫ ধনপতি। উহাঁদের মধ্যে—প্রথম ৩ জন প্রধান কুলীন ; লক্ষপতি ও ধনপতি গুণের তারতম্য হেতু মধ্যম হইয়াছেন।

ভট্ট শালিবাহন গ্রন্থ নাটোর নগরে ছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

বল্লাল সেন প্রথমোক্ত তিনটিকে উপযুক্ত জ্ঞানে কুলীন সংজ্ঞা দেন ও সুর, নিয়োগী ও বিশ্বাস পদবী দেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে কিনা জানিতে পারি নাই। আর কথিত আছে যাঁহারা পশ্চিমকুল কুলীন বলিয়া খ্যাত তাঁহারা বল্লাল হইতে কুল গ্রহণ করেন নাই।

পূর্ব্বকথিত পাল উপাধিধারী সদ্গোপ বংশকে মৌলিক মধ্যে ধরা

খানি গ্রন্থে এই শ্লোকটী মুদ্রিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু অপর কোন কোন গ্রন্থে পঞ্চ দ্বিজ ও পঞ্চ পরিচারকের বা সহচরের কথা আছে। যথা :—

"পঞ্চ শঙ্খ গোত্র পঞ্চ সহ ভৃত্য পঞ্চ।
পঞ্চ পঞ্চ প্রাণে এক দেহে ভৃত্য পঞ্চ॥"

ধ্রুবানন্দ ধৃত—প্রজাপতি পৃঃ ৪৭, ভাটের কথা।

এ বিষয়ের মিমাংসা অসম্ভব। পরিচারক বা সহচরের কথা আদিশূরের ১৬০ বৎসর পরে ঘটক এড়ু মিশ্রের কারিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। রয়াল এসির টিক সোসাইটিতে এ গ্রন্থ প্রাপ্তব্য। ইহা সাবেক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বহুকাল আগে হিতবাদী পত্রিকায়ও এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছি ; সন তারিখ স্মরণ হইতেছে না।

হইত; তন্মধ্যে পোলবার পালকে সমাজ অন্তর্গত বলা হয়। কিন্তু এক্ষণে পোলবার পালবংশেও অন্যান্য সদ্‌গোপ পাল বংশে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষণে শিক্ষা বিস্তারের হেতু ও সদাচারের প্রতি লক্ষ্য হওয়ায় সকল সদ্‌গোপ পাল বংশই মৌলিক। পূর্ব্বকালে সামাজিক অবস্থার যে ধারণা ছিল, তাহাতে, যে মৌলিক বংশ অধিক পরিমাণে পূর্ব্বকুল কুলীন সহ জড়িত হইতে পারিতেন সেই বংশ তাজা মৌলিক বলিয়া গণ্য হইতেন; যথা—ভদ্রেশ্বরের ও পেয়াসাড়ার সরকার বংশ দ্বয়, চন্দননগরের তুলাপটীর ৺আত্মারাম দিগর ঘোষ বংশ ও ৺আশুতোষ ঘোষ বংশ; কলিকাতায় ইটালির জনরঞ্জন পাল ও তালতলার রাইচরণ পাল বংশ, ইত্যাদি অনেক বংশ আছে। দুঃখের বিষয় তাঁহারা বংশাবলী ও ইতিহাস প্রেরণ না করায় এবং সকল তাজা বংশগুলি না জানায় অধিক পরিমাণে নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না। গ্রামীন্ বলিয়া কোন বংশকে উল্লেখ করিলেও সে বংশের বংশধরগণে দুঃখিত হইতে পারেন। সাধারণ নিয়ম যাহা ছিল—তাহা স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট; অর্থাৎ পূর্ব্বকুল কুলীন সহ যাহার সম্পর্ক নাই তিনি পূর্ব্বকুল কুলীন মতে গ্রামীন। এমন কি পশ্চিমকুল বহু কুলীন সহ সম্পর্ক থাকিলেও অব্যাহতি নাই। ইহাতে পশ্চিমকুল কুলীন প্রতি কটাক্ষ বুঝায়। সুখের বিষয় গ্রামীন্ শব্দের ব্যবহার অধুনা বড় বেশী শুনা যায় না। ২।৪ জন মাত্র এরূপ শব্দ প্রয়োগ করেন। গণ্ডির মধ্যে প্রয়োগই বেশী।

অথর্ব্ব বেদে ও ঋগ্বেদে গ্রামীন্ বা গ্রামিন্ শব্দের ব্যবহার আছে; তাহার অর্থ গ্রামে বাস করে বা গ্রামে গণ্য মান্য। তথায় শব্দটী হীণতাজ্ঞাপক নহে। দৃষ্টান্ত দিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

২৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত "জয়দেব চরিত্রী"তে গ্রামীন শব্দ ব্যবহার হইয়াছে যথা ঃ—

এ কথা শুনি মাত্র গ্রামে রব হইল।
অসম্ভব শুনিলোক চমৎকার হইল॥
গ্রামণি লোক সব একত্র হইয়া।
ঠাকুর নিকট চলে আনন্দ হইয়া॥"

(এ ঠাকুর রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি।)

পূর্ব্বকুল সদ্‌গোপের মধ্যে ও কুলীনের নিম্নে একটী থাক আছে, যথা মৌলিক, এক্ষণে বলেন সমাজ। ইহা পশ্চিম কুলের সমাজের ন্যায় ধরা হয়। কিন্তু কি কারণে এই পূর্ব্বকুল সমাজ থাকের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং কোন সময়ে কাহার দ্বারা স্থাপিত, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পোলবার পাল প্রধান মৌলিক ; এখন বলেন সমাজভুক্ত ৮টী কিন্তু পোলবার পাল ছাড়া বাকী ৭টীর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই, সমাজ ৮ঘর মধ্যে সে ৭টী এখন প্রবাদে দাঁড়াইয়াছে। (পরে দ্রষ্টব্য)।

পশ্চিম কুলের সমাজভুক্ত বংশগুলি ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করেন। পূর্ব্ব-কুল সমাজভুক্ত মহাশয়গণ মধ্যে কেহ ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করেন না। পশ্চিমকুলের সমাজভুক্ত বংশীয়গণও ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করেন। নিম্নলিখিত ৬টী বংশ পূর্ব্বকুল সমাজভুক্ত ছিল বলিয়া বলা হয়। ইহাঁরাও মৌলিক শ্রেণী হইতে উন্নীত। যথা ঃ—শেঁাপুরের, বিঘিটির, আনপুরের, দাধার মেদিনীপুরের ও বাঘাণ্ডার বংশ। বাসস্থানের নাম দ্বারা ইহাঁরা পরিচিত বলিয়া অনুমান হয়।

পূর্ব্বকুল কুলীনগণ অবাধে সমাজ বংশ সহ (মৌলিক সহ) আদান প্রদান করেন, তত্রাপি কন্যার বিবাহকালে কুলীন পাত্র পাইলে, সমাজ

ঘরে কন্যাদান করিতেন না। গ্রামিনের ঘরে আদান প্রদানে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সময়ে সময়ে বিশেষ কারণ থাকিলে গ্রামিন কন্যা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সে কন্যাকে কুলীন কন্যা বা স্ত্রীগণ সহ সম মনে করিতেন না। এমন কি সে কন্যার পাক করা বা স্পৃষ্ট অন্নও গ্রহণ করিতেন না। সে কন্যার আত্মীয় অতিথি হইলে তাঁহার উচ্ছিষ্টও স্পর্শ করিতেন না। (ক) এক্ষণে সে মনোভাবের তীব্রতার ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকুল কুলীনগণ পশ্চিমকুল কুলীনকে কুলীন বলিয়াই

(ক) হিন্দু গৃহস্থ ঘরে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাই কুটুম্বের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করাই সদাচার। তদভাবে অবস্থাহীন পুরুষেরাও করিতেন। এমন কি যে কোন জাতীয় ভদ্র অতিথীর উচ্ছিষ্টও পরিষ্কার করিতেন। ব্রাহ্মণ বংশেও সময়ে সময়ে দাস দাসীর অভাবে এ অতিথিসৎকার দেখিতে পাওয়া গিযাছে। বর্ত্তমান কালে অনেকে ইহাকে সদাচার বলেন না। ইহা কাল ধর্ম্ম ও গৃহস্থের সদাচার শিক্ষার অভাবে। কিন্তু মৌলিক বা গ্রামীন্ প্রতি বিবাহের পর এ ব্যবহার কদর্য্য ও সঙ্কীর্ণ মনের পরিচায়ক।

রায় সাহেব ৺শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় তৎকৃত "সদ্গোপ জাতি" তৃতীয় ভাগে ৫ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "কে অর্দ্ধ কুলীন, কে মৌলিক, কে গ্রামিন্য (গ্রামীণ) ইহা এখন নির্ণয় করা দুরূহ। এই সমস্ত প্রভেদ তুলিয়া দিয়া বর্ত্তমানের উক্ত তিন বিভাগকে এক মাত্র মৌলিক আখ্যায় অভিহিত করিলে ভাল হয় ২।" তিনি বলিয়াছেন সকল সুর, নিয়োগী এবং সকল বিশ্বাস সমাজে সমান সম্মান প্রাপ্ত হন না। আরও বলিয়াছেন সুর, নিয়োগী ও বিশ্বাস মধ্যে কে উৎকৃষ্ট কে নিকৃষ্ট এই প্রভেদ রক্ষা করিবার আর সার্থকতা নাই। (পৃঃ ৫ ও ৬) ১৩ পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়াছেন—কুলীন কন্যা মৌলিকে বিবাহিতা হইলে মৌলিক হইয়া যান। এবং পিতৃগৃহে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে পাকশালায় গিয়া পক্ক দ্রব্য স্পর্শ এমন কি পাকশালায় গমণও করিতে পারেন না; তাঁহার সন্তানও মৌলিক হন। বিশ্বাস মহাশয় ইহা যে লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। ইহা দ্বারা মৌলিক সম্বন্ধে কুলীনের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়। শত ধৌত কয়লা যেমন পরিষ্কার হয় না, সহস্র

গ্রাহ্য করিতেন না। এ ভাব উভয়তঃ এক রূপই ছিল। এক্ষণে পূর্ব্বকুল কুলীনে ও পশ্চিম কুল কুলীনে ৫টী মাত্র বিবাহ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪টী একটু গোপন ভাবে ও ১টী প্রকাশ্য ভাবে কিন্তু অল্প সংখ্যক কুটুম্ব আহ্বান করিয়া হইয়াছে। যদিও এ বিবাহে কাহাকেও হীনতা প্রাপ্ত হইতে হয় নাই। তত্রাচ ইহা আদরণীয় হয় নাই। বোধ হয় অতীতের সদ্ভাবের অভাবই ইহার কারণ। সকলে এক মনভাবাপন্ন হইলেই জাতীয় উন্নতি ও বল অবশ্যম্ভাবী।

পশ্চিমকুলেও, সমাজ ও মৌলিক সহ বিবাহের ফল ঐ একই রূপ। কিন্তু পশ্চিমকুল কুলীনগণ সমাজ ও মৌলিক কন্যা বিবাহের পর বাড়ীতে আসিয়া অন্যান্য কুলীন কন্যাসহ সমভাবে আচরণ ও আদর করিতেন, কোনও ইতর বিশেষ করিতেন না; এখনও করেন না। এক্ষণে এরূপ বিবাহ বহু সংখ্যক হইয়াছে ও হইতেছে। পশ্চিমকুল অধিকাংশ কুলীন বংশেই মৌলিকের কন্যা আছেন, কেহ কেহ সমৃদ্ধিশালী কুলীনের অর্দ্ধাঙ্গিনী বা মাতা বা তৎস্থানীয় হইয়া নেতৃত্ব করিতেছেন। পশ্চিমকুল কুলীনগণ তাহাতে কুণ্ঠিত নন। বিবাহের পর সমাজ ও মৌলিক বংশজ কন্যা পশ্চিমকুল কুলীন গৃহে যাইয়া

বর্ষের ব্যবহারেও মনের অন্ধকার যায় নাই। মৌলিক যে তিমিরে আছেন তাঁহাকে সেই তিমিরেই রাখার ইচ্ছা প্রবল বলিয়া বোধ হয়। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমানের অজ্ পল্লীগ্রামের কথা স্বতন্ত্র। অন্যত্র পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সদাচার বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও আচার ব্যবহারেও শিক্ষা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে মন উন্নত মার্গে চলিতেছে। অজ্ পল্লীগ্রামের কথা বিশেষ অশিক্ষিতের মধ্যে স্বতন্ত্র। পশ্চিমকুলে মৌলিক প্রতি গড়ের কুলীনদের এইরূপ ব্যবহার ছিল। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ার প্রান্তদেশে শিক্ষা নাই বলিলেই হয় ও আচার ব্যবহারও কদর্য্য। তদ্দেশে শিক্ষা বিস্তার হইলে সুফল সম্ভব। সামাজিক উন্নতিও সম্ভব এবং জাতীয় উৎকর্ষতা

কুলীন সম হইয়া যান, ও কুলীন কন্যাসহ সমভাবে আদৃত হন। তাঁহাদের গর্ভজ সন্তানগণ উভয়কুলেই কুলীন বলিয়া পরিচিত হন।

পূর্ব্বকুলে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ শব্দ প্রযুজ্য নহে, কারণ এ স্থলে উভয় পক্ষের জাতি ও বর্ণ এক। ভিন্নজাতীয়ের ও বর্ণের বিবাহের সন্তানগণ সম্বন্ধে উক্ত শব্দ দ্বয় প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা ব্রাহ্মণে ও ক্ষত্রিয়ে বা বৈশ্যে; অথবা ক্ষত্রিয় ও শূদ্রে। দৃষ্টান্ত—শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বংশীয়গণ ক্ষত্রিয়, বলরাম এবং তদ্বংশীয়গণ বৈশ্য, এ পার্থক্য মাত্র বর্ণ দ্বারা সঙ্ঘটিত'।

রাজা কালীদাস ঘোষ নিলপুর অধিপতি; অর্থাৎ তাৎকালিক বর্দ্ধমানাধিপতি, মৌলিক সদ্গোপ ছিলেন। তাঁহার কন্যাগণকে পশ্চিমকুল কুলীনগণ বিবাহ করায় ও তৎগর্ভজ পুত্রগণ কুলীনগণ্য হওয়ায় তাঁহার পক্ষে মৌলিক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে কুলীন বলিয়া গণ্য করাই শ্রেয়।

পূর্ব্বকুল আশ্রিত তথা কথিত সমাজ স্থানীয় বংশগুলির নিরাকরণ করিতে পারি নাই। ইহার কারণ কোন লিখিত বিবরণ বা ইতিহাস নাই; এবং কুলীনগণ সহজে বংশমালা বা বংশ পরিচয় (যতটুকু আছে, ততটুকুও) দেন না। আমি বহু স্থানে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের অধিকাংশের বংশমালা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অনেকে প্রতিশ্রুতি দিয়া অবাধে তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা নিজ নিজ অনতিরঞ্জিত বংশ মালা ও বংশ ইতিহাস প্রকাশ করিয়া জাতীয় ইতিহাস ও দেশের ইতিহাস সঙ্কলণে সহায়তা করিবেন। তাহা এই পুস্তকের ২য় হইতে ৫ম খণ্ডে পর্য্যন্ত স্থান পাইতে পারে।

পূর্ব্বকুলাশ্রিত মৌলিকের ও গ্রামীনের প্রতি কোন কোন কুলীনের ব্যবহার সকল সময়ে ও সকল বংশে প্রীতিজনক ছিল না। তাহা সেই

সেই কুলীনের উন্নত মনের পরিচায়ক নহে। তাঁহাদেরও বংশমালা ও বংশের ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে।

ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রলাল সুর মহাশয় দুইবার সদ্গোপ বংশমালা ছাপাইয়াছেন, কিন্তু সমাজের বা মৌলিকের ও গ্রামীনের কোন বংশমালা প্রকাশ করেন নাই। এমন কি তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক থাকাও প্রকাশ নাই। অধুনা কলিকাতা টালার নিকট নিবাসী আর একটী কুলীন সুর মহাশয় (নাম স্মরণ নাই) শুনিয়াছি অনেকগুলি পূর্ব্ব কুল কুলীন বংশের বংশমালা সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু তাহা এখনও পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। আমিও কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার নকল চাহিবা সুফল প্রাপ্ত হই নাই; তিনি নিজে ছাপাইবেন বলিয়া ছিলেন। সাবেক superstition সত্ত্বেও কুলীনগণ পূর্ব্বাপেক্ষা যে উন্নত হইয়াছেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পরস্পর ও সাধারণের সহিত সদ্ব্যবহার দ্বারাই মনবৃত্তির উন্নতি হয়। (ক) দেশ ভ্রমণেও ঐ কার্য্য কতক সমাধা হয়।

কোন কোন পূর্ব্বকুল কুলীন মহাশয় বলেন—গ্রামীনেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে অনেক স্থলে সদাচারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শিক্ষিত হইয়াছে একারণে সংমিশ্রণ সম্ভব হইয়াছে। তাহা স্থল বিশেষে একেবারে অসত্য নহে। নিম্ন শ্রেণীর হস্তে কৃষি যাওয়ায় ও অশিক্ষিত সদ্গোপ কৃষকদের তাহাদের সহিত মেলা মেশা হওয়ায়, সংশ্রব দোষে দূষিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

(ক) রায় সাহেব ৺শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ও তাঁহার সদ্গোপ জাতি নামক পুস্তকের ৩য় ভাগের ৭৯ পৃষ্ঠায় এই ভাবেরই কথা বলিয়াছেন। তিনি দিল্লীতে ও সিমলায়, বিদেশে চাকরি ও বিদেশ ভ্রমণ দ্বারা ও বহু শিক্ষিত লোকের সহিত মেলা মেশা করিতেন; তাহাতে তাঁহার বহু পরিমাণে মানসিক উন্নতি লাভ হইয়াছিল।

গ্রামীন্ ও মৌলিকে জাতিগত কোন পার্থক্য ছিল না। উভয়েই এক জাতি—কেবল কুলীনের নিকট আদরের তফাৎ। এক্ষণে কুলীন বংশগত হইয়া গিয়াছে। যে বংশগত কুলীন আচার ভ্রষ্ট ও সামান্য কার্য্য করেন, যথা—মুদীর দোকানে কার্য্য করেন বা ময়রার দোকানে মুড়কি প্রস্তুত করেন তিনিও মর্য্যাদার দাবী করেন। উচ্চ বর্ণের মধ্যেও এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কুলীনের সদাচার যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মৌলিকের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারে তৎপ্রতি কুলীনের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কুলীনকে যথাসম্ভব সম্মান করিবার জন্য মৌলিককেও প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। অনেক উন্নতমনা কুলীন যে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে গ্রামীন প্রায়ই অনাদৃত থাকিতেন, মৌলিক কিছু আদর পাইতেন। এখনও অনেক কুলীন সকল মৌলিক ও গ্রামীন বাড়ীতে অন্নাহার বা এক পুংক্তিতে অন্নাহার করেন না। সে সকল মৌলিক ও গ্রামিনের উচিৎ অগ্রে নিজ দোষ ক্ষালন করা এবং আচার ব্যবহারের উন্নতি করা ও কুলীনকে সমাদর করিতে শিক্ষা করা।

কলিকাতা সহরে উভয় পক্ষের অধিকাংশের মন উন্নত। তথায় সামাজিক ভূরি ভোজনে প্রায় সকল জাতিই অধিকাংশ সময়ে এক পুংক্তিতে ঠেসাঠেশী করিয়া বসিয়া আহার করেন, কেহ আপত্তি করিতে সাহস করেন না। সহরে সময়ে সময়ে হরিজনও তন্মধ্যে স্থান পায়।

পূর্ব্বকুল কুলীনের ও মৌলিকের গোত্র প্রায়ই এক। এক গোত্রে বিবাহ দেন না; কিন্তু পশ্চিমকুলে প্রায়ই আপত্তি হয় না। পশ্চিম কুলে কুলীনে কুলীনে স্বগোত্রে বিবাহ হয় কিন্তু স্বঘরে হয় না। মৌলিক সহ বিবাহে সে আপত্তি নাই; কারণ উভয়ে কখন এক বংশজ

হইতে পারেন না। কুলীন মাত্রেই কাশ্যপ গোত্র, অনেক মৌলিকেরও কাশ্যপ গোত্র আছে। উভয়ের বংশ কিন্তু এক নহে।

মৌলিক পূর্ব্বকুল কুলীন কন্যা বধূ স্বরূপ গৃহে আনিয়াও কোন কোন সময় সুখী হইতে পারেন নাই। Superstition গত মানসিক বৃত্তি সময়ে সময়ে বধূতেও বর্ত্তিয়া থাকে। তাহা সম্ভবতঃ পিতৃগৃহে শিক্ষার দোষ। মৌলিকের বা গ্রামীনের বিশ্বাস যে কুলীন বংশগুলি বনিয়াদি ঘর। সে বংশের কন্যা উচ্চ মনাই হইবে এবং বংশ ও সংসার উজ্জ্বল হইবে। নিরহঙ্কারী কুলীন কন্যা স্থল বিশেষে মৌলিক গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

৭ম অধ্যায়

পূর্ব্বকুলকুলীন

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সেন্‌সাস্‌ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে সদ্গোপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায়। কলিকাতাও খুব বেশী এবং কতক ভাগিরথীর পূর্ব্ব পাড়ের নিকট ও মুরসিদাবাদ জেলায় আছেন। পূর্ব্ববঙ্গে নাই বলিলেই হয়। ভাগিরথার পূর্ব্বে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলা হইতে চাকরি বা ব্যবসা উপলক্ষে আগত বলিয়া দাবী করেন। সেন্‌সাস্‌ রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, ১৮৬৭ সালের পর সৎচাষী ও গো-গোপ * অনেকে প্রথম সৎগোপ বলিয়া সেন্‌সাসে লেখেন, সেজন্য প্রথমে সদ্গোপের সংখ্যা বেশী হইয়াছিল, ক্রমে তাহারা সে দাবী ত্যাগ করায় পরবর্ত্তী সেন্‌সাসে সদ্গোপের সংখ্যা কম দেখা যায়।

১৩০৯ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্র দ্বারা চন্দননগরের বুড়া শিবতলা হইতে রায় সাহেব ৺ শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় জানাইয়া ছিলেন যে—হুগলি কোদালিয়ার কেদার নাথ নিয়োগী বয়স অনুমান ৬৫ বৎসর) মহাশয় হইতে জানিয়াছেন যে সদ্গোপ দিগের **পূর্ব্বকুল** বল্লালীকুল; **পশ্চিম** শ্রেণীর কুল বল্লালী নহে। * * * * * জটিল তপস্বী পাল—পোলবায় প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বকালের কোন গ্রন্থে

* ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে মুদ্রিত ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতমে এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

সদ্গোপের কুলের বর্ণনা নাই। ডাক্তার ৺শ্রীহরি ঘোষ মহাশয়ই সদ্গোপ জাতির কতক বিবরণ প্রকাশ করিয়া রাঢ় খণ্ডের সদ্গোপ জাতির নিকট ধন্য হইয়া আছেন। পরবর্ত্তীকালেও এই গ্রন্থকার তাঁহার নিকট এ জন্য ঋণী। পূর্ব্বকুলে কুলীন ৩ ঘর ও সমাজ ৬ ঘর। যথা— সোঁপুর, বিঘিটী, ভ্যাঁপুর, দাধা, মেদিনীপুর ও বালান্দা [বিশ্বাস মহাশয় বলেন ইহা বাগাণ্ডা হইতে পারে]। * * *

পূর্ব্বকুলে মৌলিক ৮ ঘর, যথা ঃ—

"আমেষ্টী, বাগুণ্ডী, ভাণ্ডারহাটী, চেটোকা,
জয়নগরশ্চৈব গুড়পা বটদায়ীকা।" (ক)

ইহার পর অবশিষ্ট গ্রামিণ্য। মৌলিক ৮ ঘর গ্রামিণ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মৌলিকে ও গ্রামিণ্যে প্রভেদ পূর্ব্বে ছিল, এখন এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [উক্ত বিশ্বাস মহাশয় বলেন, ইহার কারণ কে মৌলিক ও কে গ্রামিণ্য ধরিবার উপায় নাই, আর আমেষ্টী ছাড়া আর মৌলিক দেখিতে পাওয়া যায় না।] (খ)

সে সময়ে ৬০ বৎসর বয়স্ক লোকনাথ ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলেন যে সাঁতরাপাড়া গ্রামে রামবাগুণ্ডী মৌলিক। আর জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন যে জিরাটের রায়েরা ও কুলের হালদারেরা ভাণ্ডারহাটার মৌলিক। রাহুতায় এক ঘর বাগুণ্ডী উপাধিধারী সদ্গোপ আছেন ও তিনি বলেন যে সদ্গোপ সভার এক জন সভ্যের নাম বরদাপ্রসাদ বাগুণ্ডি—রাহুতা শ্যামনগর (৺শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস।)

(ক) এ শ্লোকটী কোথায় পাইলেন জানিতে পারি নাই। গ্রামীন্ শব্দের পরিবর্ত্তে গ্রামীণ্য শব্দ ব্যবহার হইয়াছে।

(খ) আমেষ্টী আর কেহ লেখেন নাই। আমেষ্টীকে কেহ মৌলিক বলেন নাই কুলীনের মধ্যে দোষযুক্ত বলিয়াছেন।

[বাগুণ্ডি উপাধি শুনি নাই। গোপের বাকুণ্ডী পদবী আছে। কাযেই স্বজাতীয় স্থানীয় লোকের এ বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক।]

বিশ্বাস মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—কাউগাছি নিবাসী ৭০ বর্ষ বয়স্ক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ নিয়োগী মহাশয় বলিয়াছেন—৮ ঘর মৌলিক, যথা :—পোলবার পাল, মল্লিক, মজুমদার, বাকণ্ডি, কাশ্যপি, আমেষ্টী নিয়োগী, কামকুড়ে বিশ্বাস ও আমনানের সুর। [পূর্ব্ব তালিকা সহ অসামঞ্জস্য হইতেছে। এজন্য সঠিক নিরাকরণ হয় নাই।] জয়সুরের এক তিলি চাকর ছিল তাহাকে তিনি স্বর্ণহার উপহার দেওয়াতে তাঁহার দুর্ণাম হয়। উক্ত জয় সুরের সন্তানেরা আমনানের সুর। ইঁহাদিগের বিবাহ কার্য্যে অদ্যাবধি আভ্যুতিক শ্রাদ্ধ নাই। * * * তয় সুরের সন্তানেরা ক্রিয়াদি সময়ে উপাধী "সুর দাস" বলেন। (ইহাতেও মতভেদ দেখা যায়)।

দাধার নিয়োগী নারায়ণের পুত্র চক্রপাণি গ্রামিণে: বিবাহ করায় ত্যাজ্যপুত্র হন। এখন ইহাঁরা নারায়ণের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাঁরা ক্যাঁকশিয়ালী, তারাগুণ ইত্যাদি স্থানে আছেন। কোদালিয়ার ৺শুকময় নিয়োগীও এই শ্রেণীর নিয়োগী বলা হয়।

তাঁহারা ও চন্দননগরের সদ্‌গোপ সভা, সকলেই, সদ্‌গোপ বৈশ্য প্রমাণ করাইবার জন্য ১৯০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিতেছেন। উপরোক্ত বর্ণনাগুলি বিশ্বাস মহাশয়ের পত্র হইতে জানিতে পারা যায়।

৮ম অধ্যায়

পূর্ব্বকুলের প্রধান কুলীন

সুর বংশ

সুর উপাধিধারী কুলীনগণ মধ্যে ২টী বিভাগ আছে :—দিঘনগরের সুর ও বিঘিটির সুর। উভয়ে এক বংশোদ্ভব, কোন সময়ে পৃথক হইয়া দিঘনগর ও বিঘিটি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এ জন্য এই দুই স্থানের নামানুসারে এই দুই ঘর সুর পরিচিত। এই দুই ঘর সুর পূর্ণ মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। দিঘনগর গ্রাম গোঁসাই মাল পাড়ার নিকটবর্ত্তী এবং হুগলি ষ্টেশন হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে। বিঘিটি গ্রাম বৈদ্যবাটী ষ্টেশনের নিকট।

আমনানের সুরগণকে তোল সুর ও বলিত। ইহাঁরা বহুকাল পূর্ব্বে অপর দুইঘর সুর হইতে কিছু নিচুছিলেন; কিন্তু এক্ষনে সে দুই ঘরের সহিত নানারূপ বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় পূর্ণ মর্য্যাদাবান হইয়াছেন। আমনান গ্রাম হুগলি ষ্টেশনের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে। উপরিউক্ত ৩ ঘর সুরেরই গোত্র মৌদ্‌গল্য (মধুকুল্য)।

ডাক্তার ৺রাজেন্দ্র লাল সুর মহাশয় তৎকৃত বৈশ্যজাতিমালায় নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

জয়সুর সুবিখ্যাত সুর বংশ হইতে উদ্ভুত। এইবংশ পরমধার্ম্মিক ও প্রতিজ্ঞাপালক। ইহাঁরা রাজসভায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রাড়্‌বিবাকের (ক) অনুপস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রির কার্য্য করিতেন। ইহাঁরা অত্যন্ত সাহসী;

(ক) প্রাড়্‌বিবাক অর্থাৎ যে রাজ কর্ম্মচারী অর্থ গণনা করেন। Accountant or Treasurer.

এজন্য সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ কর্ণাটাধিপতি ইহাঁদিগকে সুর উপাধি প্রদান করেন। ইহাঁরা মথুরাবাসী বলিয়া বৈশ্যদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান কুলীন। (খ)

যশোবন্ত সুরের দুই পুত্র জয়সুর ও তয়সুর। কেহ কেহ বলেন জয়সুর কৌলিন্য পান, কেহ বলেন যশোবন্তই কৌলিন্য পান। জয়সুর বৈদ্য-বাটীর নিকট বিঘিটি গ্রামে বাস করেন; এবং তয়সুর আমনান গ্রামে বাস করেন। তয়সুর বংশাপেক্ষা জয়সুর বংশই অধিকতর সম্মানিত ছিলেন।

তয়সুর বংশধরগণ বিবাহে আভ্যূতিক শ্রাদ্ধ করেন না। (গ) তাঁহারা মন্ত্রোচ্চারণ কালে ঘোষ উপাধি ব্যবহার করিতেন। ইহা তাঁহাদের কৌলিন্য প্রথা ও বংশগত ব্যবহার।

মতান্তরে জয়সুরের পুত্র লক্ষ্মণই বিঘিটি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তৎপরে তাঁহাদের বংশধরগণ চম্পাবতী (এক্ষনে চাঁপারই বলে) গ্রামে আসিয়া বাস করেন। দিঘনগরের সুর ও বিঘিটির সুর এক বংশোদ্ভব। এ দিঘনগর গ্রাম হুগলি জেলান্তর্গত গোঁসাইমালপাড়ার নিকট। আমনানের সুরগণকে তেলিসুর ও বলিয়া থাকে। তাহার কারণ নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। কারণ এখন উক্ত তিন ঘর সুর সমান পূর্ণমর্য্যাদা পাইয়া থাকেন।

জেলা হুগলির অন্তর্গত চন্দননগরের তাৎকালিক সদ্গোপ সভা হইতে ইং ১৯০৩ সনে সদ্গোপ জাতির যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ

(খ) বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়।

(গ) Representation to the Census Commissioner by the Chandannagore Sadgop Sava, P. 9.

হইয়াছিল তাহার ৯ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে—পূর্ব্বকুল কুলীন সমাজ মধ্যে ৩টী বিভাগ যথা—কুলীন, মৌলিক ও গ্রামীন্।

কেহ কেহ বলেন কুলীনগণের ৬টী সমাজ আছে, যথা :—সেঁাপুর, বিঘিটি, আনপুর, দাধা, মেদিনীপুর ও বাগাণ্ডা। এমতে পাল বংশ বাদ পড়িল। এমতে সুরগণের পূর্ব্বপুরুষ যশোবন্তই কৌলিন্য মান্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার দুই পুত্র জয় ও তয় সুর। জয়ের ৭ পুত্র :— রাম, লক্ষ্মণ, গঙ্গাধর, গণপতি, ভীম, কূবের ও তপন। রাম অপুত্রক, জয় বিঘিটীতে বাস করেন এবং তয় আমনানে বাস করেন।

এক্ষণে পুরুষ ধরিয়া আদিকাল নিরাকরণ জন্য একটী সুর বংশ যতদুর পাওয়া গিয়াছে দেওয়া হইল। পুরুষ এক জন্মে (genara-tionএ) ২৫ বা ৩০ বা ৩৫ বা ৪০ বর্ষ অবস্থাভেদে ও বংশের আয়ু বিবেচনা করিরা ধরা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এক পুরুষে ৩৫ বৎসর তাৎকালিক জীবনের পরিমাণ ধরিলে অন্যায় হইবে না বলিয়া ধারণা হওয়ায় তাহাই ধরা হইল।

সুর বংশের প্রাচিনত্ব জ্ঞাপক

একটী সুর বংশ
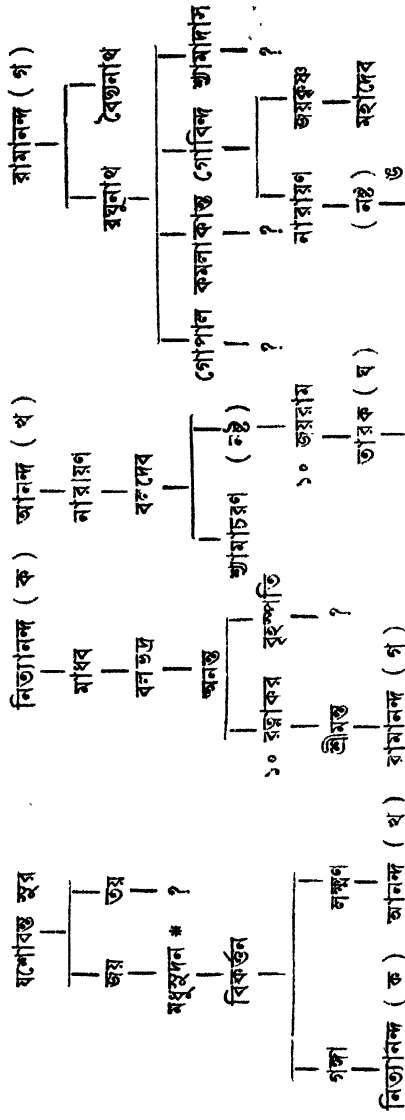
(শাখা প্রশাখা যাহা সংগৃহিত হইবে তাহা পরবর্ত্তী খণ্ডে প্রকাশ হইবে)

* মতান্তরে ৭ পুত্র :—রাম, লক্ষ্মণ, গঙ্গাধর, গণপতি, ভীম, কুবের ও তপন।

ব্র্যাকেট মধ্যগত বংশগুলি আসল পুরাতন বংশ তালিকায় পোকায় কাটা। আর ২।৪টী তাহাতে পাওয়া যায় নাই এজন্য অজ্ঞাত লেখা আছে। বংশশেষে হালের বংশধরের নাম পাই নাই।
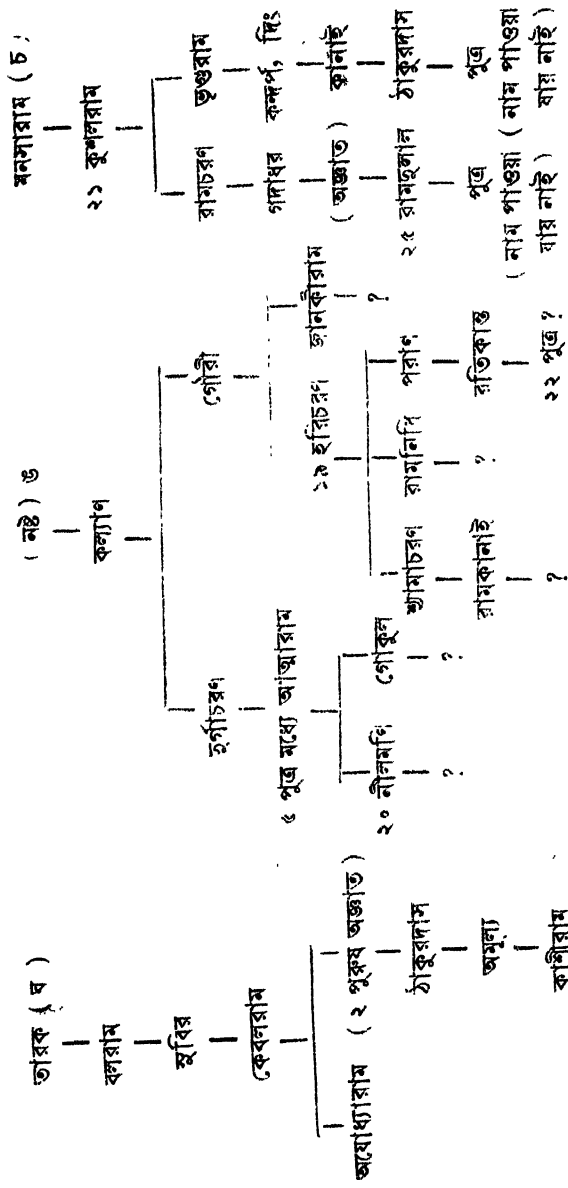
ব্র্যাকেট মধ্যগত অংশগুলি আসল পুরাতন বংশ-তালিকায় পোকায় কাটা। আর ২।৪টী তাহাতে পাওয়া যায় নাই, এজন্য অজ্ঞাত লেখা আছে। বংশশেষে হালের বংশধরের নাম পাই নাই।

এই বংশের শাখাঃ

৫ লক্ষ্মণ সুর
(পরে কয়েক পুরুষের নাম পাওয়া যায় নাই)
×
×
×
মধুসূদন
|
কাশীনাথ
|
রামভদ্র
|
তিতুরাম
|
(১২) ৬ রামহরি [ছ]

৬ রামহরি [ছ]
+
মনু হাজরা কন্যা
|
রাখাল ওঃ বৈকুণ্ঠ + কালিদাস সরকার কন্যা
|
ললিত + লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস কন্যা
|
Dr. T. Sur (তারক) M.D.
+
আশুতোষ নিয়োগী কন্যা
|
৯ অজিত M.B.
+
(১২) জ্ঞানরঞ্জন হালদার কন্যা
|
কন্যা

ব্র্যাকেট মধ্যগত অংশগুলি আসল পুরাতন বংশ তালিকার পোকায় কাটা। আর ২।৪টী তাহাতে পাওয়া যায় নাই এজন্য অজ্ঞাত লেখা আছে। বংশ শেষে হালের বংশধরের নাম পাই নাই।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সুরবংশের ও স্বজাতীর মুখোজ্জ্বলকারী যথা ঃ—

৺রাধামোহন সুর, দেওয়ান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

৺ব্রজকিশোর সুর, ঐ সাং দীঘশুই

৺হেম চন্দ্র সুর, (H. Sur) অভিধান প্রণেতা

৺চন্দ্রমোহন সুর, বড় Stationery ব্যবসায়ী রাধাবাজার, কলিকাতা।

৺শশীভূষণ সুর, ঐ ও জমিদার

৺ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল সুর গ্রন্থ প্রণেতা ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী

৺অক্ষয়কুমার সুর M.A., B.L., উকিল, জমিদার, মহাজন, ইত্যাদি। তস্য পুত্র ৺অমূল্য রত্ন সুর উকিল হাইকোর্ট

শ্রীযুক্ত রাধারমণ সুর হাইকোর্টের এটর্নী

শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সুর M.B. ডাক্তার

রায় সাহেব জ্ঞানেন্দ্রলাল সুর Supedt. Private Secy. of Govt. of Bengal.

৺ডাক্তার তারক নাথ সুর (ওঃ T. Sur), M.D. Professor of Pathology, Medical College, Calcutta.

৺............(Sur & Co.) সুর বড় পুস্তক বিক্রেতা চিনাবাজার কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সুর Survey of India Office. ও তস্য সাত পুত্র, ডাক্তার, ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ সুর Asst. Director Public Health, Bengal.

শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ সুর Director of Post and Telegraph.

৺শরৎ চন্দ্র সুর B.E. Executive Engineer.

শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্ল কুমার সুর M.A., B.L. ব্যবসায়ী রাধাবাজার।

৺শশীভূষণ সুর যিনি নিজ ব্যয়ে (প্রায় ২০০০৲ টাকায়) সদ্গোপ সভায় দালান করিয়া দিয়াছেন।

ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সুর D.,Sc. Meteorologist, Allahabad,

ডাক্তার রমণীমোহন সুর P.H.D. Proffessor Allahabad Coll.

ডাক্তার ফণীভূষণ সুর M.B. Anysthetist Medical College

হারাণচন্দ্র সুর সাং তারাগুণ পোঃ মগরা জেলা হুগলি জমিদার

ভুবন চন্দ্র সুর পাঁচরথি হুগলিকোর্টের রেকর্ড কীপার

সতীশ চন্দ্র সুর হুগলি কোর্টে উকিল

ডাক্তার সুধীরচন্দ্র সুর M.B., D.T.M., D.P.H. কলিকাতা

ডাক্তার পঞ্চানন সুর M.B., D.P.H. Public Health Officer Bengal.

শ্রীযুক্ত পূর্ণাঙ্কমোহন সুর Incorporated Accountant.

৺সনৎকুমার সুর B.E. Engineer.

ইত্যাদি।

৯ম অধ্যায়

নিওগী বা নিয়োগী বা নেউগী বংশ

গোত্র ভিন্ন ভিন্ন বংশের মল্লঋষী বা শাণ্ডিল্য বা কাশ্যপ

জেলা হুগলি সহর চুঁচুড়ার পটী ক্যাকশিয়ালী নিবাসী ৭০ বর্ষ উর্দ্ধ বয়স্ক ৺কৈলাস চন্দ্র নিয়োগী মহাশয় খৃঃ ১৮৯৯ সালে বলিয়াছিলেন যে নিয়োগী দিগের মধ্যে দুইটী ঘর আছে; দাদার বা দাধার নিয়োগী ও আমেষট্টি নিয়োগী। কথিত আছে যে শেষোক্ত নিয়োগী পূর্ব্বোক্ত নিয়োগী হইতে উৎপন্ন; ও ইহাঁদের কোন পূর্ব্বপুরুষ মৌলিকে কন্যা দান করায় কিছু নিচু ঘর হইয়া যান; ইহাতে বুঝায় কুল কন্যাগত। দাধার নিয়োগীদিগের মল্লঋষী গোত্র, আম্‌ষট্টির নিয়োগীদিগের শাণ্ডিল্য গোত্র। যখন গোত্র ভিন্ন তখন এক হইতে অপরের উৎপত্তি হইতেই পারেনা, কাযেই উভয়ে ভিন্ন বংশজ।

দাধার নিয়োগীগণ নারায়ণের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। দাধার নিয়োগীগণের মধ্যে এক ঘরের বাস ধনিজপুরে ছিল। তথা হইতে রামহরি নিয়োগী উঠীয়া আসিয়া চুঁচুড়ার অন্তর্গত ক্যাকশিয়ালীতে বাস করেন। (ক)

(ক) রেঙ্গুনবাসী এক নিয়োগী উপাধিধারী বলিতেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল ধনিজপুরে; সে নিয়োগী উক্ত দাধার নিয়োগী বংশজ কিনা সঠিক জানা যায় না। ধনিজপুরের নিয়োগী সহ সম্পর্কিত ইচ্ছাপুর নবাবগঞ্জের ৺ভুবননাথ নিয়োগী মহাশয়কে, তাঁহার কোন আত্মীয় রেঙ্গুনে আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। এ ঘটনা প্রায় ১৯০৪ খৃঃতে ঘটে। ধনিজপুরে একাধিক নিয়োগী বংশ ছিল বলিয়া শুনা যায়। শুনা যায় রেঙ্গুনেও একাধিক নিয়োগী ছিলেন।

ধনিজপুর গ্রাম হুগলি ষ্টেশনের ৪।৫ ক্রোশ পশ্চিমে দিঘনগরের নিকট। দিঘনগর গ্রাম গোঁসাই মালপাড়ার নিকট ও হুগলি ষ্টেশন হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে। নিয়োগী বংশের বলভদ্র নিয়োগী যিনি প্রথম কৌলিন্য প্রাপ্ত হন, তাঁহার ৪ পুত্র যথা:—হাঘর, বিশ্বম্ভর, পুরু ও নারায়ণ ‡। বিশ্বম্ভর অপুত্রক। বিখ্যাত রাজা গোপীনাথ নিয়োগী উক্ত নিয়োগী বংশজ। প্রায় ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যথা:—

"সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।"
তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যাতে বাস চাষি
নিবাস পুরুষ ৬।৭॥"

কবি কঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

পুনশ্চ:—"নেউগী চৌধুরী নহি, না করি তালুক॥" ঐ

১৩১৬ সালে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাহুতা (বা রাউতা, শ্যামনগর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে) নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যতীর্থ ও ন্যায়তীর্থ মহাশয় "প্রজাপতি" নামক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগর পোষ্টাফিসের অধীন কাউগাছির নিয়োগীদিগের আমরাই কুলগুরু। আমার খুল্লতাত ৺মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বকার বিশ্বকোষের ইতিহাসের লেখক ছিলেন। তিনি যে সকল হস্তলিখিত প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া ছিলেন তন্মধ্যে উক্ত নিয়োগী বংশের কুল পত্রিকা দৃষ্টে জানা যায় যে প্রসিদ্ধ পাল বংশীয় রাজারা সদ্‌গোপ অর্থাৎ বৈশ্য

‡ হাঘরের আদি বাস গমি—বৈঁচির নিকট; বিশ্বম্ভর নিঃসন্তান: পুরুর বংশ কোদালিয়ায়, আশকন ও চাঁপারই গ্রামে আছে।

ছিলেন। * * * * শেষ হিন্দু বঙ্গাধিপ রাজা গণেশ, পাল বংশের দৌহিত্র ও উক্ত নিয়োগী বংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। এই বংশীয় গোপীনাথ নিয়োগী নামক এক ব্যক্তি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সলিমাবাদ নগরের স্থাপনকর্ত্তা বঙ্গদেশের সুবেদার সোলেমান করবানির নিকট রাজা উপাধি প্রাপ্তির সময় তাম্রফলকে যে সনন্দ পান উহাতে যেরূপ খোদিত আছে এবং উপহার তরবারিতে স্বর্ণাক্ষরে পারস্যভাষায়—যে রূপ লিখিত আছে, তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ এইরূপ ঃ—'বৈশ্যকুলতিলক গোপীনাথকে তাঁহার বিরত্বের পুরস্কার স্বরূপ রাজোপাধি সহ এই পাগড়ি ও তরবারী লিখিত প্রদত্ত হইল। ইতি তারিখ ১লা সওয়াল ৯৮৮ হিজরী [বাংলা সন ৯৭৬ ও ইং ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ]— সুবেদার সুলেমান করবাণী।'''

সনদখানি দেখিনাই, পাগড়ী ও তরবারী দেখি নাই। ইহাও ৪৩৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা। গোপীনাথ নিয়োগী তৎকালে বর্ত্তমান ; সম্ভবতঃ সেই সময়ে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কনচণ্ডী রচনা করেন।

গার্ডেন রীচ্ ধোপাপাড়ার ডাক্তার হরচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় ১৩১০ সালে পৌষমাসে "সদ্গোপসুহৃদ" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন "রামচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ; 'রাজা তেজসেখরের বংশে মহা শৌর্য্য-শালী যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ 'গণপতি ঘোষ' * নামে একজন বীরপুরুষ রাজা হন। ইতিহাসে ইহাঁরই নাম 'রাজা গণেশ'। ইহা ভুল * * রাজা গণেশের উপাধি ঘোষ নহে 'নিয়োগী'। ** বিগত চৈত্র মাসের 'প্রীতি' পত্রিকায় 'বঙ্গীয় বৈশ্য ' প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানা যাইবে যে রাজা গণেশ নিয়োগী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। * * * সেই মহান বংশের এক্ষণে * * হীনাবস্থা ঘটিয়াছে। এ অধম সেই বংশের জনৈক

---

* গণেশের একটী অর্থ গণপতি (অভিধান)

সন্তান। ডাঃ নিয়োগী মহাশয় কল্পিত মিথ্যা রটণা করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কোন কোন মুসলমান ইতিহাসে রাজা গণেশকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। রাজা গণেশ শেষে মুসলমান হন সেকালের মুসলমান ইতিহাস লেখকের ধারণা হইয়াছিল দ্বিজ বৈশ্য ব্রাহ্মণ প্রিভিকাউনসিল বিচারে কর্ণগড় সিংহ রাজবংশকে সদ্গোপ ব্রাহ্মণ ও রাঢ় অঞ্চল হইতে মেদিনীপুরে আগত বলা হইয়াছে। উভয় বংশে তৎকালে উপনয়ন ছিল।

কুলীন নিয়োগী বংশের গোত্র মল্লঋষী।

একমতে নিয়োগী নারায়ণ প্রথম বঙ্গদেশে আসেন তাঁহার বংশধরেরা চম্পাবতী বা চাঁপারই গ্রামে বাস করিতে থাকেন। (ক) মতান্তরে বলভদ্র নিয়োগীই কৌলিন্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার ৪ পুত্র; হাঘর, বিশ্বম্ভর, পুরু ও নারায়ন। তাঁহারা দাধা গ্রামে বাস করেন হাঘর পরে হুগলি জেলান্তর্গত গামি বা গমি গ্রামে বাস করেন। বিশ্বম্ভর অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

উপরি উক্ত নিয়োগী ছাড়া আর এক ঘর নিয়োগী আছেন, তাঁহাদের আমেষট্টি নিয়োগী বলে। তাঁহারা মৌলিক তাঁহাদের গোত্র কাশ্যপ—তাঁহারা কুলীন নন। আমেষট্টি বা আমেষ্টী নিউগী কোন্ কোন্ বংশ ছিল তাহা এক্ষণে জানা দুরূহ, কেবল গোত্র ছাড়া অন্য রূপে জানিবার উপায় নাই। এ পার্থক্যদ্বারা উন্নতিশীল সমাজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। গোত্র গোপন করিলে ধরিবার উপায় নাই।

(ক) বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় মতে—নারায়ণকে কর্ণাটরাজ নিয়োগী উপাধি দেন। তাঁহার সন্তানেরা বঙ্গদেশে আসিয়া দাধায় বাস করেন।

যদি সত্য হয় যে পূর্ব্বকুল কুলীনগণ কর্ণাট্ রাজের রাজকার্য্যে দক্ষতার জন্য খেতাব ও কৌলিন্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে পূর্ব্বাঞ্চলের বল্লাল বা অন্য কোন পূর্ব্বদেশীয় রাজা হইতে কৌলিন্য প্রাপ্ত নহে। কর্ণাট অন্তর্গত চোলরাজ বঙ্গে আগমণ করেন ১০১০খৃষ্টাব্দে; অর্থাৎ ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে। আদিশূর রাজা ১০ম শতাব্দীতে, এ সকল ঐতিহাসিক সত্য। বল্লালের রাজধানি ছিল বঙ্গে অর্থাৎ ভাগিরথীর পূর্ব্বে, সে অঞ্চলে পূর্ব্বকুল কুলীন সদ্গোপ অতি অল্পই আছে। ও সে অঞ্চলে কুলীনের আদির বাসস্থান বলিয়া কোন স্থান নাই। বল্লালীকুল হইলে তৎ অঞ্চলে কুলীনের আদি বসতি থাকা সম্ভব হইত। অথবা হইতে পারে পূর্ব্বকথিত ‡ কশৌন্ধন বৈশ্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন বা তাহাদের ন্যায় পশ্চিম ও পূর্ব্বকুল প্রাপ্ত। সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা লিখিত না থাকায় ন্যায় সঙ্গত অনুমান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে চোলরাজ রাজেন্দ্র যখন উৎকল আক্রমন করেন তখন মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দক্ষিণ কোশল দেশের রাজা ছিলেন রণশূর (খ) রণশূর যুদ্ধে পরাস্ত হন। রণশূরের বংশমালা পাওয়া যায় নাই। সে সময়ে বা তৎপূর্ব্বে গৌড়েশ্বরের রাজধানী ছিল শূরগড়ে। ইহা আদিশূরের গড় ছিলনা। আধুনিক শিবাক্ষাকিঙ্কর কাব্য মতে উহা এক সময়ে রাজা মহেন্দ্রের গড় ছিল। চোলরাজ ক্রমে বঙ্গাধিপতিকে পরাজয় করেন ও রাঢ়ের রাজা মহীপালের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথি মধ্যে দেওঘরে ৺শিবস্থাপনা করেন • এবং একটি

‡ পৃঃ ৮০ দেখুন।

(খ) চোলরাজের তিরুমল্লু প্রস্তর লিপি দ্রষ্টব্য।

(•) কথিত আছে—তিনি জীত রাজ্য তাঁহার সেনাপতি বিজয় সেনকে

স্তূপ (চোলস্তূপ) রাখিয়া যান উভয়েই তাঁহাদের জীত রাজ্যের সিমানা নির্দ্দেশক। বংশতালিকা হইতে পাওয়া যায় পূর্ব্বকুল কুলীনগণ বঙ্গে ৭০০ বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল পূর্ব্ব হইতে আছেন।

ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রলাল শুর মহাশয় তৎকৃত বৈশ্য জাতিমালায় লিখিয়াছেনঃ—"দাধার নিয়োগী হাকনের সন্তান ও কতক চক্রপাণীর সন্তান।"

দান করিয়া যান। পরে বিজয় সেন বঙ্গাধিপ হন ও কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। বল্লাল সেন বিজয় সেনের পরবর্ত্তী।
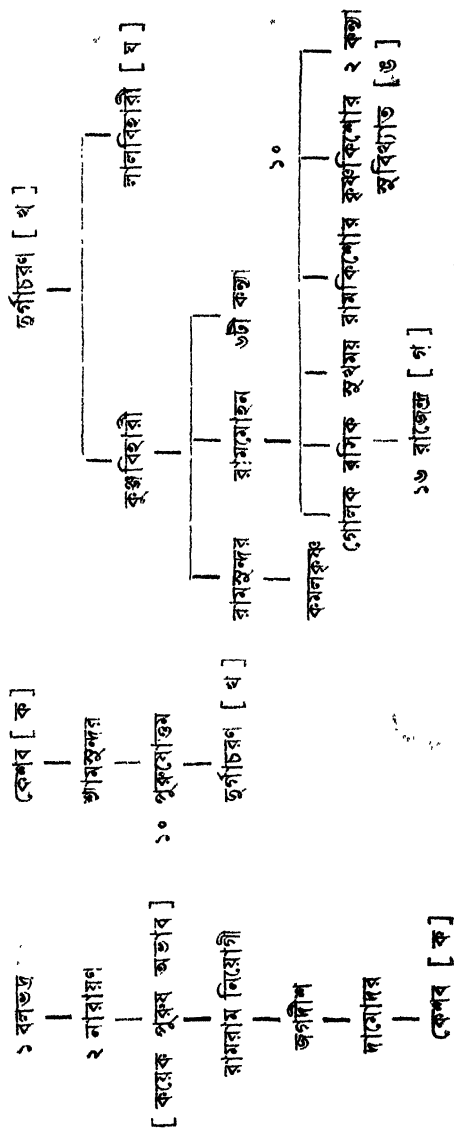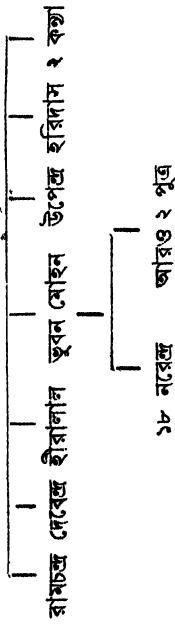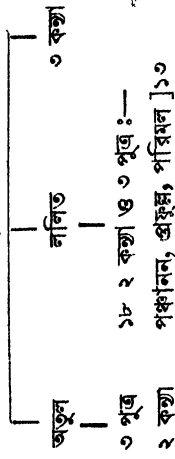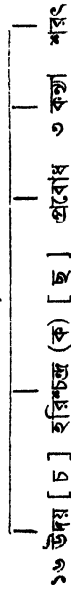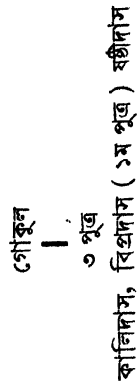
নিয়োগী বংশ

একটী দৃষ্টান্ত

গোত্র মল্লঋষি

১ বলভদ্র
|
২ নারায়ণ
|
[কয়েক পুরুষ অভাব]
|
রামরাম নিয়োগী
|
জগদীশ
|
দামোদর
|
কেশব [ক]

কেশব [ক]
|
শ্যামসুন্দর
|
১০ পুরুষোত্তম
|
দুর্গাচরণ [খ]

দুর্গাচরণ [খ]
├── কুঞ্জবিহারী
│   ├── রামসুন্দর
│   │   └── কমলকৃষ্ণ
│   ├── রামমোহন
│   │   └── ১০
│   │   ├── গোলক
│   │   ├── রসিক
│   │   │   └── ১৬ রাজেন্দ্র [গ]
│   │   ├── সুখময়
│   │   ├── রামকিশোর
│   │   ├── কৃষ্ণকিশোর সুবিখ্যাত [ঙ]
│   │   └── ২ কন্যা
│   └── ৬টী কন্যা
└── লালবিহারী [ঘ]

(ক) মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, কবি, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, লেখক, বক্তা
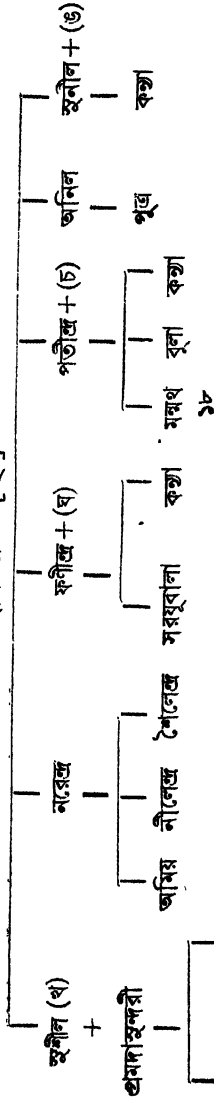
(খ) নাড়াজোলের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার নামে গঙ্গায় স্নানের ঘাট করিয়া দিয়াছেন।

(গ) সংস্কৃতজ্ঞ।

(ঘ) ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুবংশস্থ সুরেন্দ্রনাথের কন্যা।

(ঙ) সালিখা ঘোষ বংশের কন্যা।

(চ) বর্দ্ধমান জেলার মামুদপুরের ৺শরৎ চন্দ্র ঘোষ কন্যা। পুলিশ সব-ইনস্পেক্টার, I. B.

এই নিয়োগী বংশের আদি নিবাস হুগলী জেলামধ্যে তারাগুণ। রাজা গোপীনাথ যে বংশজ ইঁহারাও সেই বংশজ। ইঁহাদের ১৮ পুরুষ পাওয়া গিয়াছে ; রাজা গোপীনাথের বংশে ১০ পুরুষ হইয়াছে ; তিনি এ বংশের জ্ঞাতি। "সজ্জনরাজ গোপীনাথে"র বংশ তালিকাও দেওয়া হইল।

রাজা গোপীনাথ নিয়োগী বংশ

রাজা গোপীনাথ নিয়োগী খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর আদিতে প্রকাশ হন। ইঁহাকে তৎকালীন বিখ্যাত কবি রামেশ্বর কবিকঙ্কন চণ্ডীতে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাজত্ব পান নাই। এই বংশে নারায়ণশীলা নিত্যপূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ৺দুর্গাপূজাও হইত—এখন হয় না।

রাজা গোপীনাথ বংশজ ২ (ক) দেবীদাস নিয়োগী
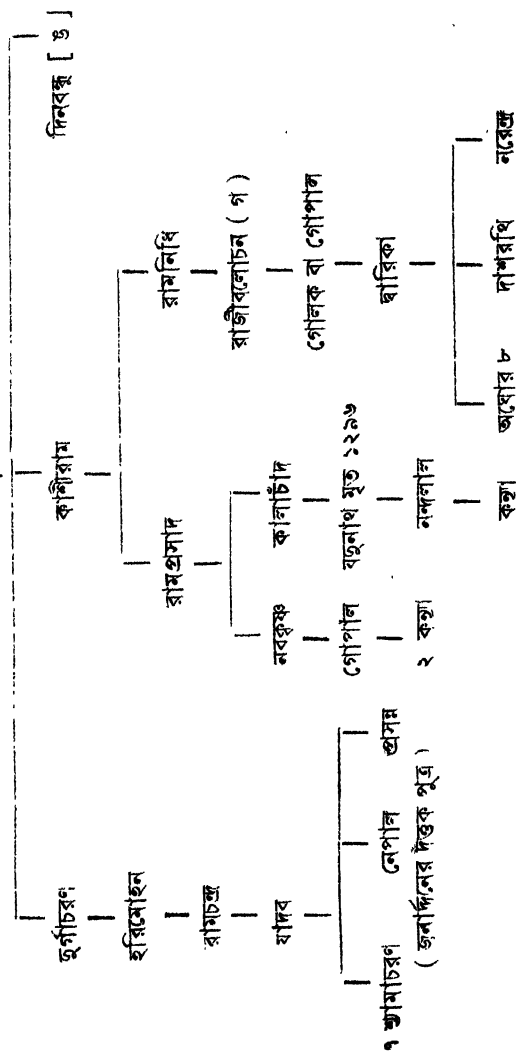
(গ) রাজীবলোচনের আরও ৩ পুত্র :— হলধর, রাইচরণ ও গুরুচরণ। রাজা গোপীনাথের বংশ ৯ম বা ১০ম পুরুষে চলিতেছে।
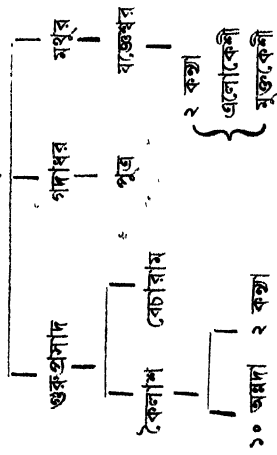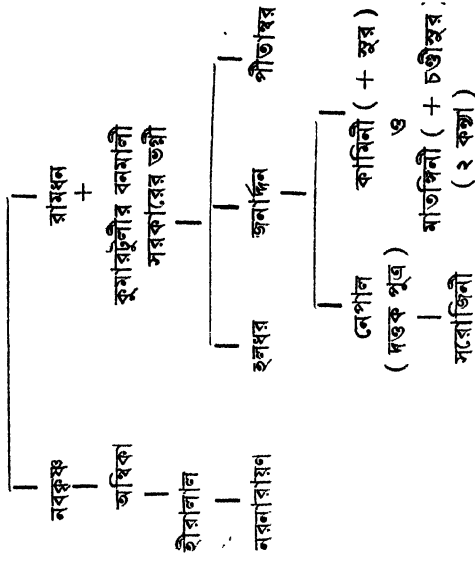
কুমারটুলীর স্বনামধন্য বনমালী সরকারের সম্পত্তি ওয়ারিশ সূত্রে উক্ত জনার্দ্দন নিয়োগী প্রাপ্ত হন।

রাজা গোপীনাথ বংশজ (ঘ) পার্ব্বতীচরণ নিয়োগী ২
রামনাথ
ভারতচন্দ্র
কেবলরাম
জয়নারায়ণ
রাধাচরণ
৪ দর্পনারায়ণ
রামনারায়ণ (সন ১১৪৩—১২৫৩)
বিশ্বনাথ
মাধব
কানাই
কালীপ্রসাদ
মদন
জগমোহন
গঙ্গাগোবিন্দ
বিশ্বম্ভর (সন ১২১৩—৭১)
শ্যামাচরণ
ভগবতী
জয়হরি
রামচন্দ্র
দুর্গাচরণ (সন ১২৪৩—১৩০১)
গোলক
গোবিন্দ
সারদা
অক্ষয়
সুরেন্দ্র (মৃত ১৩১০)
উমাচরণ (মৃত ১৩০৬)
উদয়
মধু ৭
মাধব
গোপাল
হীরালাল
প্রিয়নাথ
(সন ১২৬২—১৩১০)
ভূপেন্দ্র
রাজেন্দ্র
ধরণীধর
মন্মথ
ঘনশ্যাম
শরৎ
সতীশ
সুশীল
অনুকূল
মনোহর
ভূধর ৯
৯ পুত্র
৯ চারু
গৌর
নেপাল
কাশী
* ৮ অর্জ্জুন বা অতুল
অমূল্য
অনন্ত

দিনবন্ধু নিয়োগী [ঙ]
রামশঙ্কর
রঘুনাথ
রামসুন্দর
হরচন্দ্র
হরিশ
শম্ভু
হরেকৃষ্ণ
রামচন্দ্র
শ্যামচাঁদ
দাসী
+
ঠাকুরদাস
গুরুদাস
বৈকুণ্ঠ
বিশ্বনাথ
বিশ্বাস
বৈদ্যনাথ
ক্ষেত্রমোহন
হারাণ
মহেন্দ্র
রাখাল
কিশোর
দিগ্বিজয়
অক্ষয়
ফেলু
প্রিয়নাথ
অক্রুর
অতুল
অমূল্য
প্রভাস
মৃত ১৩১০
জিতেন্দ্র
নগেন্দ্র
কন্যা
রমেশ ৮
উমেশ
দাসু
ভূতনাথ

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ নিয়োগীবংশের ও স্বজাতীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন ঃ—

১। ৺রাজা গোপীনাথ নিওগী বর্দ্ধমান শিলিমাবাদ

২। ৺কৃষ্ণ কিশোর নিওগী বাঘবাজার কলিকাতা

৩। ৺রাজা গণেশ নিয়োগী (বাঙ্গলার ইতিহাস)

৪। ৺হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী বাঘবাজার, কলিকাতা, কবি, জমিদার, গ্রন্থকার, Hon. Mgte Municipal Commissioner.

৫। ৺নবীন চন্দ্র নিয়োগী তেলের কল দক্ষিণেশ্বর

৬। ৺ব্রজেন্দ্র ও ৺দেবেন্দ্র নাথ নিয়োগী, তালতলা, কলিকাতা, জমিদার।

৭। ৺শঙ্কর নিয়োগী দেওয়ান, E. 1. Co.

৮। ৺কৈলাস চন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী কাঁ্যাকশিয়ালী, চুচুড়া

৯। ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী M.A., P.R.S., PH,D. Professor, Presidency College.

১০। ৺বিপিন বিহারী নিয়োগী Attorney

১১। ৺সুশীল চন্দ্র নিয়োগী, Attorney

১২। ৺ভুবনমোহন নিয়োগী ষ্টার থিয়েটার পত্তনকারী ও জমিদার

১৩। শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র নিয়োগী, B. E. Executive ngineer.

১৪। ৺রতন নিয়োগী (পাটনার জমিদার) গয়ার মন্দিরের বিখ্যাত মাধোয়া ঘণ্টা দিয়াছেন।

১৫। ৺পার্ব্বতীচরণ নিয়োগী মহানাদ জমিদার।

ডাক্তার গৌরাঙ্গ প্রসাদ নিয়োগী L.R.C.P., M.R.C.S. London. Medical Officer, E. I. Ry.

১০ম অধ্যায়

বিশ্বাস বংশ

গোত্র কাশ্যপ

ইং ১৮৯৯ সালে ৺কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় বলিয়া ছিলেন যে ঃ—

বিশ্বাসগণের আদি নিবাস হুগলি জেলা মধ্যে বাঘনান ও মেলকী গ্রামে—এই দুই গ্রামের নামানুসারে দুই ঘর বিশ্বাস হয়। উহাঁরা এক বংশোদ্ভব। আর এক ঘর কুলীন বিশ্বাস আছেন, তাঁহাদিগকে "কামকুড়ে" বিশ্বাস বলিয়া থাকে। ইহাঁরা পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসগণ হইতে উৎপন্ন, বহুকাল পূর্ব্বে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ মৌলিককে কন্যা দান করায় ইহাদের ঘর কিছু নীচু হইয়া যায়। এক্ষণে সে ভাব তিরোহিত হইয়াছে। কুলীন বিশ্বাসগণের গোত্র **কাশ্যপ**; আলিমান গোত্রজ বিশ্বাসগণ মৌলিক। বিশ্বাস উপাধি হইলেও তাঁহারা কুলীন ছিলেন না।

চন্দননগর সদ্‌গোপ সভার পূর্ব্ব কথিত বিবরণীতে কথিত হইয়াছে যে বিশ্বাস বংশের মেদিনীকর প্রথম কৌলিন্য প্রাপ্ত হন। একথা বোধ হয় ঠিক নয়। অধিকাংশ কুলীন মতে কর্ণাট রাজ হইতে কৃষ্ণ বিশ্বাস পদবী বা খেতাব প্রাপ্ত হন।

উক্ত বিবরণীমতে মেদিনীকরের ৩ পুত্র ঃ বিজয়, অচ্যুত ও মহীপতি।

বিজয় বাঘাণ্ডায় বাস করেন, তাঁহার পুত্রগণ বাঘনানে (হুগলি জেলায়) বাস করেন।

এক কিম্বদন্তী মতে মহীপতি মৌলিকে কন্যা দান করিয়া পূর্ব্বকুল

কুলীন সমাজে অনাদৃত হন। কিন্তু চন্দননগর সদ্গোপ সভার বিবরণী মতে তিনি মৌলিকে বিবাহ করায় তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে ত্যাগ করেন এবং তাঁহার জিবীত অবস্থাতেই তাঁহার শ্রাদ্ধ করেন। একথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মহীপতির বংশধরগণ কুলীন গণ্য নহে। মৌলিককে চণ্ডালবৎ পরিত্যাজ্য মনে করা কখনই সম্ভব নয়, কারণ তাহা হইলে অনেককে মাতা মৌলিক কন্যা বলিয়া মাতা পিতাকে ত্যাগ করা আবশ্যক হইত। এইরূপ উক্তি মাৎসর্য্যের পরিচায়ক। ঘোষ মৌলিক হইতে কুলীনত্ব প্রাপ্তে উচ্চ হওয়া এতটা কখনই সম্ভব নয়। ইহাঁদের মতে মহীপতির বংশধরগণ কামকুড় গ্রামে বাস করায় তাঁহারাই "কামকুড়ে" বিশ্বাস হন। অধুনা অনেক পূর্ব্বকুল কুলীন মৌলিকে কন্যাদান করিয়া কোনরূপ হীনতা প্রাপ্ত হন নাই।

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত দেবীপুরের রেণিটীর পদকর্ত্তা বিপ্রদাসের পিতা দেবীদাস বিশ্বাস যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল রূপের দর্শন পাইয়াছিলেন। (ক)

বিবাহে উক্তরূপ ফল কল্পনা হইতে বুঝা যায় কৌলিন্য কন্যাগত।

ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রলাল সুর মহাশয় তৎকৃত বৈশ্য জাতিমালায় ইং ১৮৯৩ সালে লিখিয়াছেন :—

কৃষ্ণের সন্তানেরা বঙ্গদেশে আসিয়া প্রথমে পুষ্প গ্রামে বাস করেন। সেজন্য ঐ গ্রামের নাম বিশ্বাস পল্লী হয়; এক্ষণে উহাকে বিষপাড়া বলে। (বিষপাড়া হুগলি জেলা মধ্যে মগরা রেল ষ্টেশনের পূর্ব্বে এবং ত্রিবেণীর উওর পশ্চিমে) পরে ঐ বংশজ বিজয় ব্যাঘ্রনন্দা (এক্ষণে যাহার নাম বাঘনান) নামক গ্রামে ও কণিষ্ঠ অস্তত মেলকি গ্রামে

(ক) ৺ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং—দেবীপুর—বীরভূম পত্রিকা।

বাস করেন। এই বিশ্বাস বংশ আদিতে মণ্ডলেশ্বর ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী এবং রাজার অতি বিশ্বাসী ছিলেন। এ জন্য বিশ্বাস উপাধি পান। (ক)

চন্দননগরের ৺শরৎচন্দ্র বিশ্বাস রায় সাহেব মহাশয়, হুগলির অন্তর্গত কোদালিয়ার ৬৫ বৎসর বয়স্ক ৺কেদার নাথ নিয়োগী মহাশয় হইতে কুলীন মৌলিকের যে বিবরণ অনুমান ১৯২২ সালে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম যথা :—

সদ্‌গোপ দিগের পূর্ব্বকুল বল্লালী ও পশ্চিমকুল,তৎ পূর্ব্বকার অর্থাৎ বল্লালী নহে।

পূর্ব্বকুলের ৩ঘর কুলীন—শূর, নিয়োগী বিশ্বাস ও ৬·ঘর সমাজ। (খ) সেঁাপুর, বিঘিটি, ভঁ্যাপুর, দাধা, মেদিনীপুর ও বালাণ্ডা (সম্ভবতঃ বাগাণ্ডা), এবং মৌলিক ৮ঘর; যথা:—আমেষ্টি, বাগুণ্ডি, ভাণ্ডারহাটী, চেটোকা, জয়নগর, গুড়পা ও বটদায়িকা। (৭টী হইল, একটী ভুল করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহা পোলবার পাল; কিন্তু মেদিনী পাল বংশই তাজা, সে জন্য পাল তথায় সম্ভবতঃ সমাজভুক্ত এবং তাঁহারা পোলবার পাল নহেন)। ইহা ছাড়া অবশিষ্ট সদ্‌গোপ পূর্ব্বকুল গ্রামিন্য; (ইহা কিন্তু জোর করিয়া ধরা হয়, কারণ গ্রামিণ্যের সহিত পূর্ব্বকুল কুলীনের আহার, বিবাহআদি আচার ব্যবহার ছিল না; কাজেই ক্রিয়া কর্ম্মে যোগদান না করিলে মর্য্যাদাও পাইতেন না এবং স্বজাতীয়তার ভাবও ছিল না)।

তৎপরে বিবরণে লিখিয়াছেন:—মৌলিক ৮ঘর গ্রামিণ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মৌলিক ও গ্রামিণ্যে প্রভেদ পূর্ব্বে ছিল, লিপিবদ্ধ করণ কালে (জৈষ্ঠ ১৩০৯ বাংলা) এক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন আমেষ্টি নিয়োগী ছাড়া অপর মৌলিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

(ক) বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় পৃঃ ১৫০।

(খ) এই সকল সমাজ ঘরের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

৺লোকনাথ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন যে সাতরপাড়া গ্রামের রাম বাগুণ্ডি (বাকুণ্ডী) মৌলিক উক্তপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরও লিখিয়াছেন যে জিরাটের, বায়ড়ার ও কুলের হালদারেরা ভাণ্ডারহাটী মৌলিক। রাহুতা শ্যামনগরে এক ঘর বাকুণ্ডী আছেন।

উক্ত বিবরণীতে অধিকন্তু উক্ত হইয়াছে যে কাউগাছির (শ্যামনগরের পূর্ব্বে ২ ক্রোশ তফাৎ) ৭০ বৎসর বয়স্ক লক্ষ্মীনারায়ণ নিয়োগী মহাশয়ের মতে—নিম্নলিখিত ৮ ঘরই মৌলিক; যথা:— পোলবার পাল, মল্লিক, মজুমদার, বাকণ্ডি, কাশ্যপি, আমেষ্টী নিয়োগী, কামকুড়ে বিশ্বাস আমনানের শূর (উভয় মতে সামঞ্জস্য না হইলে, স্থানীয় আচার ব্যবহার সত্য এবং তাহা উপেক্ষনীয় নহে বিবেচনা করিতে হইবে।

নারায়ণের পুত্র চক্রপাণি গ্রামিণ্যে বিবাহ করায় ত্যাজ্যপুত্র হন। ইহাঁর বংশধরেরা পূর্ব্বে চক্রপাণির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেন, এখন নারায়ণের সন্তান বলিয়াই পরিচয় দেন। ইহাঁরা ক্যাকশিয়ালী, কোদালিয়া, তারাগুণ প্রভৃতি স্থানে আছেন।

বিশ্বাস বংশের নৃসিংহ প্রথম কাশীতে বাস করেন। পরে কমলা-কান্ত তথায় গিয়া স্থায়ীরূপে বাস করেন। ইহাঁদের পূর্ব্ব বাস ছিল জেলা হুগলির বাবনানে। উক্ত নৃসিংহ বিশ্বাস সাধারণের উপকারার্থে ১৭০২—১৭৫০ খৃঃ মধ্যে নিম্নলিখিত পূর্ত্তকার্য্য করিয়া গিয়াছেন:— রাণি সায়ের দিঘি, কৃষ্ণসায়ের ও শ্যামসায়ের দিঘি। সোভারাম বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র, নৃসিংহ ও মহারাজ তিলকচাঁদ অধীনে চাকরি করিয়াছিলেন।

এই সকল সমাজ ঘরের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

কাশীর বিশ্বাস বংশ

আদিতে এবংশ হুগলি জেলার হোয়েড়ার বিশ্বাস বংশের জ্ঞাতি ; এ বংশের বংশমালা যথা :

১। শোভারাম বিশ্বাস

|

২। নৃসিংহ

(ইনি বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের নিকট অনুমান ১৭০২ খৃষ্টাব্দে বিশেষ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণসায়ের নামক দী
মসায়ের নামক দীঘী ১৭০২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে খনন করাইয়াছিলেন। এবং রাণীসায়ের নামক দীঘী ১৭৫০ খৃঃতে খনন করান।)

|

৩। কমলাকান্ত

|

৪। কাশীনাথ

(ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইয়াছিলেন। তাঁহার ৮ পুত্র। তন্মধ্যে তৃতীয়)

|

৫। হরিদাস

|

৬। যতীন্দ্রনাথ

|

৭। নির্ম্মল — অজিত

আর একটী কুলীন বিশ্বাস

বংশ তালিকা

জেলা হুগলী বালোড়ের বিশ্বাস বংশ

(খ) দিগম্বর—পরে পৃথক বিবরণ দ্রষ্টব্য। (ঙ) ও (চ) পরপৃষ্ঠায়।
বংশাবলী প্রাপ্ত হইলে পরে দেওয়া হইবে।

দিগম্বর [খ]

- (১ম পক্ষে) অমৃত
- (২য় পক্ষে) তারকনাথ (খ)
  - সুরেন্দ্র
    - প্রমথ
    - পুলক
    - প্রমোদ
    - মিলন
    - প্রভাস
    - লতিকা (কন্যা)
    - দুর্গা ঐ
  - জিতেন্দ্র
    - বিমল
    - নির্ম্মল
    - ও ২ কন্যা : রমা, গীতা
  - নলিনী মোহন
    - নিশীথ, ললিত, প্রভাত
  - মোহিনী
    - কনক, কান্তি
  - অমরেন্দ্র
    - সমরেন্দ্র, রণেন্দ্র
  - ধীরেন্দ্র
    - কন্যা প্রীতি
  - সন্তোষ
    - প্রশন্ত, আরতি, আলোক
    - বুলবুল
- (২য় পক্ষে) পুর্ণ
- (২য় পক্ষে) রাজেন্দ্র (গ)
- (২য় পক্ষে) সত্য (ঘ)

(খ) তারকনাথ—কয়েক পৃষ্ঠা পরে পৃথক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(গ) মাতামহবাড়ী ধরমপুরে বাস। তাঁহার পুত্র মৃত্যুঞ্জয়।

(ঘ) সত্যচরণ মগরা ও ধরমপুরে সময়ে সময়ে থাকেন। ২য় পক্ষে তিনি সবজজ অঘোর নাথ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দেহান্তে ৩য় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন।

ক্ষেত্রনাথ বিশ্বাস (ঙ)
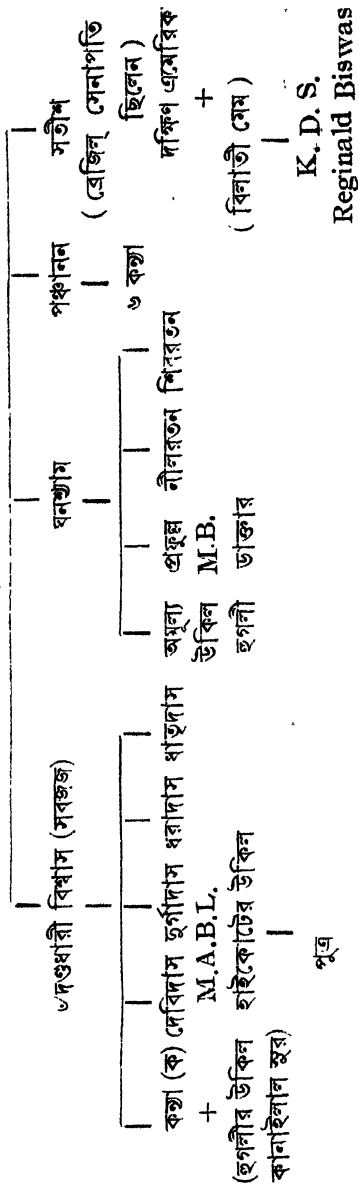
- ৺দণ্ডধারী বিশ্বাস (সবজজ)
  - কন্যা (ক) + (হুগলীর উকিল কানাইলাল সুর)
  - দেবিদাস
  - দুর্গাদাস M.A.B.L. হাইকোর্টের উকিল
    - পুত্র
  - ধরাদাস
  - ধাতৃদাস
- ঘনশ্যাম
  - অমূল্য উকিল হুগলী
  - প্রফুল্ল M.B. ডাক্তার
  - নীলরতন
  - শিবরতন
- পঞ্চানন
  - ৬ কন্যা
- সতীশ (ব্রেজিল্ সেনাপতি ছিলেন) দক্ষিণ এমেরিকা + (বিলাতী মেম)
  - K. D. S. Reginald Biswas

(ঙ) পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বপৃষ্ঠায়।

উপরি উক্ত বিশ্বাস বংশের একটী শাখা কামদেব বিশ্বাস বালোড়ে আসিয়া বাস করেন। তৎপূর্ব্বে কোথায় বাস ছিল জানা যায় নাই। যার একটী শাখা কাশী অর্থাৎ বেনারসে গিয়া বাস করেন। সে শাখার বিশেষ বিখ্যাত রায় বাহাদুর কাশীনাথ বিশ্বাস সবজজ হইয়া যথেষ্ট খ্যাতির সহিত অবসর গ্রহণকরেন ও পেন্সান পান। [১১]

দিগম্বর বিশ্বাস

হুগলী জেলার পোল্‌বা থানান্তর্গত বালোড়ের পর্ব্বকুল বিশ্বাস বংশ বিখ্যাত। এই বংশের ৺দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ বংশ শাক্ত। দিগম্বর। ১২৩০ সালের ২৫ কার্ত্তিক (১৮২৩খৃঃ) বালোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নিমকী মহালের নায়েব দারগা ছিলেন। সে কালে এই পদ সহ উপার্জ্জন খুব বেশী ছিল বলিয়া প্রবাদ। অল্প বয়সেই দিগম্বর পিতৃহীন হয়। পৈত্রিক অর্থ সাহায্য ও নিজ আয় এবং মিতব্যয়ীতার ফলে আজীবন তিনি অনেক দান পূজা ও অন্যান্য সৎকার্য্য করিয়া অর্থের সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন। নিজ মেধা ও অধ্যবসায়ে তিনি জুনিয়ার বৃত্তি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি পান। ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৪৬ সালে একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনা করিয়া মেডেল্ প্রাপ্ত হন। ও তৎপরেই নদীয়া কালেক্টারিতে সেরেস্তাদার হন। সেই কাজ ১১ মাস করার পর, তাঁহার কার্য্য নৈপুণ্যে ও সততায় কালেক্টার সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া মুন্‌সিফ করিয়া দেন। তৎকালে সে পদের বেতন ছিল মাসিক ৫০৲ টাকা। ১৮৬৬সাল হইতে বেতন হয় ২০০৲ টাকা। ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সহিত খুব পরিচয় ও সদ্ভাব থাকায় উন্নতি সহজ হইয়াছিল। ১৮৫৫ সালে তিনি সদর আমিন ও সদরালা হন। সে পদের তখন বেতন ছিল ১৫০৲ টাকা। পরে তিনি বহরমপুরে ছোট আদালতের জজ হন। তথায় একাধিক্রমে ১২ বৎসর কার্য্য করেন। তখন বেতন ৫০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। তথায় ৩ মাস কাল তিনি ডিষ্ট্রীক্ট জজ পদে একটিন কার্য্য করেন। ১৮৬৯ সালে তিনি সদর আমিন স্বরূপ বর্দ্ধমানে বদলি হন ও তৎপরে ১০০০৲ টাকা বেতনে উন্নতি লাভ

করেন সে সময়ে ৯ মাসের জন্যবাঁকুড়ায় জেলা জজের কার্য্য করেন, ও পরে বর্দ্ধমানে পুনরাগমন করিয়া সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিতে থাকেন। ১৮৭৭ সালে হুগলীর ছোট আদালতের জজ স্বরূপ বদলি হইলেন কিন্তু ২৫।৪।১৮৭৭ তারিখে ৩ দিনের জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করেন। কথিত আছে তিনি কুলীন মৌলিক প্রতি সমভাবাপন্ন ছিলেন।

তারকনাথ বিশ্বাস

তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি নানাস্থানে সবরেজিষ্টারি করিয়া শেষে বর্দ্ধমানে ডিষ্ট্রিক্ট সবরেজিষ্টার হন। তথা হইতে ৫৫ বৎসর বয়সে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পেনশন প্রাপ্তে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি এক জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন এবং বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। শেষে ১৯৩৭ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন। কথিত আছে পিতা পুত্র উভয়েই স্বজাতি প্রেমিক ছিলেন।

তারকনাথ পুস্তক রচনা দ্বারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

Notes on the Registration Act.
The Registration Guide.
The Registration Act with notes.
The Indian Stamp Act.
Emperor George and Empress Mary.

রেজিষ্টারি কার্য্যবিধি

ও ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প আইন লিখিয়াছেন।

ইহা ছাড়া বহু গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি প্রায় শতাধিক রচণা করিয়াছিলেন। রচনায় তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রত্যুৎপন্ন মতি অসীম ছিল। পাঠকের রাজভক্তি উদ্দীপন জন্য অনেকগুলি রচণা করিয়াছিলেন।

কয়েকটী কুলীন বিশ্বাস স্ববংশ ও স্বজাতির নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, যথাঃ —

৺বিপিন বিহারী বিশ্বাস, এটর্ণি, বাঘবাজার

৺সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস B.L. এটর্ণি সিমলা কলিকাতা

শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস M.A., P.H.D. প্রফেসর স্কটিস চার্চ কলেজ, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

৺বিপিন বিহারী বিশ্বাস পেনশানার

৺দিগম্বর বিশ্বাস B.L. সব জজ, ছোট আদালতের জজ ও অস্থায়ী ডিষ্ট্রীক্ট জজ ও সেসন জজ

৺দণ্ডধারী বিশ্বাস B.L. সব জজ

৺তারকনাথ বিশ্বাস ডিষ্ট্রীক্ট সবরেজিষ্টার ও গ্রন্থ প্রণেতা

৺ডি এন্ বিশ্বাস
৺কে সি বিশ্বাস } বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা

৺শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট সিমলা রায় সাহেব।

কাশীর বিশ্বাস বংশের ঃ

কাশীনাথ বিশ্বাস সব জজ

রাধানাথ বিশ্বাস ভিজিয়ানা গ্রামের ভূতপূর্ব্ব মিনিষ্টার

চারুচন্দ্র বিশ্বাস এড্ভোকেড এলাহাবাদ হাইকোর্ট ও পরে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাণার দেওয়ান

প্রমথনাথ বিশ্বাস এড্ভোকেট্ এলাহাবাদ হাইকোর্ট

সীতানাথ বিশ্বাস বৃহৎ ব্যবসায়ী

যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জমিদার

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বিশ্বাস এটর্ণি

ডাক্তার অমল কান্তি বিশ্বাস M.B.

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস Accountant Reserve Bank.

সিদ্ধ পুরুষ দেবীবর বিশ্বাস দেবীপুর, বর্দ্ধমান জেলা

তিনকড়ি বিশ্বাস, গ্রন্থকার, পদ্য প্রভাসখণ্ড, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, মনসা মঙ্গল, পদ্ম পুরাণ, বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত, বৃহৎ তর্জ্জার লড়াই ও অদ্ভুত রামায়ণ।

হরিনারায়ণ বিশ্বাস গ্রন্থ লেখক, সাহিত্য পরিসদের

হরেকৃষ্ণ বিশ্বাস সাহিত্য পরিষদ্‌মন্দিরের গ্রন্থ লেখক

১১শ অধ্যায়

পোলবার পাল বংশ পূর্ব্বকুল সমাজ

বঙ্গদেশে অনেক বংশ আছে যাহাদের উপাধি পাল, তন্মধ্যে কেবল পোলবার পাল বংশকেই পূর্ব্বকুল সমাজ অন্তর্গত বলা হইয়া থাকে। পোলবার একটী পাল বংশাবতংশ বলিয়াছেন যে তাঁহাদের বংশই একমাত্র পোলবার পাল। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে অনেকগুলি পাল বংশের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি পাল রাজা বলিয়া বর্ণিত আছে। দক্ষিণ কোশলের রাজা ধর্ম্মপালকে ও পাল বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে। দক্ষিণ কোশল উৎকলের দক্ষিণপশ্চিমাংশে—এক্ষণে মেদিনীপুর জেলা ভুক্ত। পুনশ্চ সেই পালবংশ লাউসেন কোঙারের সহিত সম্পর্কিত এবং লাউসেন বর্দ্ধমানের নীলপুরের সদ্গোপ রাজা কালিদাস ঘোষের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। হিসাব মত ধরিতে গেলে সকলেই সদ্‌গোপ। কেহ কেহ বলেন পাল দুই শ্রেণীর আছে:—পোলবার পাল ও এলাটীর পাল। পোলবার উক্ত পাল মহাশয়ের মতে যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে বংশটী বাদে অপর সকল পালই এলাটির পাল। কিন্তু ইহার কোন ব্যবস্থা আমি কোন স্থানে দেখিতে পাই নাই। পূর্ব্বকুল সমাজ অন্তর্গত ৮টীর মধ্যে কেবল পোলবার পাল ১ ঘর পাওয়া গিয়াছে; আর ৭ ঘর সম্বন্ধে কেহ আমাকে সন্ধান দেন নাই এবং আমিও কোন পুস্তকে বা পুঁথিতে খুঁজিয়া পাই নাই। পোলবার পালের বংশ ৫০০ বৎসরে অনেক

বিস্তার লাভ করাই সম্ভব। এক্ষণে অনেক পালবংশজ, পোলবার পাল বংশজ বলিয়া দাবী করেন।

কোন বংশ এলাটীর পাল তাহা কেহ বলিতে পারেন না। পাল বংশের লক্ষপতিই বঙ্গে প্রথম আগমন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এ বংশীয়গণ সকলেই রাজার পাত্র বা মহাপাত্র ছিলেন। ইহাঁরা বহুলোকের পালক ছিলেন বলিয়া—পাল উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। একটী পোলবার পাল বংশমালা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এস্থলে সন্নিবেসিত হইল।

পূর্ব্বকুল সমাজ—পোলবার পাল বংশ

গোত্র—শাণ্ডিল্য

১। অজ্ঞাত

- নারায়ণ (সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী) *
- জনার্দন
  - নরোত্তম
    - শিবরাম
      - ভবানীচরণ পাল
        - ভদ্রাবতী
        - মধুসুদন
          - ৩ কন্যা :—মধুমতী, অরুন্ধতী, তীলাবতী
    - প্রেমদাস
      - গুরুদাস
        - দয়াবতী
        - বিদ্যানন্দ
          - মঙ্গলাচরণ (১)
        - জ্ঞানানন্দ
          - ২ কন্যা :—বিষ্ণুপ্রিয়া, হরপ্রিয়া

মঙ্গলাচরণ (১)

- কমলাকান্ত
  - ৯। চন্দ্রশেখর বাহাদুর (ক)
  - ভামিনী

---
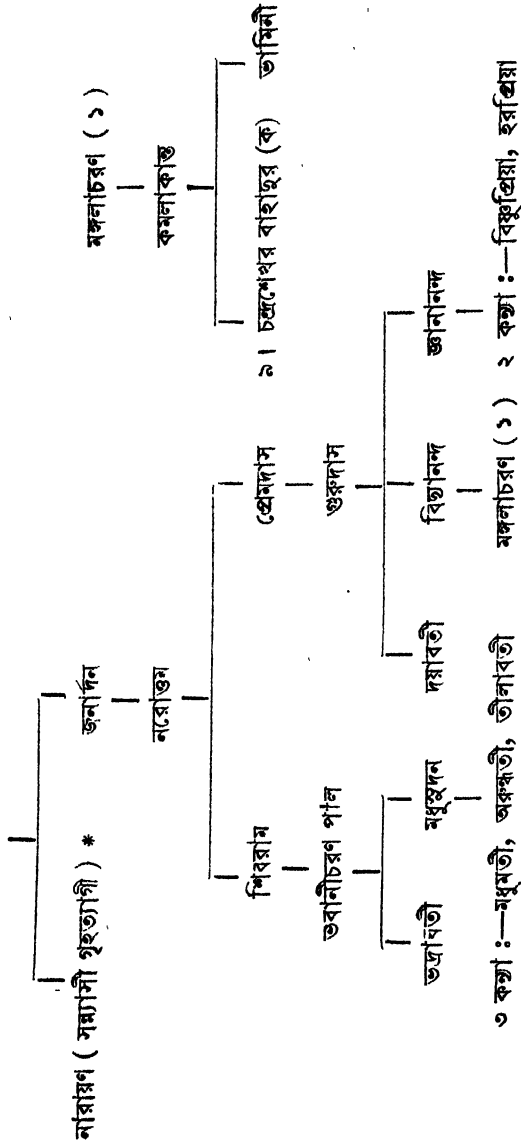
* বার্দ্ধক্যে স্থবিরতা প্রযুক্ত একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তিনি যে আশ্রম করেন ও যথায় দেহ ত্যাগ করেন সে স্থানের নাম নারায়ণগড় হয়।

৯। চন্দ্রশেখর বাহাদুর (ক)
বাঞ্ছারাম
কাশীরাম
চারুশীলা
কল্যাণরাম
২ কন্যা :—উমাশশী, রাজলক্ষ্মী
মাণিকরাম
কৃষ্ণরাম
মনমোহিনী
জানকীরাম
কাশীনাথ
দামোদর
২ কন্যা : দাক্ষায়ণী, সুভদ্রা
মদনমোহন
রাধানাথ
উমাচরণ
গোবিন্দ
পরাণ
নবকুমার (২)
সাংগোলক
গৌরমোহন
নিত্যগোপাল
নন্দলাল
উত্তমচন্দ্র
নবকুমার (২)
সাং পোলবা
ভবতারণ
ভুবনমোহন
১৮। পুত্র (নাম অজ্ঞাত)
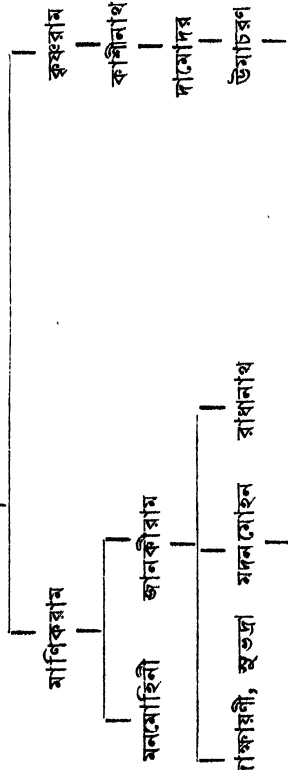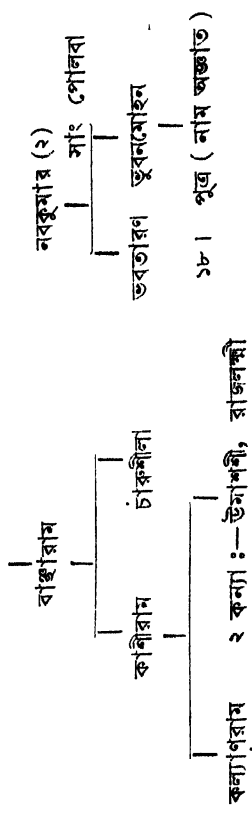
এই বংশে ১৮ পুরুষ হইয়াছে। ৩৫ বর্ষে পুরুষ ধরিলে ৬৩০ বর্ষ, ও ৪০ বর্ষে পুরুষ ধরিলে ৭২০ বর্ষ হয়। চলিত ১৯৩৮ খৃঃ—৬৩০ = ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় ও ১৯৩৮খৃঃ—৭২০ = ১২১৮। লক্ষণাব্দ আরম্ভ ১১১৯ খৃঃ। সে কালে রাজত্ব কাল দীর্ঘ হইত, সে জন্য পাল বংশ আরম্ভ লক্ষ্মণ সেনের বা তস্য পিতা বল্লাল সেনের সময়ের কাছাকাছি হয়।

পোলবার নিয়োগী বংশ এই পাল বংশের দৌহিত্র বংশ। কলি-কাতার ডাফ্‌ষ্ট্রিটের পুলিসেয় ডেপুটী সুপারিন্‌টেনডেণ্ট প্যারি মোহন নিয়োগী মহাশয় এই পাল বংশের দৌহিত্র বংশজ। তাঁহার জন্মস্থান পোলবায়।

এ বংশের ইতিহাস বহুকাল পূর্ব্বে উক্ত বংশের শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন পাল মহাশয় বঙ্গীয় সদ্‌গোপ সভায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল : উহা তৎকর্ত্তৃক আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

আদি পুরুষ নারায়ণ পাল ও তদনুজ জনার্দ্দন (জটীল) পাল ভ্রাতাদ্বয়ের পূর্ব্ব পুরুষ বা পূর্ব্ব বিবরণ জানা যায় নাই। পরবর্ত্তী বিবরণ যাহা অভ্রান্ত কিম্বদন্তী বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহাই পাঠাইয়াছেন। জনার্দ্দনকে বল্লাল সেনের সমসাময়িক বলিয়া ধরা হয়।

ভ্রাতাদ্বয় কোন দূরবর্ত্তী গঙ্গাহীন দেশ হইতে আগমন করিরা গঙ্গা-নদী হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক জনশূন্য স্থানে নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। সেই পল্লীকে "জনার্দ্দনপুর" বলা হইত। কালক্রমে বংশ ও বসতি বৃদ্ধি হইলে ও জল প্লাবণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে গিয়া বাস করেন। সেই স্থানের নাম হয় পালবাস (ক্রমে অপভ্রংশ হইয়া "পোলবা")।

জ্যেষ্ঠ নারায়ণ, দেব সেবায় রত ও অকৃতদার থাকিয়া ক্রমে গৃহ-ত্যাগী হইয়া তীর্থে গমন করেন। তিনি আর বাড়ী ফিরেন নাই। পথি-মধ্যে যে স্থানে তিনি দেহ ত্যাগ করেন সে স্থানের নাম নারায়ণগড় হইয়াছে। দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে তথার তিনি একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। [নারায়ণগড় রাজবংশ পরে দ্রষ্টব্য]।

রাজা বল্লাল সেন পূর্ব্বকুল কুলীন বংশ স্থাপনের সময় এই ভ্রাতা-দ্বয়কেও আহ্বান করেন ও গুণ বিবেচনা করিয়া উভয়কে "পূর্ব্ববঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ কুলীন পদে বরণ করিয়াছিলেন"। পূর্ব্বকুল কুলীন সুর বিশ্বাস-গণ তাহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন পোলবার পালবংশ কুলীন নহেন—সমাজ মধ্যগত। * পূর্ব্বকুল আচার মতে সমাজভুক্ত পাল ও মর্য্যাদা পান। ভুবন বাবুর মতে সুর, নিয়োগী ও বিশ্বাস কুলীন ত্রয়ের নিম্নে মৌলিক ও গ্রামীণগণের উপরে তাঁহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে এবং আমশটি, বাকুণ্ডী, খেটকা, জয়নগর, ভাণ্ডারহাটী, পুবল, বড়দহ ও মজুমদার এই আটটি বংশের [বা স্থানের] মাতব্বর-গণ বা শ্রেষ্ঠগণ বল্লাল সেনের অনুমতি লইয়া একটী নিজ সমাজ স্থাপন করেন। [মন্তব্য :—এটি সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না—কুলীনগণ সম্মতি না দিলে কুলীনগণকে বাদ দিয়া বা কুলীনগণ সহ এক সমাজ হওয়া সম্ভব বলিয়া অনুমান হয় না; বিশেষতঃ কোন আদি-কালের বংশ বা সমাজ লিপি পাওয়া যায় নাই] আর একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়; নারায়ণের দৌহিত্র বংশকে নারায়ণগড়ের পাল বংশ বলা হইয়াছে। নারায়ণ হইতে উপস্থিত পোলবার পালবংশ ১৭।১৯ পুরুষ হইতেছে, কিন্তু নারায়ণগড়ের পাল রাজ বংশ উপস্থিত ২৬ পুরুষ চলিতেছে। অতএব ৭।৮ পুরুষ তফাৎ—তাহাতে প্রায় ২৫০

---

* কেহ কেহ বলেন পোলবার পাল মধ্যম শ্রেণীর কুলীন।

হইতে ৩০০ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ হইবে। তাহা হইলে নারায়ণ ও জনার্দ্দন বল্লাল সেনের সমসাময়িক হওয়া সম্ভব নয়।

ভুবন বাবু ৮টী নাম সমাজভুক্ত বলিয়াছেন। ঐ ৮টির মধ্যে কোন্‌টি গ্রামের নাম আর কোন্‌টি বংশের নাম তাহা বুঝা যায় না। এই ৮টীর মধ্যে পোলবার পাল ছাড়া আর বাকী ৭টীর সমাজগত বংশের নাম ধাম বংশাবলী কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল পঞ্চকোটীর চৌধুরী বা রায় চৌধুরী বংশ নাম পাওয়া গিয়াছে আর কোন বিবরণ বা পঞ্চকোটী কোথায় বা বংশাবলী কিছুই পাওয়া যায় নাই।

পুনশ্চ সমাজকে, ভুবন বাবু বলিয়াছেন, গ্রামিনী ও মৌলিকের উপর তাহা হইলে কে মৌলিক অথচ গ্রামনী নয় তাহা নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য। পোলবার পাল জনার্দ্দনের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিলে তাহাই প্রকৃত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

তাঁহার মতে পোলবা বংশজ চন্দ্রশেখর পাল খুব উন্নতি মার্গে উঠিয়াছিলেন। তিনি পার্শী ও আরবী ভাষাজ্ঞ ও অশ্বারোহণে পটু ছিলেন। তিনি মুরশিদাবাদের নবাব সরকারে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে "বাহাদুর" উপাধি দেন। এই নবাবের নাম পাওয়া যায় নাই, বা গদাধর ক) ন্যায় ও তর্কবাগীশ ছাড়া আর কোন সমসাময়ীক লোকের নাম পাওয়া যায় নাই। চন্দ্রশেখর "৺রাধাগোবিন্দজী" বিগ্রহ পোলবায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই বিগ্রহ কুলদেবতা স্বরূপ এখনও পূজিত হইতেছেন।

তিনি বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন ও দেউলাদি নির্ম্মান করাইয়া ছিলেন এবং একটী চতুষ্পাঠীও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ-

(ক) চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় ৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে

ধরগণ সে বংশগৌরব ও সুখ্যাতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। জ্ঞাতিবর্গ নানা স্থানে গিয়া বাস করিতেছেন।

ভুবন বাবু বলেন "আমরা শাণ্ডিল্য গোত্রদ্ভব পূর্ব্ব কুলজ তৃতীয় বর্ণাত্মক বৈশ্যসদ্গোপ পদে অধিষ্ঠিত আছি। বৈশ্যোচিত ভুতিদত্ত উপাধি আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" * * "সুর, নিয়োগী, বিশ্বাস কুলীনত্রয় ব্যতীত নিম্নতর কুলে কন্যা দান করি নাই।" এ সমস্ত বিবরণ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট পাই নাই; ইহার পোষকতাও কিছু পাই নাই। পোলবা পূর্ব্বকুল মৌলিক বংশ তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। ইহা নূতন কথা। ভুতিদত্ত পদবী ব্যবহারের কথা কোথাও শুনি নাই। নামকরণের জন্য বিধি আছে মনুসংহিতায়, তাহা মন্ত্রোচ্চারণ কালে ব্যবহারের জন্য নহে।

৺ত্রৈলক্যনাথ পাল B.L, মহাশয়ের মেদিনীপুর ইতিহাসের ১ম খণ্ডে লিখিয়াছেন যে নারায়ণগড়ের আদি রাজা গন্ধর্ব্ব বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে আসিয়া দৈবানুকম্পায় মেদিনীপুর প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন; মেদিনীপুরে তখন আবাসযোগ্য ভূমি অথবা কৃষিক্ষেত্র অতি অল্পই ছিল। ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে এই বংশের আদি রাজা গন্ধর্ব্ব পাল উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের অধীনে তাঁহাদের শত্রু বিনাশ করিয়া, পুরস্কার স্বরূপ উৎকল অঞ্চলে বিস্তীর্ণ স্থান পান ও তথায় ক্রমে রাজত্ব স্থাপন করেন। (মতান্তরে) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গড় অমরাবতীর নিকটবর্ত্তী দিকনগর (দীর্ঘনগর?) গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি সদ্গোপ। কিন্তু পোলবা হুগলি জেলান্তর্গত ও নীলপুর বর্দ্ধমানের সন্নিকট। দিক্‌নগর তাহার অনতিদূরে। পোলবার পালই পূর্ব্বকুল মৌলিক মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে বহু অকুলীন অর্থাৎ মৌলিক পূর্ব্বকুল কুলীনের গৃহে কন্যার

বিবাহ দিয়াছেন ও কুলীন কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার ইটালির জনরঞ্জন পাল বংশ এবং তালতলার রাইচরণ পাল বংশ পোলবার পাল বলিয়া খ্যাত।

কোন্ কোন্ পালবংশ পোলবার পাল ও কোন্ কোন্ পালবংশ পাল রাজগণের সংশ্লিষ্ট তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। অন্য কোন পাল বংশ ছিল কিনা জানা যায় না। এলাটীর পালকে নিম্নস্তরের পাল বংশ বলা হয়। এলাটী স্থান নির্ণয় ও এলাটির পালবংশাবলী সংগ্রহ হয় নাই।

প্রচলিত প্রবাদ—পাল বংশের লক্ষপতি বঙ্গে প্রথম আগমন করেন। তাঁহার বংশধরগণ সমাজে সম্মানিত। এই বংশীয় সকলেই রাজার পাত্র বা মহাপাত্র ছিলেন। ইহাঁরা বহুলোকের পালক ছিলেন বলিয়া পাল পদবীতে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই পালবংশ হুগলি জেলায় পোলবা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের গোত্র শাণ্ডিল্য। (ক) কোন কোন মতে পোলবার পাল অৰ্দ্ধকুলীন। (খ) পোলবা হইতে দিকনগর ৫।৬ ক্রোশ দূর হইবে।

এলাটির পাল ও কুচুটে পাল বলিয়া পাল বংশ আছে; তাঁহাদের কোন মর্য্যাদা নাই। তাঁহাদের গোত্র ও বিভিন্ন। (খ) কতক পালবংশ পশ্চিমকুল বা উভয় কুল আশ্রিত ও আছেন।

বঙ্গদেশের বিখ্যাত পালরাজাগণ সদ্‌গোপ-বৈশ্য ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তাহা পুরাণেও উক্ত হইয়াছে। কথিত আছে তাঁহাদের বা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের বংশধরগণ অনেক স্থলে মৌলিক

(ক) বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় পৃঃ ১৫০।

(খ) Sadgops of Bengal by Sodgops Shava of Chandenagour. 1903

সদগোপ বলিয়া পরিচিত। হুগলি জেলান্তর্গত দ্বারবাসিনীর পাল বংশ যাহা মুসলমান আক্রমনে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা সদ্‌গোপ ছিলেন। নারায়ণগড়ের পাল রাজ বংশ ও মেদিনীপুরের তুকি গড়ের পালবংশও তদ্রূপ। (বর্ত্তমান রায় বাহাদুর রাধাগোবিন্দ পাল মহাশয় তুর্কিরাজ। সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।)

কয়েকটী বংশ উজ্জ্বলকারী পাল বংশাবতংশের নাম যথা ঃ—

৺বিহারীলাল পাল L.M.S. Asst, Seergeon, ও তাঁহার পুত্র বিলাতে শিক্ষিত যক্ষ্মা চিকিৎসক।

৺বিনোদবিহারী পাল Dct.. Engineer ও বঙ্গীয় সদ্গোপ সভার সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র M.B ডাক্তার।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল B.L. পেনশানপ্রাপ্ত সাবজজ ও তাঁহার পুত্র হাইকোর্টের উকিল।

৺শরৎচন্দ্র পাল B.L. সবজজ ও তাঁহার কৃতি পুত্রঃ ডাক্তার, উকিল, এটর্ণি ও হেডমাষ্টার।

৺রায় বাহাদুর রাধাগোবিন্দপাল জমিদার মেদিনীপুর জেলায় তুর্কিরাজ বা কোতাইগড় রাজ।

৺রামশরণ পাল ও রামদুলাল পাল এবং কর্ত্তা মা বা সতী মা ঘোষ পাড়ার কর্ত্তা ভজাগণের বিখ্যাত গুরু।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র পাল M.A.B.L. Vakil High Court.

ঘোষপাড়ার ঠাকুর বংশের গুরু ও বর্ত্তমানে জনৈক সেবাইৎ এবং গোপালচন্দ্র দেব নাম গৃহীত।

৺ঈশ্বরচন্দ্র পাল ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজার মহাশয়গণের ও ঠাকুর বাড়ীর অধ্যক্ষ।

৺রামদুলাল পাল ঐ ঐ [স্থাপয়িতা]

মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণগড়ের পালরাজ বংশাবতংশগণ

৺ত্রৈলক্যনাথ পাল B.L, মেদিনীপুর জজকোর্টের উকিল তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বঙ্গীয় সদ্‌গোপ সভায় শিক্ষার্থে দান করিয়া গিয়াছেন এবং মেদিনীপুর ইতিহাস লেখক।

৺রাইচরণ পাল তালতলা, কলিকাতা, যিনি দরিদ্রের শিক্ষার জন্য ও চিকিৎসার জন্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দেবত্তর করিয়াগিয়াছেন। সেই সম্পত্তির আয় হইতে অবৈতনিক উচ্চপ্রাথমিক স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে এবং, লক্ষ্মীপূজা, দোল রাস, দুর্গোৎসব ও দাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন চলিতেছে।

বঙ্গের পালরাজ বংশ

৺পঞ্চানন পাল ভাটপাড়ার জমিদার ও ব্যবসায়ী।

৺বিহারীলাল পাল ভাটপাড়া ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতীশ চন্দ্র পাল M.A.B.L. Vakil High Court. তালতলা

৺প্রাণনাথ পাল এটর্ণি তালতলা।

৺জনরঞ্জন পাল তালতলা

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীশ চন্দ্র পাল B.L. এটর্ণি

শ্রীযুক্ত বাবু শিরীশ চন্দ্র পাল B.A.B.L. Headmaster Intally Training Academy,

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ পাল জমিদার মেদিনীপুর

" " সুরেন্দ্রনাথ পাল ডাক্তার, গড়বেতা, মেদিনীপুর

" " বিণয় ভূষণ পাল ডাক্তার, মেদিনীপুর

[ইত্যাদি]

১২শ অধ্যায়

পঞ্চকোটীর রায় বংশ (পূর্ব্বকূল সমাজ)

ডাক্তার ৺রাজেন্দ্র নাথ সুর মহাশয় লিখিয়াছেন যে—পঞ্চকোটীর রায় বংশ একটি বিখ্যাত মৌলিক বা সমাজ বংশ। ইহাঁরা অত্যন্ত ধনী ছিলেন এজন্য রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। এবংশ প্রথমে বীরভূম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন; সেই অবধি **পঞ্চকোটীর** রায়েরাই শ্রেষ্ঠ (?) এক্ষণে ইহাঁরা রায় চৌধুরী পদবীতে প্রসিদ্ধ। এই বংশ ও পোলবার পালকে মধ্যম কুলীন বলিয়াছেন। বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়েও লিখিত আছে—ধনপতি লক্ষপতি মধ্যম কুলীন।

এ পঞ্চকোটীর বংশের কোন ইতিহাস বা বংশমালা পাওয়া যায় নাই। বীরভূম জেলা মধ্যে পঞ্চকোটী স্থানটি কোথায় তাহাও নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। ইহা মানভূমের পঞ্চকোট নহে।

১৩শ অধ্যায়

পশ্চিম কুল কুলীন—ভালকী বংশ

গোত্র কাশ্যপ। কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺শিবাখ্যা দেবী

ভালকী বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি কিম্বদন্তী আছে; এবং বংশমালাতেও কিছু কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্বজাতি-বর্গের ও অন্যান্য পাঠকবর্গের অনুসন্ধিৎসা ও সন্দেহ দূর করিবার জন্য, কিছু বেশী হইলেও সমস্ত কিম্বদন্তীগুলি সন্নিবেশীত হইল।

[১] সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ৺নীলমনি কোঙার মহাশয়ের সংগ্রহ। তিনি Govt. of India, Military Dept. এর Supdt. ছিলেন। পেনশান লওয়ার পর ১২৮০খৃঃতে, শিহড় গড়ে স্বয়ং গিয়া শ্রীশ্রী৺শিবাখ্যা দেবীর পূজক (তাৎকালিক যুবক) শ্রীকালীচরণ মিশ্র হইতে তিনি প্রাপ্ত হইয়া একটি বিবরণ মুদ্রিত করেন। সেই বিবরণের আবশ্যকীয় মর্ম্ম উদ্ধৃত করিলাম। যথা:—

ভল্লুপাদ [বা ভল্লুপদ বা ভল্লকপদ] ক্ষত্রবংশোদ্ভব সন্ন্যাসী আশ্রমী ছিলেন। তাঁহার হস্ত পদ মুখ ও চক্ষু ভল্লুকাকৃতি [ক] কান্তি

(ক) সম্ভবতঃ ভল্লুক নাম থাকায়, যুবক পূজকের ইহা অনুমান। ক্ষত্রিয়ের সে কালে ভল্লুক বংশ থাকিতে পারে তাহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। ৺শ্রীশচন্দ্র রায় ডাক্তার মহাশয় কুটুম্ব স্বরূপ অমর গড়ে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া বংশ পরিচায়ক গড়ে রক্ষিত পুস্তক (পুঁথির) মাত্র দুইখানি পাতা পাইয়াছিলেন, তাহার আগা গোড়া কিছুই ছিলনা। কাজেই কিম্বদন্তীর উপর তিনিও নির্ভর করিয়াছেন।

চন্দ্রতুল্য ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। পূজকের অনুমান মতে (১) ভল্লুপাদ নীলপুরের রাজা গদাধর কোঙারের (সম্ভবতঃ ঘোষের) কন্যাকে বিবাহ করেন। ভল্লুপাদ যখন রাঢ়ে আদি বংশ প্রবর্ত্তক তখন তাঁহার পূর্ব্বে রাঢ়ে কোঙার বংশ থাকা সম্ভব নহে। পূজক মহাশয় সম্ভবতঃ রাজা ভল্লুপদের মর্য্যদা রক্ষার্থে রাজার শ্বশুরকে কুলীন কোঙার বলিয়াছেন। ভল্লু-পদের প্রপৌত্র বিখ্যাত গোপভূমের রাজা মহেন্দ্র নীলপুরের রাজা কালীদাস ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। অতএব রাজা কালীদাস ঘোষের ৩ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী নীলপুরের রাজা গদাধর হওয়াই সম্ভব। রাজা লাউসেন গৌড় রাজ ধর্ম্মপাল ও রাজা ইছাই ঘোষ সমসাময়ীক হইলে রাজা গদাধর ঘোষ প্রায় ১০০ বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী হন।

১২৬৫ শকে [১৩৪৩ খৃঃ] তাঁহার পুত্র [২] গোপালের জন্ম হয়। ১২৮২ শকে [১৩৬৩ খৃঃ] গোপাল রাজা হন। তিনি পরগণার নাম রাখেন গোপভূমি। এই পরগণার অন্তর্গত ৩৬০ খানি গ্রাম ছিল [আইন আকবরী ও ফেরিস্তা দ্রষ্টব্য]।

১২৮৭ শকে গোপালের পুত্র [৩ক] শতক্রতু ও ১২৯০ শকে গোপালের ২য় পুত্র (৩খ) কালুষণ্ড জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা শতক্রতুর রাণী ছিলেন **রাধানগরের** রাজা বীরচন্দ্ররায়ের কন্যা। ১৩০৩ শকে [১৩৮১ খৃঃ] (৪) রাজা মহেন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি দেবীপুরের জগদ্দুর্লভ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। আর এক (২) কিম্বদন্তী অনুসারে তিনি রাজা কালীদাস ঘোষের কন্যাকেও বিবাহ করেন [পৃঃ ৮৯]।

স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া খেজুরডিহির উগ্র ক্ষত্রিয় জগৎ সিংহের বাটি হইতে তিনি সৈন্য প্রেরণ করিয়া বলপূর্ব্বক দশভূজা শ্রীশ্রী৺ সিংহবাহিনী

দেবীমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া নিজ বাটিতে স্থাপন করেন ও তাঁহার নাম রাখেন শ্রীশ্রী৺শিবাখ্যা। ইনিই এই বংশের কুলদেবতা রূপে অধিষ্ঠিত আছেন।

রাজা মহেন্দ্রের দুটি কন্যা—জ্যেষ্ঠা [প্রথম পক্ষে] কালিন্দী ও কনিষ্ঠা [২য় পক্ষে] যমুনা। সিউর গড়ের রঞ্জিৎলালকে রাজটিকা দিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সম্প্রদান করেন; এবং কাঁকসা নিবাসী রাধাকান্ত রায়কে রাজটিকা দিয়া কণিষ্ঠা কন্যাকে সম্প্রদান করেন। মতান্তরে শুরগড়ের বা শিহুড়গড়ের বা শিওরগড়ের রঞ্জিৎলালের সহিত কালিন্দীর বিবাহ দেন। মতান্তরে যমুনা সহ শিউরগড়ের শিবাদিত্যের এবং কাঁকসায় কালিন্দীর বিবাহ দেন।

১৪০২ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। আর এক কিম্বদন্তী অনুসারে রাজা মহেন্দ্রের ৩ স্ত্রী ছিলেন, তৃতীয়া স্ত্রীর নাম গৌরী। ৩য় পক্ষের সন্তানেরা দীঘনগরে বাস করেন।

সৈয়দ বর্ম্মণ নামক এক মুসলমান যোদ্ধা রাজা মহেন্দ্রের সহিত জামতাড়ার যুদ্ধে হত হন।

রাজা লাউসেন রাজা ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজা মহেন্দ্রের আধিপত্য বিস্তার করিয়া দেন।

খটঙ্গার ভারতচন্দ্র রায়ের কন্যার সহিত যোগেন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই সময়ে শিউর, কাঁকসা, অমর গড় [ভালকী গড়] খটঙ্গা, বৈঁচি, ওড়ম্বর, শুশুনে, কিন্নর ও প্রতিহার দুইঘর লইয়া রাজা মহেন্দ্র **সমাজ** স্থাপন করেন। আদান প্রদানের জন্যই এই সমাজের স্থাপনা।

তৎপরে রাজা মহেন্দ্র কিন্নর নিবাসী ঘনরাম রায়ের কন্যাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ৮টী সন্তান হয়; তন্মধ্যে

জ্যেষ্ঠের নাম ভবানন্দ এবং আর ৪টীর নাম ধীরেন্দ্র, দর্পনারায়ণ, অম্বিকা ও ভৈরব। অবশিষ্ট নাম পাওয়া যায় নাই।

রাজা মহেন্দ্র নিজ রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগের রাজধানী অমর গড়ে করিয়া তাহা [৫] যোগেন্দ্রকে দেন। আর এক ভাগের রাজধানী দীর্ঘনগরে [দীঘনগরে] * করিয়া ভবানন্দকে দেন। তৎপরে রাজা মহেন্দ্র কাশীবাস করেন ও তথায় দেহ ত্যাগ করেন।

অমরগড়ের রাজা যোগেন্দ্র—মৃত্যুকালে [৬] ধীরচন্দ্রকে তাঁহার রাজত্ব দিয়া যান। তাঁহার পুত্র [৭] হরিশ্চন্দ্র ওড়ম্বর নিবাসী [লোকনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দেহান্তে তাঁহার ১০ম বর্ষীয় পুত্র [৮] রণভীম রাজা হন। তিনি খটঙ্গা নিবাসী গঙ্গাধর রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজা রণভীম যুদ্ধে পারদর্শী ও বিদ্বান ছিলেন। ১৪৩৩ শকে তৎপুত্র নরেন্দ্র, ১৪৩৭ শকে দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্র ও ১৪৪১ শকে [খৃঃ ১৫১৯] ৩য় পুত্র রমানাথ জন্মগ্রহণ করেন। ‡

রণভীমের লোকান্তে [৯] নরেন্দ্র রাজা হন। শুশুনা নিবাসী হরনাথ রায়ের কন্যার নরেন্দ্র পাণি গ্রহণ করেন। ১৪৬০ শকে তাঁহার

* এই শাখাকে খোঁচ দীঘনগুরে বলে। এই বংশ কনিষ্ঠা রাণীর দিকের বংশ ও ভালকীর খোঁচ। আর আছে কাঁকসার খোঁচ দামোদরে এবং শিওরের খোঁচ অলুন্দ্বুতে।

এই খোঁচের সংবাদ আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জনৈক অতিবৃদ্ধ কোঙর সদ্‌গোপের নিকট শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া সযত্নে রাখিয়াছিলেন। আমিও তাহা সযত্নে জরাজীর্ণ অবস্থায় রাখিয়াছি। গুরবাড়ীর রায় চৌধুরী বংশ কোন এক রাজ বংশের (সম্ভবতঃ কাঁকসার) খোঁচ হওয়া অসম্ভব নহে।

‡ বর্ষ লিখিতে ভ্রম করিয়াছেন। শকাব্দা বা শক লিখিতে ভ্রম করিয়াছেন।

পুত্র [১০] দ্বিবীশচন্দ্র ও ১৪৬৫ শকে পুত্র রাজচন্দ্র জন্মলাভ করেন। নরেন্দ্রের দেহান্তে [১০] দ্বিবীশচন্দ্র রাজা হন ও কিন্নর নিবাসী ব্রজ-কিশোর রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৪৮৮ শকে তাঁহার পুত্র [১১] নিলধ্বজ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজা দ্বিবীশের দেহান্তে রাজা হন। তিনি বৈঁচির প্রশন্নকুমার রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫২১ শকে [১৫৯৯খৃঃ] [১২] তৎ পুত্র বৈদ্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন ও পরে রাজা হন। ১৫২৬ শকে বিখ্যাত ডাকাত বৈরাগী পান্না তাঁহার রাজবাটী লুণ্ঠন করে। ডাকাত শ্রীশ্রী৺শিবাখ্যা দেবীকে লইয়া যায় ও মরাইতলার মাঠে ফেলিয়া যায়। দেবীর মাহাত্ম্যও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। তদৃষ্টে বৈদ্যনাথ মর্ম্মাহত হইয়া কাশীবাস করেন ও সেই স্থানেই দেহত্যাগ করেন। বৈদ্যনাথের বংশধরগণ মধ্যে কতক সিংহালীতে বাস করেন। ইহাই দেবীয় পূজারী কালীচরণ মিস্ত্রীর মহাশয়ের বর্ণনা—সে সময়ে তাঁহার বয়স বেশী হয় নাই ও তিনি প্রবীণ হন নাই।

১৫৪৭ শকে [১৬২৫খৃঃ] অমরার গড়ের রাজত্ব লোপ পায়। তৎ-পরে বংশের ঘটনা উচ্চ গৃহস্থ বংশের ন্যায়। এই পর্য্যন্ত এ বংশের উচ্চতা জ্ঞাপক।

কোথাও বা ভ্রমে পতিত হইয়া বঙ্গাব্দ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান বৰ্দ্ধমান ক্ষত্রিয় রাজ বংশের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে সদ্‌গোপ রাজত্ব প্রবল ছিল। ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত আইন আকবরীতে ও শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে গোপভূমের উল্লেখ আছে। গোপভূম দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

জেলা হুগলি জেলা বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত ছিল। প্রায় ১৫০ বা ২০০ বর্ষ পৃথক হইয়াছে।

১২ পুরুষের পর বংশাবলী যথা—[কোন কোন মতে ভল্লুপদ তে বৈদ্যনাথ ১৪ পুরুষ] (ক)

(ক) অনুকূল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় (মেদিনীপুরের বি-এল উকিল ৺ত্রৈলক্য নাথ পাল মহাশয়ের মেদিনীপুর ইতিহাস প্রকাশের বহুপরে আর একখানি মেদিনীপুর ইতিহাস লিখিতে বসিয়া বলিয়াছেন ঃ—ভালুকী বর্দ্ধমান জেলায় গন্ধবণিক জাতীয় একটী সমাজ। রাঘব সিংহ সৌরাষ্ট্র হইতে ৮৪৮ বঙ্গাব্দে মাণকরের নিকট অরণ্য মধ্যে বাস করেন। সম্ভবতঃ তিনি কোন তদন্ত না করিয়াই গন্ধবণিক সমাজ লিখিয়াছেন আধুনিক যাদব ক্ষত্রিয় গোপগণ এ বংশকে স্বজাতি বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এ বংশের বহু বংশধর পশ্চিম বঙ্গে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

ভাল্‌কীর একটী বংশমালা—গোত্র কাশ্যপ
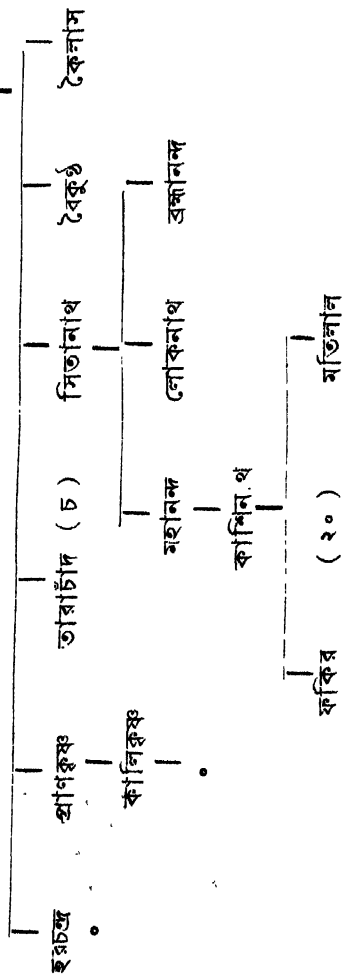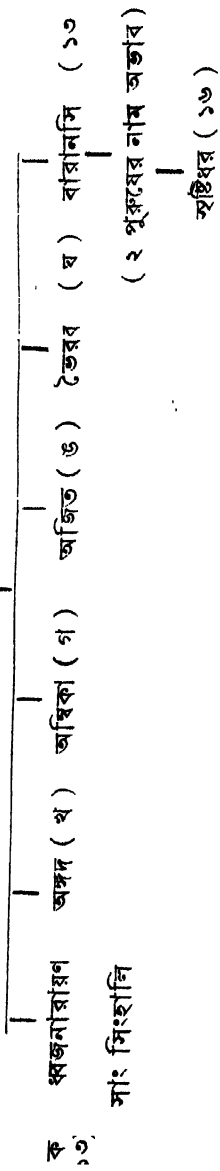
(২০) মতিলালকে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়সের সময় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে চুচুড়ায় দেখিয়াছি। তখন তাঁহারা দুই ভাই হুগলির মধ্যে সাহেবগঞ্জে বাস করিতেন। বোধ হয় মতিলালের এক বিধবা কন্যা ছিল। এই বংশের গঙ্গাধরের পুত্র জীবনকৃষ্ণ নবাবী আমোলে নাজিমগঞ্জের ইজারাদার ছিলেন। গঙ্গাধর বৈঁচিতে বাস করিতেন। জীবনকৃষ্ণ হুগলি জেলায় বহু কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত চিতার দীঘী তাঁহারই কৃত। অনেকগুলি কুণ্ডর পুষ্করিণী নামক পুষ্করিণী খনন হয়, সেগুলি তাঁহারই নামে চলিয়া আসিতেছে। প্রায় ১০০ বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার বাটীতে ছিলেন। ঐ পুষ্করিণীগুলি বৈঁচি হইতে সাহাগঞ্জের মধ্যে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবতা সকল সাহাগঞ্জে ফকির চাঁদ কোঙরের বাড়ীতে রক্ষিত আছে।—বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় পৃঃ ১৫৭।
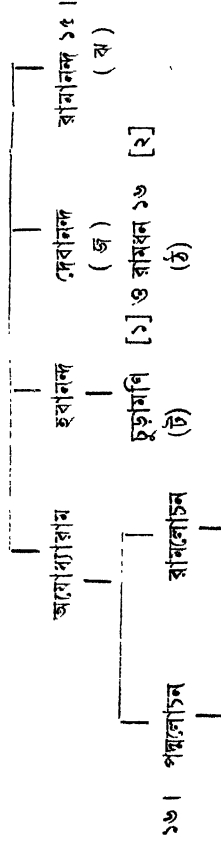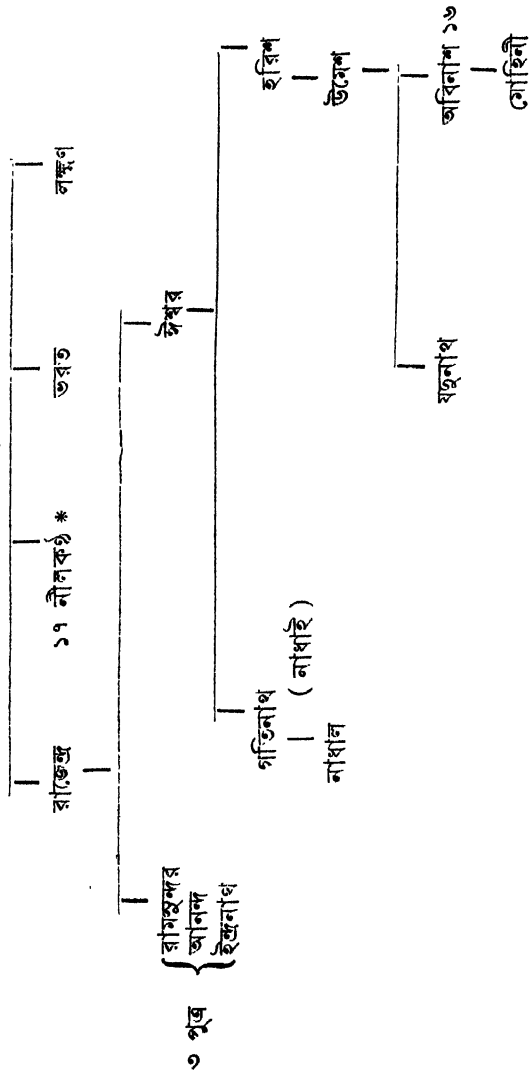
(ঙ) ১৩। অজিত (বৈদ্যনাথ পুত্র)

|

অনন্তরাম ১৪।

|

অযোধ্যারাম | হবানন্দ | দেবানন্দ (জ) | রামানন্দ ১৫। (ঝ)

অযোধ্যারাম → ১৬। পদ্মলোচন, রামলোচন

হবানন্দ → চূড়ামণি [১] (ট) ও রামধন ১৬ [২] (ঠ)

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠা হইতে আগত)
(১৬) পদ্মলোচন
১৭। গঙ্গাধর
মুরলীধর
সাগরচন্দ্র
২০। কার্ত্তিকচন্দ্র
শশীভূষণ
শ্যামাচরণ
ইন্দ্রনাথ
কন্যা
কুমারমণী +
রাজা পৃথিবল্লভ
পাল নারায়ণগড়
শিবপদ
নয়নতোষ
রঘুপদ
কালীপদ
অভয়পদ
শক্তিপদ
দ্বিজপদ
উমাপদ
নিরাপদ
তারাপদ
কুমুদ
প্রসাদ ২৪
কন্যা
(১৬) রামলোচন
বলরাম
বাবুরাম
বৃন্দাবন
হরিচরণ
কেনারাম
রামদুলাল
রামকানাই
রামমোহন
ক্ষেত্রনাথ
কালীপ্রসন্ন
রাজেন্দ্র
৪ পুত্র ২৩।

* ১৭ নীলকণ্ঠ, তস্য পুত্র ১৮ রামরাম, তস্য পুত্র ১৯ কামদেব, বাসুদেব, দ্বীপচন্দ্র, স্বরূপ ; বাসুদেব পুত্র ২০ দ্বারিকা, তস্যপুত্র ২১সুখম

(ঠ) [১৬] রামধন পৃঃ—১৮৯

কমলাকান্ত
- মাণিক
  - ব্রজনাথ
  - লোকনাথ
    - ত্রৈলক্য
      সাং ছামনা
- গুরুচরণ
  - কার্ত্তিক
- ঈশ্বর
  - শ্রীকৃষ্ণ
  - ধনকৃষ্ণ
  - প্রাণকৃষ্ণ
    - ললিত
    - সতীশ
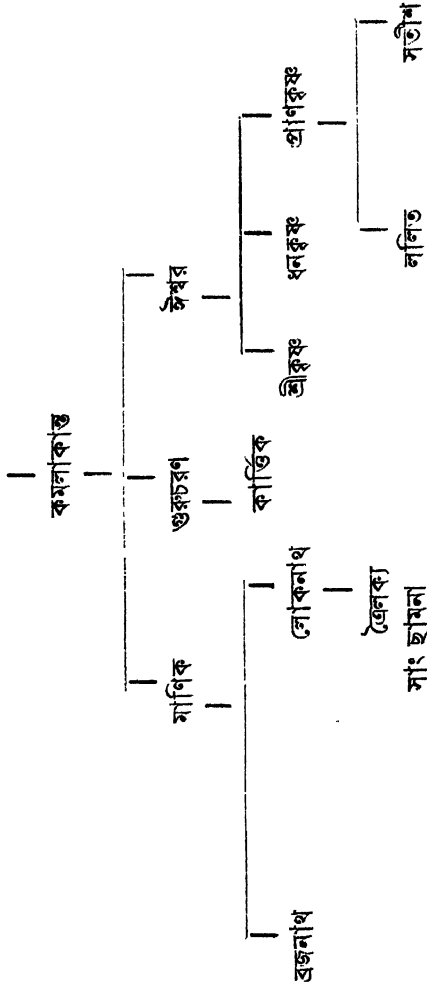
তস্য পুত্র ২২ বিজয়, তস্য পুত্র সজনীকান্ত (২৩), ১৯ দ্বীপচন্দ্রের. পুত্র ঈশান, দীননাথ, তারকচন্দ্র ; দীননাথের ২১ পুত্র পূর্ণচন্দ্র, তস্য পুত্র ২২ পঞ্চানন তস্য পুত্র ২৩ অমিয়, নৃসিংহ, সুকুমার। তারকচন্দ্রের পুত্র ২১ রাখাল, ২০ হরিদাস, লক্ষ্মীকান্ত ; রাখালের পুত্র ২২ কালিশঙ্কর, কালীকিঙ্কর, শম্ভুনাথ ও বৈকুণ্ঠ ; লক্ষ্মীকান্ত পুত্র ২২ সুধীর, মনীন্দ্র, ভবদীন ও কুমাবিল॥ ২২

(গ) ১৪। অম্বিকা (বৈদ্যনাথ পুত্র) পৃঃ—১৮৮
১৬ (২।৩ পুরুষ অভাব)
১৭। পরিক্ষিত
বিশ্বনাথ
গোলামচন্দ্র
হরচন্দ্র ২০
২০ রামচন্দ্র
পার্ব্বতী ২১
বামাচরণ
শ্যামাচরণ [ক]
কালিনাথ
রাধানাথ
কন্দর্প [খ]
উপেন্দ্র [গ]
রামলোচন
রাজ্যধর
রামপ্রসাদ
নীলমাধব
সূর্য্যনারায়ণ
সত্তিনাথ
ভৈরব
২৩। শিবচন্দ্র
অনাথ ?

(আগত) ১৭ (চ) তারাচাঁদ পৃঃ—১৮৮
বিশ্বনাথ
শত্রুঘ্ন
রামতনু
রামকল্প
রাম নেয়াজ
মাধব
১ম স্ত্রী
২য় স্ত্রী
১৮। মহানন্দ
মাখন (কাঠালে)
গোপেশ্বর
মৃত্যুঞ্জয়
১৯। মানিক
বারানসী
২০ রমণী
নারায়ণ
শক্তিপদ ৩ কন্যা
নিমাই
কন্যা সুসমা
২০। দেবেন্দ্র
ফকির
প্রমথ
সুনীল
গগন
মনরঞ্জন
ঘনশ্যাম
প্রদ্যোৎকুমার ২১।
শ্যামসুন্দর
২১। উমাপদ
রাধারমণ
বংশীধর

(ক) ১৪। ধ্বজনারায়ণ (সিংহালী) পৃঃ — ১৮:
কালীনাথ
নফর
১৫। জয়চন্দ্র
রাধিকানাথ
১৬ ত্রৈলোক্য
ভবসুন্দরী
১৭। দ্বিজেন্দ্র
সুরেন্দ্র ওঃ হরি
২ কন্যা
রাধানাথ
মণীন্দ্র ওঃ হাবু
চন্দ্রশেখর ওঃ পটল
জগন্নাথ
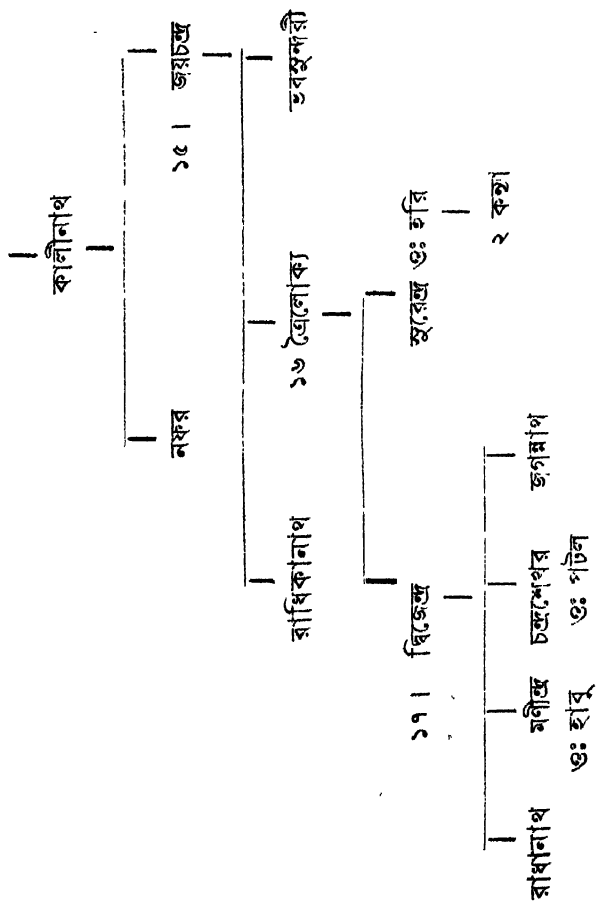
ভালকী বংশ

(খ) ১৩ । অঙ্গদ (বৈদ্যনাথ পুত্র) পৃঃ---১৮৮
১৪ । গঙ্গাপ্রসাদ
কৃষ্ণপ্রসাদ
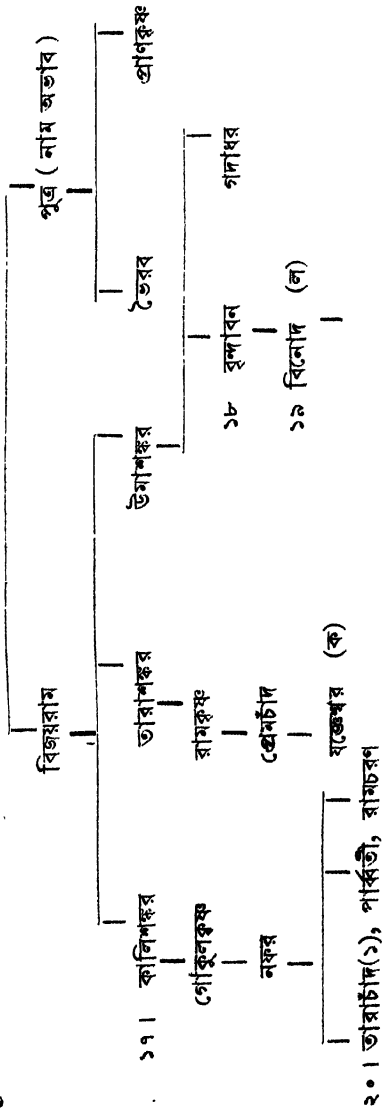
বিজয়রাম
পুত্র (নাম অভাব)
১৭ । কালিশঙ্কর
তারাশঙ্কর
উমাশঙ্কর
ভৈরব
প্রাণকৃষ্ণ
গোকুলকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ
১৮ বৃন্দাবন
গদাধর
নফর
প্রেমচাঁদ
১৯ বিনোদ (ল)
যজ্ঞেশ্বর (ক)
২০ । তারাচাঁদ(১), পার্ব্বতী, রামচরণ

ভালকা বংশ

২০। তারাচাঁদ (১) পৃঃ—১৯৭
- কালিনাথ (গাং পদমো)
  - বিনোদ
    - জ্যোতিশ
      - ২৪। জগদীশ
        - ?
    - ভোলানাথ
      - কুমারিশ
        - ?
  - সুরেশ
  - শরৎ
- উপেন্দ্র
  - কন্যা

২০ যজ্ঞেশ্বর (ক)
- কালিচরণ
- বামাচরণ
  - প্রিয়লাল
    - বংশীধর
  - অমৃতলাল
    - ভোগানাথ
    - মুরলীধর
    - ২৩। কমলাকান্ত
- অম্বিকাচরণ

১৯ বিনোদ (ল)
- ত্রৈলোক্য
  - চন্দ্র
  - সূর্য্য
    - জগদীশ
      - ২২
    - কমল (বা কানন
      - ?
  - জ্যোতিঃ
  - কন্যা
- হরনাথ
- রামনাথ

অঙ্গদের প্রকাশিত শ্রীশ্রী৺দুগ্ধেশ্বর মহাদেব অম্‌রার গড়ে আছেন। সং কুঃ সং।

ভালকী বংশ

(ঘ) ১৩। ভৈরব (বৈদ্যনাথ পুত্র) পৃঃ—১৮৮
(৪ পুরুষের নাম অভাব)
১৮। শিবনারায়ণ সাং লেগো
রাজচন্দ্র
শ্যামাচরণ সাং তোতাই
দুর্গাপ্রসাদ
সর্ব্বানন্দ
৪ কন্যা
তারণীপ্রসাদ
অম্বিকা
২ কন্যা
২ কন্যা
পূর্ণানন্দ
৩ কন্যা
যোগেন্দ্র
মৃণীন্দ্র
সুরেন্দ্র
২ কন্যা
২ কন্যা
কালিকিঙ্কর
গৌরীকিঙ্কর
ভবানীকিঙ্কর
বগলাকিঙ্কর
রামকিঙ্কর
রাধাকিঙ্কর
নারায়ণ

ভালকী বংশ

(ঙ) ১৩। অজিত (বৈদ্যনাথ পুত্র) পৃঃ—১৮৮
অনন্তরাম
অযোধ্যারাম
হরানন্দ
১৫। দেবানন্দ (ছ)
রামানন্দ [জ]
পদ্মলোচন
১৬। রামলোচন
চূড়ামণী
রামপাল
গঙ্গাধর
বলরাম
বাবুরাম
বৃন্দাবন
রাজেন্দ্র
নীলকণ্ঠ
মুরলীধর
১৭।
[আ]
ভরত
হরিচরণ
লক্ষণ
সাগরচন্দ্র
রামসুন্দর
ঈশ্বর
কেনারাম
আনন্দ
২০ কার্ত্তিকচন্দ্র [ক]
ইন্দ্রনাথ
রামদুলাল
২০ রামকানাই [ন]
রামমোহন
গতিনাথ
হরিশ
[ল]

ভাঁলকী বংশ

২০ কার্ত্তিকচন্দ্র [ক]
- শশীভূষণ
- শ্যামাচরণ
  - কন্যা কুমারমণি + রাজা পৃথ্বিবল্লভ পাল সাং নারায়ণগড়
  - কন্যা
  - শিবপদ
    - নয়নতোষ ২৩।
  - রঘুপদ
    - কালিপদ, অভয়পদ, শক্তিপদ ২৩
  - দ্বিজপদ, উমাপদ, নিরাপদ
  - তারাপদ
    - কুমুদ প্রকাশ
- ইন্দ্রনাথ

২০ রামকানাই [ন]
- ২১। ক্ষেত্রনাথ
  - কালীপ্রশন্ন
  - রাজেন্দ্র
    - ৪ পুত্র। ২৩

১৮হরিশ [ল]
- উমেশ

ভালকী বংশ

ফুটনোট :—৺কালীচরণ কুমার মটসূলেনে কলিকাতায় বাস করিতেন। ভদ্রাসন বলুটীতে। প্রমথনাথ কোঙার—ডাক্তার শশীভূষণ কোঙার কন্যাকে বিবাহ করেন।

* বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য জার্ম্মানি গিয়াছেন।
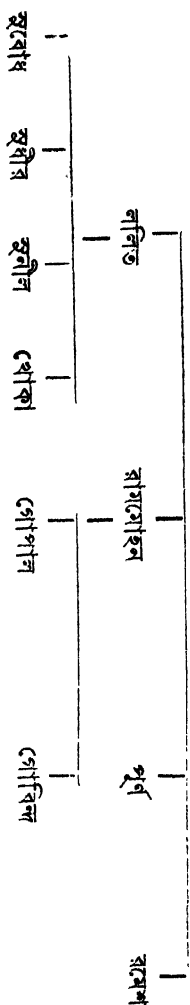
আশুতোষ M.A. বঙ্গীয় গভর্ণরের আফিসে Registrar ও রায়সাহেব হন। এক্ষণে বাড়ী করিয়াছেন রামময় রোড ভবানীপুর তিনি মেদিনীপুরের ৺নন্দলাল ঘোষ ডাক্তারের কন্যাকে বিবাহ করেন।

অমৃতলাল I.R. Delhi তে চাকরী করিতেন, পূর্ণিয়ার ৺কামিখ্যানাথ ঘোষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন ; মিডল রোডে পৃথক বাড়ী করিয়াছেন।

মনমোহন ক্যাপটেন M.B. ডাক্তার অটল কৃষ্ণ কোঙার মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। মিডল রোডে পৃথক বাড়ী করিয়াছেন।

ললিতমোহন কোঙার বিলাতে Telephon Engineering পাশ করিয়া কলিকাতায় টেলিফোন কোম্পানীর Traffic Manager হইয়াছেন।

[ছ] ১৫। দেবানন্দ [রাজা বৈদ্যনাথের পৌত্র] পৃঃ—১৮৯
পিতাম্বর
শ্রীমন্ত
গোকুলকৃষ্ণ
মাধবরাম
ঈশ্বরচন্দ্র
রামতনু
মধুসূদন
জনার্দ্দন
নারায়ণ
বিপৎতারণ
জগৎতারণ
বনয়ারী
প্রমথ [ন]
[ম] চন্দ্রকান্ত
৫ কন্যা

[ম] চন্দ্রকান্ত

কালিপদ | হরকালী | দক্ষিণা

২৩। ভবতারণ — ৩ কন্যা

কালিকিঙ্কর | শশাঙ্ক, বটকৃষ্ণ | দিবাকর

[ন] প্রমথ পৃঃ—২০৪

৪ পুত্র

শ্রীনাথ
হরেকৃষ্ণ
শিবরাম
কালিকৃষ্ণ

ভালকী বংশ
(জ) ১৫। রামানন্দ পৃঃ — ১৮৯
বিনোদরায়
উমাচরণ
শ্যামাচরণ
রামচন্দ্র বা রামকান্ত
ঠাকুরদাস
ভৈরব
১৯। কালিনাথ
কালিপ্রসাদ
ভগবতীচরণ
নিলমাধব
যাদব
প্রতাপ
নবীন
রজনীকান্ত
সৌদামিনী
আশুতোষ
সন্তোষ
শ্যামাচরণ
শিবপদ
রাধারমণ
সরোজ
সত্যেন্দ্র
মুরারি
২৩।
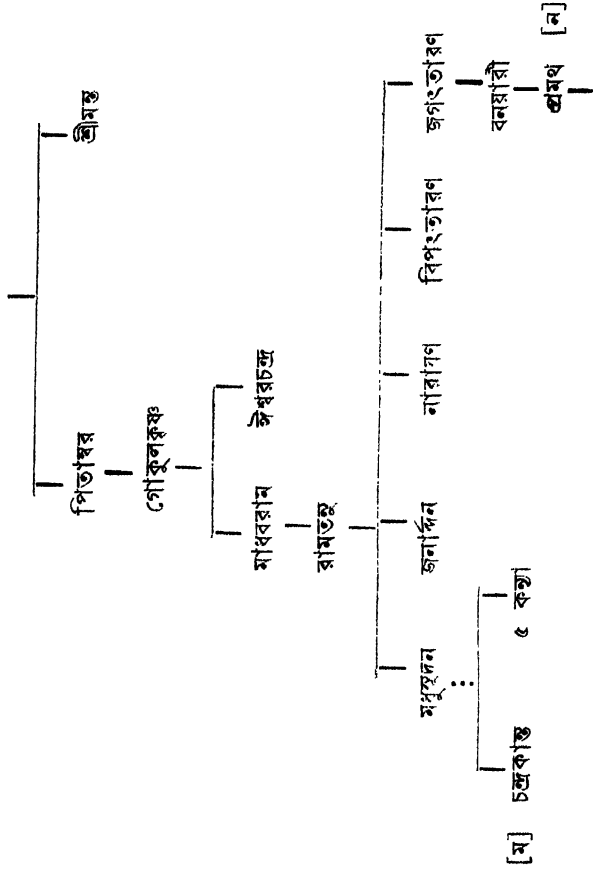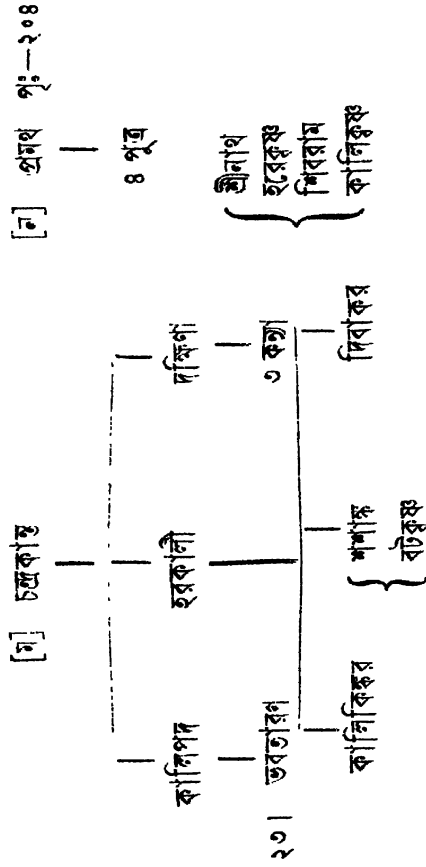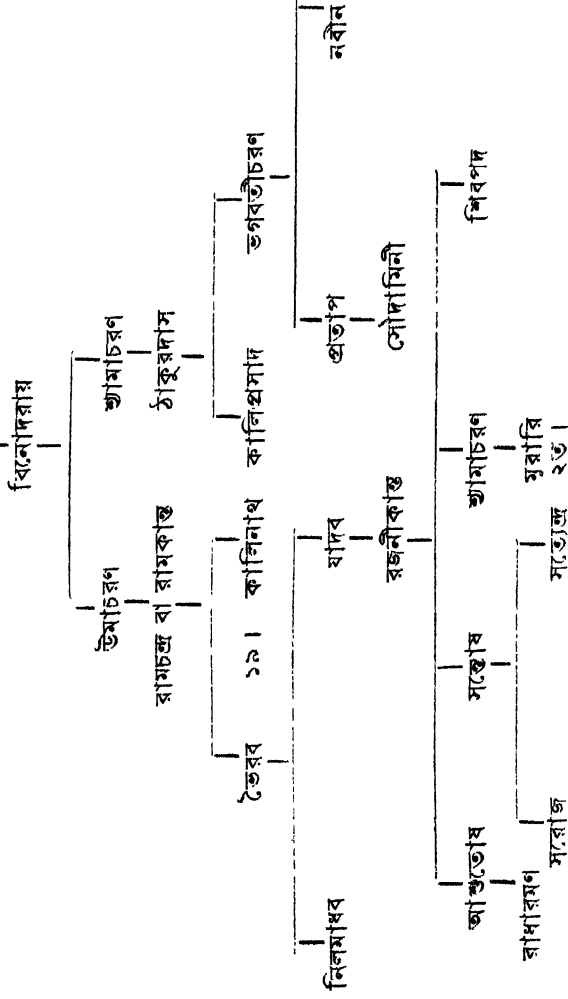
শিবাখ্যাকিঙ্কর কাব্যের মত গ্রহণীয় নহে। কারণ তাহার মূল পুঁথি গোপনীয় রাখা হইয়াছে এবং অনেক বিষয়ে অন্যান্য কিংম্বদন্তী দ্বারা পোষণ হয় নাই। বিশেষতঃ—কাব্যে ঐতিহাসিক ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে। তাহাতে কবির কল্পনা বেশীর ভাগ থাকার সম্ভাবনা।

(২) বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়—লেখক মহাশয় ইতিহাস লেখকের কার্য্য করিয়াছেন। সত্য উৎঘাটন করিবাব চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আদর বেশী। তিনি জনৈক বন্ধু হইতে শুনিয়া লিখিয়াছেন যে সৌরাষ্ট্র (সুরাট) দেশীয় রাঘব সিংহ ভল্লুপদ এ দেশে আসিয়া বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত মানকরের নিকট বিস্তীর্ণ বন মধ্যে বাস করেন। তিনি ভুজবলে রাজ্য স্থাপন করেন, গ্রামের নাম রাখেন ভালকী ও নীলপুরাধিপতির কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এবং তাঁহারই গর্ভজ পুত্র গোপাল (পৃঃ ১৫৬)। ভল্লুপদ ৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার পৌত্র মহেন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। +

(৩) বঙ্গীয় কুমার সম্প্রদায়—নামক পুস্তকে ১৩২০ সালের পূর্ব্বে ভাল্‌কীর একটী বংশমালা বাহির হয়। তাহার সহিত অনেক স্থলে একতা দেখা যায় না।

ভল্লুপদ রাজা গদাধর ঘোষ কন্যা বিবাহ প্রসঙ্গ হইতে প্রতীয়মান হয় যে রাজা কালীদাস ঘোষ, রাজা কর্ণসেন রায়, রাজা ইছাই ঘোষ ও মানিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে [পৃঃ ৬৫] উক্ত আর কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজা ও পদ্মানদের উত্তরে রাঢ় মধ্যে গৌড়ের মহারাজা ধর্ম্মপাল

+ [সম্ভবতঃ শকাব্দে] ১২০৩ খৃঃতে বংশমালা ও রাজা মহেন্দ্রের কাল বা সময় নিরূপন অধ্যায়ে পরে দ্রষ্টব্য]

মহারাজা মহীপাল, * কুরঙ্গ দেশের রাজা কুশল কোঙর [পৃঃ ৭০] আরও অনেক ব্যক্তি রাজা ভল্লুপদের পরবর্ত্তী কালের ছিলেন। ইহাঁরা সদ্গোপ কাজেই ভল্লুপদ রাজার পূর্ব্ব হইতে রাঢ় দেশে সদ্গোপ জাতির বাসস্থান ছিল; এমন কি সদ্গোপ রাজাও ছিলেন। ইহা হইতে অনুমান হয় সে সময়ে সদ্গোপ জাতি মূর্খ ছিল না। তন্মধ্যে রাজ্য পরিচালনায় ও মৃগয়ার পটু সদ্গোপ রাজা ছিলেন। সে রাজাগণ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী; সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল ত্যাগ করিলেও কিম্বদন্তী দ্বারা যথেষ্ট অনুমান সম্ভব। তাঁহাদের গোপ সৈন্যও ছিল। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে কোথাও ঘোষ কটক কোথাও গোপ সৈন্যগণ বলা হইয়াছে। গোয়ালাগণ মধ্যে বঙ্গদেশে [গো-গোপ বা] গোয়ালা সৈন্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতের আমোলে শ্রীমদ্ভাগবতে আভীর দস্যু পাওয়া যায়। গোয়ালাগণ যদিও এখন যাদব ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিতেছেন, তাঁহারা কখনও বঙ্গদেশে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন বা সৈনিক ছিলেন বলিরা শুনা যায় নাই বা কোন প্রবাদ কিংবা কোন কিম্বদন্তী শুনা যায় নাই। মাহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের [প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে] গড় রক্ষক লাঠিয়াল ছিল বলিয়া দেওয়ান রাজীবলোচনের তাঁহার জীবন চরিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ধর্ম্মপাল ও ভূষষ্ঠির গড়ের সামন্ত রাজা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে প্রথমে জয়ী হইয়াছিলেন। যখন উগ্রক্ষত্রিয়গণের আবির্ভাব হয় নাই তখন রাঢ়বাসীগণ (গ) গ্রীক সৈন্যকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। [কোঙরগণের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী প্রসঙ্গে এ বিষয়গুলি উল্লেখ

* শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ও তিমল্ল শিলালিপি—সম্ভবতঃ পাল বংশজ রাজা। ("মহাশূর মহীপাল কেন (বাঘকে) নাই মারে ॥ ৭০

(গ) সে রাঢ় বাসীগণ গোপ হওয়াই সম্ভব। গোয়ালা নহে।

করা উচিত ছিল। কিন্তু তখন এ বিষয়গুলি পুস্তক পাঠকালে ধরিতে পারি নাই] রাজা যোগেন্দ্র সৈয়দ বর্ম্মণকে যুদ্ধে পরাজয় করেন ও ইছাই ঘোষকে পরাস্ত করেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

ভল্লপদের ভল্লুকসহ সংশ্রব কবির কল্পনা মাত্র। ভল্লুক নামে ক্ষত্রিয় বংশ কাশ্মীরে থাকার উল্লেখ—রাজ তরঙ্গিনীতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডের ১২২ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে—জাম্বুবান ভল্লুক নগরের অধিপতি এবং তাঁহার কন্যা জাম্বুবতীকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। [ঐ ১১৫ অধ্যায়]। শ্রীকৃষ্ণকে ৭ জন গোপ পরিষদ শ্বেত চামর দ্বারা ব্যজন করে—১১৮ অঃ। ইহাঁরা সকলেই সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় গোপ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ও বোম্বাই অঞ্চলে সেকালে গোপ বংশ ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-কালের সদ্গোপ কিম্বদন্তী, যাহা সাধারণ লোক হইতে গৃহীত, তাঁহারা বা জনসাধারণে তৎকালে সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভল্লুক ক্ষত্রিয় বংশ ছিল তাহা জানিতেন না।

সেকালে সদ্গোপগণ যে যুদ্ধ বিদ্যায় পরিপক্ক ছিলেন তাহা বহু তাম্রলিপিতে পাওয়া যায় তাহা ছাড়াও ৺রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিবায়ণ হইতেও পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাজা রঘুবীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যে, রাজা ধার্ম্মিক রসিক রণধীর; পুনঃ—তাঁহার পুত্র রাজা রাম সিংহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন...মহাবীর। তাঁহার পুত্র যশোমন্ত সর্ব্বগুণযুত ও রণে ভৃগুরাম সম বলিয়াছেন। এ বংশ সদ্গোপ ছিলেন। এই যশোমন্ত যোগসিদ্ধ "দেবীপুত্র" হইয়া ছিলেন। এই রাজা যশোমন্তকে তাঁহার সভা-পণ্ডিত রামেশ্বর "কোঙর" বলিয়াছেন। এস্থলে "কোঙরের" অর্থ কুমার বা রাজকুমার হওয়া অসম্ভব, কারণ তিনি তখন স্বয়ং দীগ্বিজয়ী রাজা। রাজাকে কেহ

কখনও রাজকুমার বা কুমার (কোঙার) ভুলেও বলেন না। ১০১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ রাঢ়ের (মেদিনীপুর অঞ্চলে) রাজা রণশূর চোল-রাজের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাস্ত হন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলদ্বয়ে লাউসেন দিগর বহু কোঙর ও অন্যান্য সদ্গোপ সাহসিক বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বারবাসিনীর রাজা ও মানাদের রাজা বহু যুদ্ধ করেন কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হন। নারায়ণগড়ের রাজাগণ ও পাল বংশীয় রাজাগণ বহুযুদ্ধ করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই সদ্গোপ ছিলেন। কর্ণসেন রায়, ইছাই ঘোষ, ও (ক) লাউসেন বহু যুদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই সদ্‌গোপ ছিলেন।

এই সকল ব্যাপার দ্বারা জানা যায় যে সদ্‌গোপগণ আদিতে ক্ষত্রিয় বর্গান্তর্গত গোপ ছিলেন। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বহু সদ্‌গোপ পাটওয়ারী গ্রামাধ্যক্ষ, ইত্যাদিছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশের পদবী মণ্ডল ছিল। তদ্বারা বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা ২০০০ বৎসরের পুরাতন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বৈশ্য গোপ ছিলেন অথবা অমরকোষের ক্ষত্রিয় বর্গান্তর্গত গোপ আদিতে ছিলেন; এবং এক্ষণে তাঁহারা অমরকোষের বৈশ্যবর্গান্তর্গত গোপরূপে অন্যান্য কৃষিবারী গোপসহ মিলিত হইয়া আছেন। এক-কালে যে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় গোপেরা এমন কি ভারতবর্ষের অধিপতি পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে মুমূর্ষ হইয়া আছেন। পারস্য, গ্রীস, স্পেন, তুর্কি, রোম ইত্যাদি যেরূপ উচ্চে উঠিয়া এক সময়ে অবসন্নতা প্রাপ্ত হন তদ্রূপ হইয়া আছেন।

(ক) পূর্ব্বকাল হইতে পশ্চিম রাঢ়ে গোপ জাতির রাজ্য ছিল। এই গোপেরা সদ্‌গোপ নামে প্রসিদ্ধ।—গৌড়ের ইতিহাস, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ১০১৭ সালে প্রণীত। পৃঃ—১০৪।

রাজা মহেন্দ্রের তৃতীয়া পত্নী (রাণী) গৌরীর গর্ভজাত সন্তানেরা শুশকরা হইতে ৬।৭ মাইল তফাতে দীঘনগরে বাস করেন বলিয়া প্রবাদ। ইহা হইতে খোঁচ শব্দের উৎপত্তি সম্ভব। (ক)

কোন কোন মতে ভল্লুপদ হইতে বৈদ্যনাথ ১৪ পুরুষ। তাহাদের নাম সঠিক পাওয়া যায় নাই ; পরবর্ত্তী ভাল্‌কী বংশাবলী সঠিক যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই দেওয়া হইল।

[**মন্তব্য** ঃ—নানা স্থান ও নানা উৎপত্তি হইতে সংগৃহীত ভাল্লকী বংশাবলী হইতে দেখা যায় যে উহাদের মধ্যে সামান্য ২।৪ স্থলে মতভেদ নতুবা মোটের উপর একতা আছে। ঘটনা সত্য না হইলে এরূপ হয় না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পাল রাজবংশের অবসান কাল হইতে ভালকীবংশ রাঢ় অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময়ে বঙ্গে অর্থাৎ ভাগিরথীর পূর্ব্বাঞ্চলে সেনরাজ বংশ অধিষ্ঠিত। এ কোঙার কুলীন বংশ আধুনিক বা গোয়ালা হইতে সেন্‌সাস্‌ রিপোর্টে কথিত মত সম্প্রতি বিচ্ছিন্ন হইতেই পারে না। বংশ পরিচয় পাইলে কখনই এরূপ শ্লেষপূর্ণ হিংসামূলক রিপোর্ট হইত না।

৺শ্রীশ চন্দ্র রায় M.B. মহাশয় গৈরিক-বসনে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিজ বাটী মানকরে বসিয়াও চতুর্দ্দিকে বহুদুর গ্রামে ২ স্বজাতির বাড়ী সময়ে সময়ে অবস্থিতি করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় ভগবানে মন অর্পণ করিয়া স্বজাতীয় বংশের ইতিহাস ও বংশাবলী সঞ্চয়ে ৪।৫ বৎসর অতিবাহিত করিয়া যে বৃহৎ বংশাবলী লিখিয়াছেন তাহা ছাপাইতে অক্ষম হইয়া ও সাহায্য না পাইয়া অবশেষে তাঁহার গুরুর উপদেশ মত আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন কিন্তু ইহার সারাংশ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই স্বর্গীয় হইলেন। এক্ষণে আমি অন্যান্য মহোদয়ের সাহায্যে

(ক) মানকরের ডাক্তার ৺শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্থানীয় অনুসন্ধানের ফল।

তাঁহার স্বর্গ কামনায় এই সারাংশ প্রকাশ করিতেছি। এই পুস্তকে লিখিত বৃত্তান্ত অনেক স্থলেই তাঁহার সঞ্চয়ের সহিত ঐক্য আছে। রায় মহাশয় স্বয়ং পশ্চিমকুল সদ্গোপ ও মানকর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দুই মাইল তফাতে, ভাল্‌কী বংশের আদি বাসস্থান অমরার গড়, সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"অযোধ্যা প্রদেশের জনৈক ক্ষত্রিয় ভূপতি সস্ত্রীক পুরুষোত্তম যাইবার সময়ে মানকর হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অরণ্যের নিকট শিবির সন্নিবেশিত করেন। রাজ্ঞী গর্ভবতী ছিলেন। সেই সময়ে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় এবং শিবির মধ্যে একটী সন্তান প্রসব করেন। শিশুটী মৃতবৎ প্রতীয়মান হওয়াতে ঐ জঙ্গল মধ্যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহারা প্রস্থান করেন। উক্ত শিশু ঐ জঙ্গলের মধ্যে ঋক্ষ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। নিকটে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল [শিবানন্দ স্বামী] ও সন্ন্যাসী ঋক্ষ গহ্বরে শিশুর ধ্বনি পাইয়া, তাঁহাকে আনিয়া সযত্নে পালন করেন এবং রাজলক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে যথাবিধি সংস্কার করাইয়া বেদ ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করেন। ঋক্ষগহ্বরে প্রতিপালিত বলিয়া ইহাঁর নাম ভল্লুপদ রাখিয়াছিলেন ; সেই জঙ্গলের নাম ভাল্‌কীর জঙ্গল হয়। তদবধি এই বংশীয়েরা ভাল্‌কী বংশ বলিয়া খ্যাত।

"রাজা মহেন্দ্র অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি নিজ বাহুবলে কাটেয়া হইতে পঞ্চকোট পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। * * * * এই বংশের শেষ রাজা বৈদ্যনাথ বর্গীর সঙ্গে যোগদান করেন, সে জন্য নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বর্গী দমন করিতে আসিয়া তাঁহার রাজত্ব কাড়িয়া লন। তাঁহার নির্দ্দোষী মাতার অনুরোধে

শ্রী৺শিবাখ্যা দেবীর জন্য ৪০০ [৩৭৫/০] ডাঙ্গা দেবীর মন্দিরের

চতুষ্পার্শ্বে ছাড় দিয়া যান। * * * (তথায়) বড় বড় পুকুর রাজার বাঁধ, রাণীর বাঁধ ইত্যাদি অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। নিজ স্ত্রী অমরাবতীর নামানুসারে অমরার গড় নাম রাখিয়া ছিলেন। পূর্ব্বের সমৃদ্ধির নিদর্শন, একস্থলে ধানের খামার ছিল বলিয়া, খামার গ্রাম নামক গ্রাম এখনও রহিয়াছে; মরাই যে স্থানে ছিল সে স্থানে ২।৩ হাত মাটির নিচে পোড়া ধানের চাপ এখনও দেখা যায়; এবং সে স্থানের নাম মরাইতলার মাঠ। পাঁচমৌলী নামক গ্রামে পঞ্চ মহলা দালান ছিল। পোড়াইল গ্রামে ৮০ জন ঢালী ও সড়কীওয়ালা থাকিত * * * রাজ বাড়ীর ধ্বংশাবশেষ এখনও মৃত্তিকা প্রোথিত।" ‡

রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বংশধরগণ পৃথক পৃথক বাড়ী করিয়া থাকেন ও শ্রীশ্রী৺শিবাখ্যা মাতাকে একটী ক্ষুদ্র মন্দির করিয়া তথায় রক্ষা করেন এবং পূজা করিতে থাকেন। নবমী পূজার দিন গ্রামে বহির্গত হইয়া দেবী স্থানান্তরে পূজিত হন, তথায় মহিষ বলিদান এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে। তিনি লিখিতেছেন অপরাপর বিষয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় প্রণীত সদ্গোপ জাতীয় ইতিহাসের ১ম খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য (ইতি ৺শ্রীশচন্দ্র রায়)। তিনি আরও বলিয়াছেন—ভালকীর সকলেই রায় উপাধিধারী। রাজা মহেন্দ্রের গুরু ছিলেন ৺শিবরাম স্বামী—তাঁহার দেহ রক্ষার পর তাঁহার সমাধির উপর শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী

‡ এই সকল স্তূপ খনন করিলে সে কালের সদ্গোপ সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া সম্ভব। তজ্জন্য নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ও বহু অর্থের প্রয়োজন—অর্থাৎ ইহাতে ৫ সহস্র মুদ্রা লাগিতে পারে। Archeological Dept. এর হস্তে এই অর্থ দিতে পারিলেও সে কার্য্য সুসমাধা হইতে পারে। তদ্বারা সদ্গোপ নামের সার্থকতা হইতে পারে।

কালী মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন—ঐ মন্দির ও তৎসংলগ্ন পুকুর এখনও বর্ত্তমান আছে। শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরীর নিত্য সেবার জন্য জমি দান করা আছে।

রাজা ভল্লুপদ প্রথমে দরিয়াপুরের রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি সদ্‌গোপ ছিলেন। কালিকাপুর, মৌখুরা ও দরিয়াপুরের রায় এই বংশের। ভালকীর রাজবংশ সদ্গোপের সহিত ক্রমে মিলিত হন। ১১৪৫ শকে § ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বে ১৮ প্রস্থ গড়খাই করেন ও ঘন বেতবন লাগাইয়া গড়টী সুরক্ষিত করেন।

সৈয়দ বর্ম্মণি নামক একজন মুসলমান যোদ্ধা জামতাড়ায় রাজা মহেন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া নিজেই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। [১৩২৭ শকে]

এই সকল বিষয় উদ্ধার করায় ৺শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয় সদ্‌গোপ জাতীর ধন্যবাদ পাইতে অধিকারী—ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। তিনি প্রায় ৩৭০টি বংশের বংশমালা যথা সম্ভব সংগ্রহ করিয়া আমার হস্তে দিয়াছেন। স্বজাতির আগ্রহ থাকিলে ও আবশ্যকীয় চাঁদা প্রাপ্ত হইলে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা সম্ভব। তত্রাপি সমুদয় বিবরণ সঙ্কলন করিয়া তাহা মুদ্রণ, মনে হয় আমার একার পক্ষে অসম্ভব। সমুদয় মুদ্রিত হইলে প্রায় ৫।৬ খণ্ড পুস্তক হইবে। স্মৃতিরক্ষার জন্য অনেকগুলি ফটোও দেওয়া আবশ্যক। সে সমুদয় ফটোর জন্যও স্বজাতিবর্গের সহায়তা পাওয়া আবশ্যক।

---

§ খৃঃ ১২২৩। এই গড়খাইয়ের বিষয় ওল্ডহাম সাহেবের Memoirs (স্মারক লিপিতে) উল্লেখ আছে, পৃঃ—৮৮।

বংশ পরিচয় ও বিবাহাদির বিবরণ বিপুল ব্যাপার।

১৩৩১ শকে (১৪০৯ খৃষ্টাব্দে) * লাউসেন রাজার সহিত মৈত্রতা হয়। লাউসেন ইছাই ঘোষকে পরাস্ত করিয়া রাজা মহেন্দ্রের আধিপত্য বৃদ্ধি করিয়া দেন।

৺শ্রীশচন্দ্র রায় মহাশয় অন্যান্য বিষয়ে ভালকী বংশ সম্বন্ধে যাহা আমাকে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহা এই অধ্যায়ের পূর্ব্বকথিত বিবরণ সহ সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

১৫২৬খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ডাকাত বৈরাগী পান্না কর্ত্তৃক রাজবাটী লুণ্ঠিত হয় ও ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে নবাব কর্ত্তৃক রাজত্ব লোপ পায়। [সন তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে] শ্রীধর্ম্মমঙ্গল যাহা ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত, তাহাতে আছে ৭০৩ শকে (খৃঃ ৭৮১) লাউসেন কর্ত্তৃক রাজা ইছাই ঘোষ পরাজিত। তাহা হইলে পাল রাজা ধর্ম্ম পালের সমসাময়ীক হয় ও মানিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের সহিত ঐক্য হয়।

১২৯২ বঙ্গাব্দে (খৃঃ ১৮৮৫) বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয় পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে ভল্লুপদ নিলপুরাধিপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে রাজা গোপাল জন্ম গ্রহণ করেন। (পৃঃ ১৫৬)

সম্প্রতি ১৩৩৬ সালে জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রতনপুর মোকামের পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী ও হরিদাস রায় পাশলা হইতে নিম্নলিখিত ভাল্‌কী বংশাবলী লিখিয়াছেন :—

রাজা ভল্লুপাদ, তস্য পুত্র গোপাল, তস্য পুত্র হরেন্দ্র, তস্য পুত্র নরেন্দ্র, তস্য পুত্র (৫) মহেন্দ্র, তস্য পুত্র শতক্রতু, তস্য পুত্র

* বর্ষ সংখ্যাগুলি সঠিক কিনা তাহা সন্দেহ জনক।

(৭) বৈদ্যনাথ [১ম](?), তস্য পুত্র শিবনারায়ণ, তস্য পুত্র ঘনশ্যাম [সাং রাতগড়া], তস্য পুত্র প্রভুরাম, তস্য পুত্র গিরিধারী, ও সাহেবরাম; গিরিধারীর পুত্র (১২) লক্ষ্মীনারায়ণ ও প্রেমরাম; লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র **(১৩) পরেশ ও বৈদ্যনাথ**। পরেশ বিবাহ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় রতনপুরে বাস করেন। বৈদ্যনাথ রাতগড়া হইতে বিবাহ করিয়া মল্লারপুরে বাস করেন। [১৩] বৈদ্যনাথের [২য়] পুত্র [১৪] আমিরচন্দ্র, তস্য পুত্র [১৫] চন্দ্রনারায়ণ ও রামকৃষ্ণ সাং মল্লারপুর। ইত্যাদি।

দীর্ঘনগরের এই বংশের
নন্দরায়
কানুরায়
দেবীচরণ
হরগোবিন্দ
(দারোগা) মাণিকচন্দ্র (শিউড়ীতে মোক্তার) আমির [হ]
ঈশান (বনয়ারীচাঁদ রাজার দেওয়ান ।)
১মা স্ত্রী
২য়া স্ত্রী ।
+ ২য়া স্ত্রী
তারকনাথ
?
কৈলাশ
জানকী
কৃপারাম
উমেশ
কন্যা
বনয়ারী
মনীনাথ ব্রজনাথ ৩ কন্যা
বসন্ত
ষষ্ঠিপদ
রসময়
[সাং পারুলডাঙ্গা
শম্ভূনাথ
লক্ষ্মু
২ কন্যা
[হ] আমির + ১মা স্ত্রী
সীতানাথ
হরেন্দ্র
হৃদয়নাথ
জগদানন্দ
কামাখ্যা
?
গোপাল
দুর্গাপদ
উমাপদ
বিরণ
কমলা

৪। রাজা মহেন্দ্রের ৩য়া রাণী গৌরী-গর্ভজ (বিষ্ণুপুর রাজা বীরবল কন্যা ; গৌরী—কেহ ২ বলেন রাধানগরের রাজকন্যা।)

[?] বংশাবলী অসম্পূর্ণ। এ বংশধরগণ দীঘনগরে বাস করেন।
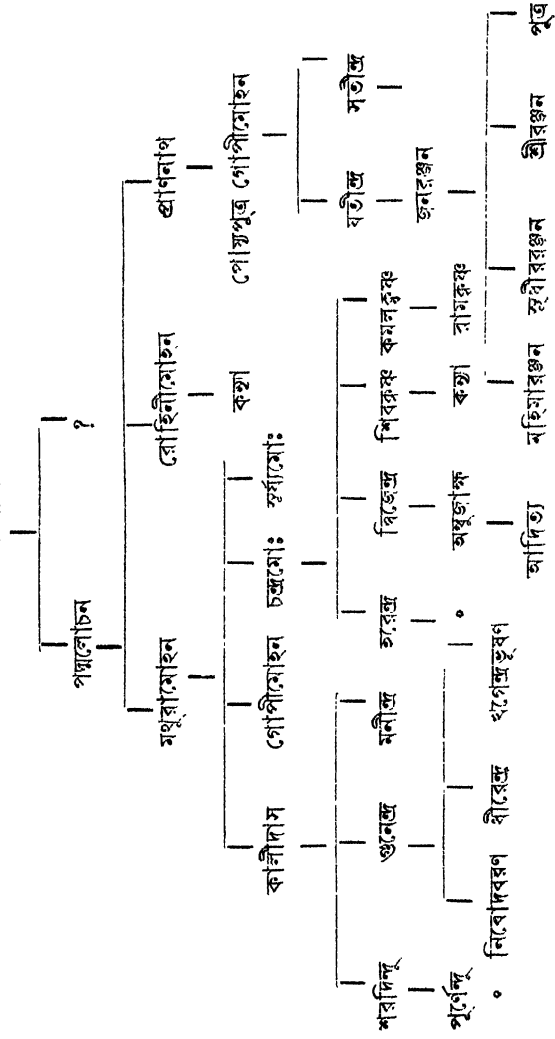
পশ্চিমকুল (৩ ঘর) কুলীন মধ্যে স্বদেশ ও স্বজাতীর নাম উজ্জ্বলকারী মহাশয়গণের নাম। যথা ঃ—

রায় বাহাদুর ৺অবিনাশচন্দ্র কোঙার Supdt. Home. Dept. Govt. of India.

৺প্রশন্ন কোঙার L.M.S. ডাক্তার বাঁশবেড়ে।

৺নিলমনী কোঙার মহাশয় Supdt. Imp., Sec. Military Accounts. Simla.

৺রায় সাহেব আশুতোষ কোঙার M.A. Oftg.Reg., Pol. Dept. Govt. of Bengal. (বলুটী)

৺আশুতোষ কোঙার Supdt. Jail Depot, Bengal. (চণ্ডিতলা)

৺চারুচন্দ্র কোঙার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (Bansberia)

৺হীরালাল কোঙার ব্যারিষ্টার, কলিকাতা হাইকোর্ট

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কোঙার, 'প্রজাপতি' সম্পাদক, ঘটক ও জীবনী-সংগ্রাহক [গুড়োপ, হুগলি]

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কোঙার M.A.B.L. এডভোকেট High Court. Calcutta. উক্ত উভয়ের পিতা

Late Rajendra Nath Kumar. B.A. Head Master High E. School Baluti.

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কোঙার কণ্ট্র্যাকটার [চণ্ডিতলা]

৺বিপিনকৃষ্ণ কোঙার L.M.S. ডাক্তার [বেলুড়]

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কোঙার, উকিল কিশানগঞ্জ [পূর্ণিয়া] সাং চা-গ্রাম বর্দ্ধমান।

৺প্রাণকৃষ্ণ কোঙার M.A.B.L. হুগলিতে ওকালতি করিতেন।

৺শশীভূষণ কোঙার পূর্ণিয়াতে ওকালতি করিতেন; বাড়ী বিড়ূয়া বৰ্দ্ধমান জেলায়।

রায় সাহেব ৺টি, ডি কোঙার (তুলসিদাস) কন্‌ট্র্যাকটার[সুলতানপুর]

শ্রীযুক্ত মনমোহন কোঙার, M.B., ডাক্তার [বলুটী]

" ললিত মোহন কোঙার এসিস্‌টেণ্ট ট্র্যাফিক্ ম্যানেজার বেঙ্গল টেলিফোন কোং।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ কোঙার B.L., উকিল মেদিনীপুর

৺তিনকড়ি [কোঙার] রায়, তস্য পুত্র ৺সারদাচরণ রায় বৃহৎ চুনের ব্যবসা ছিল বেলিয়াঘাটায় (সাঁখারিটোলা)

সুরেন্দ্রনাথ কোঙার, Linguist Imperial Library, & Supdt. of the Reading Room, officiated several times as Librarian.

শ্রীযুক্ত মনীভূষণ কোঙার, বি এস্-সি, বি-এল্, ইটালি।

শ্রীযুক্ত সতিশ চন্দ্র কোঙার বি-এ, কালিঘাট, ও তস্যপুত্র—

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কোঙার বি-এ, কালিঘাট।

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ কোঙার, Auditor. D.A.G. Post and Telegraphs. Postal Branch, Calcutta.

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কোঙার, বি-এস্-সি, Electrical and Mechanical Engineer, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রিট্।

৺রাজকৃষ্ণ কোঙার, ইঞ্জিনিয়ার [বেলুড়]।

৺শশীভূষণ কোঙার, এল্, এম্, এস্ ডাক্তার, পাতুল, হুগলি।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ কোঙার বি,এ, বলুটি, হাওড়া।

৺শ্রীনাথ চন্দ্র কোঙার শ্রীরামপুরের মোক্তার ও তস্যপুত্র বিধুভূষণ কোঙার রেড়ির তেলের কল [পাতুল]

৺শ্যামাচরণ কোঙার, বি-এল, উকিল, হাওড়া।

৺যোগীন্দ্রনাথ কোঙার Superintendent, Controller of P. O., Calcutta.

৺পূর্ণচন্দ্র কোঙার ঐ ঐ ঐ

শ্রীযুক্ত দিবাকর কোঙার, বি-এল্, উকিল, বর্দ্ধমান।

" কালিকিঙ্কর সিংহ রায়, বি-এল্, উকিল, বর্দ্ধমান।

" শৈলেন্দ্র [বা সুরেন্দ্র] নাথ কোঙার, এল্, এম্, এস্ ডাক্তার [গুড়োপ]।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কোঙার, এম্-এ, বি-এল্, ভাকিল, [হাইকোর্ট], পূর্ণিয়া, [বিড়ুয়া, বর্দ্ধমান]

শ্রীযুক্ত শিবপদ কোঙার, বি-এ, সুলতানপুর।

" শ্রীপতি কোঙার এম্-বি, চা-গ্রাম বর্দ্ধমান।

" পশুপতি কোঙার বি-এল্, কিশানগঞ্জের উকিল

" রমাপতি কোঙার এম্-বি, ডাক্তার, কিশানগঞ্জ।

" উমাপতি কোঙার বি-এ। উক্তমহোদয় ত্রয় উকিল রজনীকান্ত কোঙারের পুত্র।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ কোঙার এম্-বি, শ্রীরামপুর।

৺নৃতগোপাল কোঙার এম্-এ-বি-এল্ উকিল ২৪ পরগণা।

৺কালি কোঙার এম্-এস্-সি, প্রফেসার. সায়েন্স কলেজ।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর কোঙার বি-এল্, উকিল, হুগলি [বালি]।

" রামমোহন কোঙার ব্যবসায়ী, হাওড়া।

" হৃষীকেশ কোঙার বি-এ, চন্দননগর।

৺সূর্য্যনারায়ণ কোঙার, চণ্ডীতলা।

শ্রীযুক্ত শশধর কোঙার বি-এ, B.H.M.S. হোঃ ডাক্তার, মহেশ্বরপুর, বর্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ কোঙার বি-এ, ভেঁাপুর, হুগলি।

„ চরণদাস কোঙার বি-এ, ভোঁপুর, হুগলি।

„ সত্যভূষণ কোঙার, Landholder. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড্ কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র রায় এম্-বি, ভবানীপুর [নন্দনপুর]

ডাক্তার ৺কালীচরণ কোঙার ভূতপূর্ব্ব Asst. Surgeon. ও তস্য পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ কোঙার, ইঞ্জিনিয়ার ও বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র কোঙার B.A , মীরহাট।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ কোঙার, L.M.S.মীরহাট।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাসবল্লভ কুঙার [কুমার]

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় বি-এ, বর্দ্ধমান।

„ দ্বিজেন্দ্র নাথ রায় বি-এ,, বর্দ্ধমান।

ডাক্তার অকিঞ্চন রায়, ভাতকুড়া, বর্দ্ধমান।

শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায়, জমিদার, নদিয়া।

„ সতীন্দ্রমোহন রায়, ঐ ।

ডাক্তার গুণেন্দ্রনাথ রায়, বর্দ্ধমান।

ডাক্তার শশাঙ্কমোহন রায় L.M.P.

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায় বি-এল, উকিল; কালনা।

ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বি-এ, বগুড়া।

„ বলাইচন্দ্র রায় বি-এ, বর্দ্ধমান।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অভয়পদ রায় L.M.F. বর্দ্ধমান।

ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন কারফরমা, মন্তেশ্বর।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় বি-এস্-সি. বর্দ্ধমান।

" কৃষ্ণহরি কোঙার বি-এ, শিক্ষক।

ডাক্তার সীতানাথ রায়, দেওঘর

" যতীন্দ্রমোহন কারফর্ম্মা, সামন্তী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়, বি-এল্, বোলপুর।

ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন রায় L.M.P., ইলামবাজার।

শ্রীযুক্ত রামপদ রায় বি-এ, বীরভূম।

" ফকিরচন্দ্র রায় B.Sc. নাড়াজোল।

" ধীরেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, চন্দ্রপুর।

" নিরাপদ রায়, B.A. জমিদার।

৺শ্রীশ চন্দ্র রায় M B. মানকর।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় বি-এল, মাদ্রাস (বর্দ্ধমান)

" যোগেন্দ্রনাথ রায়, জ্যোতিশ শাস্ত্রী, of Astro.-Training Academy, বেদজ্ঞ।

১৪শ অধ্যায়

বংশের পুরুষ সংখ্যা দ্বারা কাল বা প্রাচিণত্ব নিরূপণ

এটী একটী গনণার প্রথা। টড্ সাহেব কৃত রাজস্থানে ও আইন আকবরীতে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। অরাজকতা ও যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা পুরুষের কাল কমিয়া যায়। সে জন্য এক সময়ে এক পুরুষে ১৮ বৎসরে নামিয়া গিয়াছিল। আবার সুসময়ে আয়ুর কাল এমন কি ৬০ বৎসরে দাঁড়াইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন।

ইতিহাস হইতে জানা যায় জেলা মুরসিদাবাদ মধ্যে থানা ও পোঃ আঃ নবগ্রাম অন্তর্গত পালনা গ্রামের মৌদগল্য গোত্রীয় মৌলিক ৺মথুরানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় ১০০৭ সনে লোহাজোল সহরে বিহরোল পরগণার ৩৬০ মৌজার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া ৩৬০ টী শিব * স্থাপনা করেন ও নিত্য সেবার জন্য দেবত্তর দান করেন। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর ৯ম পুরুষে।

* দৈনিক বসুমতী পৃঃ ২২৮—২৩০ দ্রষ্টব্য
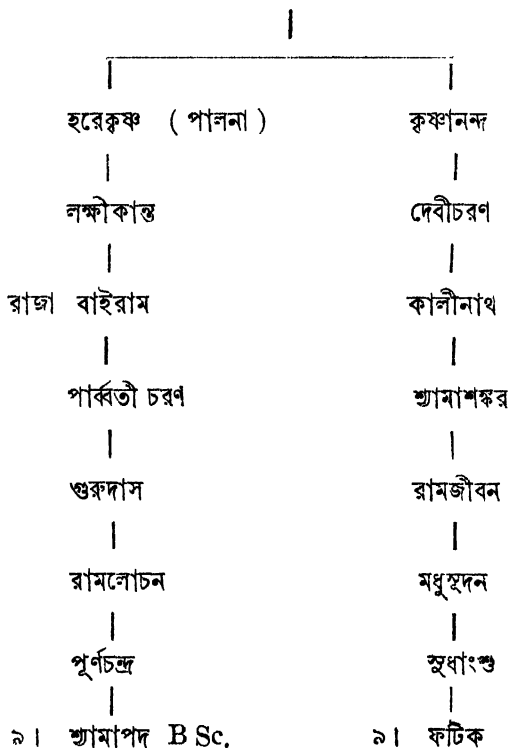
পুত্র ? পুত্র ?

১৩৪৫ – ১০০৭ = ৩৩৮ বর্ষ। ৯ পুরুষে ৩৩৮ বর্ষ অতিবাহিত। অর্থাৎ ৩৭ বর্ষে এক পুরুষ হয়। (রাজত্ব আরম্ভ ১০০৭ সালের পূর্ব্বে, ১০০৭ সনে ৩৬০ শিব স্থাপন করেন। আইন আকবরীতে কথিত আছে ঃ

ভোজ গৌড়ের ৯ জন রাজার রাজত্ব কাল ২৫০ বর্ষ। অর্থাৎ গড়ে ১ পুরুষে—২৮ বর্ষ।

আদিশূর দিগর রাজবংশের ১১ জন রাজার রাজত্ব কাল—৭১৪ বর্ষ। অর্থাৎ গড়ে ৬৫ বর্ষে ১ পুরুষ। ভূপাল রাজ বংশের ১০ জন রাজার রাজত্ব কাল ৬২৮ বর্ষ। অর্থৎ গড়ে ৬২ বর্ষে এক পুরুষ।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আদিশূরের সময়ে ও তৎপরবর্ত্তীকালে রাজা বল্লাল সেনের ও লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রাজারা দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্বকালও দীর্ঘ ছিল। এমতে গড়পড়তা এক এক রাজার রাজত্বকাল ৪০ বৎসর ধরিলে অন্যায় হইবে না। মুসলমানগণ বঙ্গদেশ জয় করিয়া ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ-রাজাকে হত্যা করেন নাই। বিজীত রাজবংশকে অনেক সময় রক্ষা করিতেন। এজন্য বংশ তালিকায় এক এক পুরুষের অস্তিত্ব ৪০ বৎসর ধরিলাম। নারায়ণগড়ের পাল রাজ বংশের অস্তিত্ব মেদিনীপুর ইতিহাসে কথিত মত ৬৭১ শত বঙ্গাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের ২৩ পুরুষ রাজত্বকাল ৬৭৪ বৎসর। অতএব এক পুরুষে প্রায় ৩০ বর্ষ কাল।

বংশতালিকা অনুসারে ২৪ পুরুষে সুর বংশের আদি হইতে এপর্য্যন্ত মোট ৭২০ বর্ষ হয়।

তদ্রূপ নিউগী বংশের ১৮ পুরুষে এপর্য্যন্ত ৫৪০ বর্ষ হয়।

বিশ্বাস বংশের ৯ পুরুষে এ পর্য্যন্ত ২৭০ বর্ষ হয় এবং ভালকী বংশের ২৬ পুরুষে ভল্লুপদ হইতে এপর্য্যন্ত মোট ৭৮০ বর্ষ হয়।

খৃঃ ১৯৩৮ হইতে উপরি উক্ত বংশের অস্তিত্বকাল বাদ দিলে বংশের আরম্ভ হয় যথা :—

সুর বংশের অনুমান ১২১৮ খৃষ্টাব্দে প্রারম্ভ

সুর, নিয়োগী, বিশ্বাস ও পালগণের সম্পূর্ণ বংশাবলী পাইলে এক পুরুষের আয়ু আরও বেশী হইবে।

নিয়োগী বংশের অনুমান ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রারম্ভ
বিশ্বাস বংশের অনুলান ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রারম্ভ

লক্ষ্মণাব্দ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ। অতএব ভালকী বংশ আরম্ভ লক্ষ্মণসেনের সময়ে। ভালকী কুলীন বংশের অনুমান ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রারম্ভ হয়। অর্থাৎ কোন বংশই আধুনিক নহে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বংশের আরম্ভ কাল নির্ণয় করা হইল। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ পশ্চিমকুল কুলীন বল্লাল সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পূর্ব্বকুল কুলীনেরা বলেন তাঁহাদের কুলীনত্ব বল্লাল সেন হইতে প্রাপ্ত। ইহা হইতে বুঝা যায় সদ্গোপের কোন শত্রু সেন্‌সাস্ কমিশনারকে ভ্রমে পাতিত করিয়া হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন। এবং সদ্গোপের দুর্ণাম করিয়াছেন।

সুর খৃ ১৯৩৮—৭২০ = ১২১৮ খৃঃ
নিয়োগী খৃঃ ১৯৩৮—৫৪০ = ১৩৯৮ খৃঃ
বিশ্বাস খৃঃ ১৯৩৮—২৭০ = ১৬৬৮ খৃঃ
ভাল্‌কী খৃঃ ১৯৩৮—৭৮০ = ১২৫৮ খৃঃ

১৫শ অধ্যায়

পরগণা গোপভূম

"আসানসোল রাণীগঞ্জের মরুসদৃশ প্রান্তরভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র গোপভূমি—অর্থাৎ কাঁকসা থানার গৌরাঙ্গপুর অরণ্য ও তাহার উচ্চভূমি এবং মানকর হইতে দামোদরের তটভূমি পর্য্যন্ত যে ** রাষ্ট্র একদিন অসীম প্রতাপে বিরাজ করিত, তাহা কি আমরা বিস্মৃত হইয়াছি? গৌরাঙ্গপুর অরণ্য মধ্যে রাঢ়েশ্বর শিবঠাকুর এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন। কোন্ রাষ্ট্রাধিপ এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। আলোচনা দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে উক্ত শিবলিঙ্গ রাঢ় প্রদেশের রাষ্ট্রাধিপের প্রতিষ্ঠিত।"

"আলিগড়ের অদূরবর্ত্তী ১০৮ শিবলিঙ্গ আছে। * ঐ গড়ের অধীশ্বর ছিলেন বীর রাজা মহেন্দ্র। সম্ভবতঃ উক্ত ১০৮ মন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। অজয়ের উত্তর তটে শেরগড় পরগণা অরণ্যে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে চুরুলিয়া দীঘি গড়খাই ও প্রাসাদের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। জনশ্রুতি এই যে নরোত্তম নামে এক ব্যক্তি চুরুলিয়া দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন।"

"শেরগড় পরগণার পূর্ব্বভাগে গোপভূমী। তাঁহার রাজধানীর

§ খৃঃ পূর্ব্ব ২য় শতাব্দী হইতে খৃঃ ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গেও মগধে শৈবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। সদ্গোপ কুলীন বংশ শাক্ত। পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব। শিবলিঙ্গগুলি সম্ভবতঃ পশ্চিমকুল কুলীন সদ্গোপের পূর্ব্ব পুরুষের। প্রাচীন বংশাবলী বা কোন তাম্র শাসন পাওয়া যায় নাই।

* পৃঃ ২২৪ ও ২২৫ শে লিখিত বিষয় তুলনার যোগ্য।

ধ্বংশাবশেষ অনরাগড়ে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মঙ্গলকোট গোপ রাজ্যের সীমান্ত দুর্গ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।"

"এক সময়ে শেরগড়ের ও গোপভূমের রাজাগণ ভাস্কর পণ্ডিতের সৈন্যাধ্যক্ষ মোহন গিরিকে পরাজয় করিয়াছিলেন।"

[**মন্তব্য** ঃ—এক সময়ে বহুকালাবধি প্রবল প্রতাপ থাকিলেও গোপভূমের অধিপতিকে ও তাঁহার স্বজাতিবর্গকে এখন অনেক অনুন্নতমনা তুচ্ছ জ্ঞান করেন। মৃত সিংহকেও মশা মাছি পদাঘাত করিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ৭০০ বর্ষ রাজত্ব করিয়া দুর্ব্বল হওয়ায় এক্ষণে সকলই সহ্য করিতে হইবে। দৈব-চক্রে সমাজ আলোড়িল হইয়া আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিতে পারে। ইউরোপের রোমের অবস্থা উপস্থিত ইটালিয়ানগণ দ্বারা পুনরুদ্ধার হইতেছে।]

—দৈনিক বসুমতী—১৩০২।৫ সন॥ (তারিখ পাই নাই)

বর্দ্ধমানের কালেকটার ওল্‌ড্‌হ্যাম C.I.E. সাহেব ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের বিবরণে লিখিয়াছেন, যথা ঃ গোপভূম পরগণাটী এখনও অতি বৃহৎ; পরগণা সেরগড় গোপভুম পরগণার অন্তর্গত ছিল এবং ইহা অজয় নদী হইতে দামোদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পরে শেরগড় ও গোপভূম মধ্যবর্ত্তী স্থলে পং সলিমপুর এবং পং সেনপাহাড়ী হয়—উহা পূর্ব্বে গোপভূম পরগণার অন্তর্গত ছিল। ইহার বহির্ভাগে পলিপড়া জমি কোন পরগণা ভুক্ত তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। গোপভূম পরগণার আসলি জমি প্রায় সমস্তই শাল বৃক্ষে ও শালবনে আচ্ছাদিত। গোপভূম ও পাঁচেটের মধ্যবর্ত্তী সেন পাহাড়ী ও সলিপুর মহাপ্রভুর সময়ে বিষ্ণুপুরের বাগ্দী রাজার রাজত্ব মধ্যে ছিল। এক সময়ে এই সমুদয় স্থল সর্ব্ববাদি কিম্বদন্তী অনুসারে তৎপূর্ব্বে একটী বৃহৎ সদ্গোপ রাজ্য ছিল। তাহার স্মৃতিচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। এই "সদ্গোপ

বংশের” রাজাদের মধ্যে “রাজা মহেন্দ্রের” নাম এখনও বিখ্যাত। সাধারণ লোকে তাঁহাকে মাহিন্দি রাজা বলিয়া থাকে। মানকর ষ্টেশনের নিকট অমরার গড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃহৎ বৃহৎ দুর্গশ্রেণীর ও ঘেরা প্রাচীরের অংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সদ্‌গোপরাজ্যের পশ্চিমে রাজপুত বংশের পাঁচেট রাজ্য “স্মরণাতিত কাল হইতে বর্ত্তমান আছে”। পূর্ব্বাঞ্চলে যে পর্য্যন্ত আগুরীদের বাস সে পর্য্যন্ত “সদ্‌গোপ” রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভাগিরথীর পশ্চিমে বিস্তীর্ণ জলাভূমি, দক্ষিণে কাটোয়া পর্য্যন্ত আগুরীদের বাস। § পরগণা গোপভূম মধ্যে সদ্‌গোপ জাতির প্রাধান্য। ইহার এক অংশকে পরগণা আজমৎসাহী বলে। এই আজমৎসাহী পরগণায় প্রধাণতঃ আগুরীদের বাস থাকায় দেখা যায় এ পর্য্যন্ত গোপভূম রাজ্য বিস্তৃত ছিল। (ক) আগুরীদের স্বীকার উক্তি মতেই তাহারা বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় রাজ বংশ ও গোপভূমের সদ্‌গোপ বংশের মিলনে উৎপন্ন। ইহা খুবই সম্ভব, ক্ষত্রিয় যোদ্ধাগণ বঙ্গের জঙ্গলাবৃত প্রদেশে আসিয়া জঙ্গলের

---

§ চৈতন্যদেবের সময়ে বনবিষ্ণুপুরে বাগ্দী রাজা। তৎপূর্ব্বে বনবিষ্ণুপুরে যে রাজাগণ ছিলেন তাঁহাদের সহিত সদ্‌গোপরাজের পূর্ব্ব পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। বনবিষ্ণুপুরের যে রাজাদের বাগ্দীরাজা বলা হয় তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি রাখিতেন ও ক্ষত্রিয় বংশে পশ্চিমে বিবাহ করিতেন। বর্দ্ধমান রাজ উচ্চ ক্ষত্রিয় বংশজ বলিয়া দাবি করেন। তৎকর্ত্তৃক বিষ্ণুপুর রাজ্যধ্বংশ হইলে সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুর রাজকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বাগ্দীরাজ বলিয়া প্রচার করা হয়। বঙ্গদেশে বা মগধে কখন কোন নীচ জাতি রাজা হন নাই। তদ্রূপ মেদিনীপুরের চুয়াড় ক্ষত্রিয় রাজাগণেরও দুর্ণাম রটিয়াছে। তাঁহারা এখন নিষ্প্রভ।

(ক) ওলড্‌হ্যাম সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন ক্ষত্রিয় বংশে ও সদ্গোপ বংশে মিলন বা বিবাহ হইত। অর্থাৎ সদ্‌গোপের সমাজে স্থান অতি উচ্চে ছিল। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে বংশের যে বিবরণ ছাপান হইয়াছিল তাহা দ্রষ্টব্য। সে পুস্তক রাজবাটীতে অ-সাধারণ পুস্তকাগারে দেখিতে পাওয়া সম্ভব, বাজারে বিক্রয় হয় নাই। লেখকের সে পুস্তক দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। সাধারণ পুস্তকাগারে (লাইব্রারিতেও নাই)।

রাজ বংশ সহ যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়। তখন (সে কালের কথা) সদ্‌গোপগণ জঙ্গলাবৃত দেশে বাস করিতেন ও তথায় রাজত্ব স্থাপন করেন।

ওল্ডহ্যাম সাহেব বলিয়াছেন যে সদ্‌গোপ রাজবংশ মোগল আমল হইতে বর্ত্তমান, পরে বর্দ্ধমান রাজ্য সহ সংশ্লিষ্ট। বর্দ্ধমান রাজবাটীতে সদ্‌গোপের যথেষ্ট আদর ছিল। কাণীর সদ্‌গোপ বিশ্বাস বংশ পরবর্ত্তীকালে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে উচ্চাঙ্গের কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র চিত্র সেন রায় পরগণা গোপভূম গ্রাস করিয়া বসেন এবং রাজগড়ে দুর্গ স্থাপন করেন। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সদ্‌গোপ রাজ্য প্রতি আক্রমণ হইয়াছে। দক্ষিণে আরও দুটী ক্ষুদ্র সদ্‌গোপ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা বঙ্গের পাল রাজাদের অধিনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বখতিয়ারের পক্ষে সইয়দ্ বোখারি কাঁকসা রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করেন। তদবধি তদ্বংশীয়গণ আয়মাদার স্বরূপ কাঁকসা রাজ্যের ভূমি দখল করিতেছেন। (খ) রাজত্ব স্থাপন করেন নাই।

তিনি আরও বলিয়াছেন ভরতপুর ও কাঁকসায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল তাহার ধ্বংশাবশেষ এবং হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি কৃষ্ণ প্রস্তরে প্রস্তুত, মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে পঙ্কোদ্ধারের সময় পাওয়া যাইতেছে।

প্রথম খণ্ড ১৫শ অধ্যায় শেষ

(খ) ফেরিস্তার বঙ্গ ইতিহাসে সইয়দ মহম্মদ ও সইয়দ জেলালুদ্দিন বোখারির বিবরণ আছে। তাহাতে লিখিত আছে তস্য পুত্র জালাল ১৩০৭ খৃঃতে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁকসা বংশ মালায় পাওয়া যাইবে কাঁকসা বংশ ৮।১০ পুরুষ রাজত্বের পর রাজ্য ভ্রষ্ট হন। তাহা হইলে (আদি) ১১শ শতাব্দী হইতে রাজত্ব আরম্ভ হইতে পারে।

এই ১ম খণ্ডের জন্য যে যে পুস্তক বা পুঁথি ইত্যাদি পরিলক্ষিত ঃ—

(Bibliography.)

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড ১০ ম অঃ ৫

আর্য্য সমাজ বৈশ্য খণ্ড (বসু) ৫

মহাভারত ৫, ৫১, ৯৭

রামায়ণ ৫

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ৬, ৩২, ৫০,/১,

বল্লাল চরিত ৬

ঋগ্বেদ ৬, ৪১

অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব ৭,

চৈতন্যমঙ্গল ৮,২৪,

জয়দেব চরিত (চরিত্রী) ৮. ১২৫,

দেবপাল দেবের তাম্রলিপি ৮,

বৃহৎ পারাশরীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র ১০,

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত ১০, ১১. ১২১

অগ্নিপুরাণ ১০,৯৫,

কৃষিসংগ্রহ, পরাশর কৃত ১০,

স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড – ধর্ম্মারণ্য খণ্ড – ৩৩ অঃ ১৬

ভক্তিরত্নাকর ১৭,

শ্যামানন্দ জীবনী ১৭,

পবন দূত ... ... ঐ

বিজ্ঞাপন

সদ্গোপ কুলপ্রদীপ বেদঙ্গ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ জ্যোতীষ শাস্ত্রী প্রণীত—

১।	বৃদ্ধবোধ-বর্ণ পরিচয়—	...	...	I৵০
২।	চতুর্ব্বেদীয়-পুরুষ সুক্ত—	...	...	৸০, ১৲
৩।	জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কল্পলতিকা, দশা খণ্ড—		...	১।০
৪।	স্ত্রী জাতক বিচার [পুনর্মুদ্রিত হইতেছে]			
৫।	মণিরত্ন বিজ্ঞান—	...	...	৸০
৬।	অনন্ত গড়ূর রহস্য—	...	...	I/০
৭।	শিবপূজা-পদ্ধতি—	...	...	৶০
৮।	গায়ত্রী উপাসনা—	...	...	১।০
৯।	গীতায় সৃষ্টি-তত্ত্ব—	...	...	||০

প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থকারের নিকট, ১নং ক্রিষ্টোফার রোড, পোষ্ট ইণ্টালি ; এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌সের দোকান, কলিকাতা।